উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

গীতা হাতেও রেহাই নেই, শ্রীঘরেই শতদ্রু » ৫

আটক হুমায়ুন-পুত্র

মুর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবীরের বাড়িতে পুলিশি হানা। তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীকে মারধরের অভিযোগে হুমায়ুনের ছেলে গোলাম নবি আজাদকে আটক করেছে পুলিশ। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৫°	২৫°	২৫°	২৩°
সর্বনিম্ন	১২°	১২°	১২°	১১°

গোঁড়ামির বহিঃপ্রকাশ, ক্ষুব্ধ আমেরিকা » ৫

১৩ পৌষ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 29 December 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 220

বিডিও কাঁটা!

গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় নীরব প্রশাসন

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : খুনে অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরও নীরব রাজ্য প্রশাসন। দিনের পর দিন দপ্তরে অনুপস্থিত থাকলেও ফেরার প্রশান্তর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই করছে না রাজ্য প্রশাসন। তাহলে কি এতকিছুর পরও প্রশান্তকে বাঁচাতে চাইছে প্রশাসনের একাংশ? এই প্রশ্নই উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

প্রভাবশালী বিডিওকে নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিনকে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি। মেসেজ পাঠালেও উত্তর দেননি। জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তীকেও একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও সৌরভ মণ্ডলের বক্তব্য, 'বিডিও, জয়েন্ট বিডিও একই কথা। আপাতত আমিই এসআইআর সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখভাল করছি। তবে বিডিও ছুটিতে আছেন কি না জানা নেই। সেটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই বলতে পারবে।'

বিডিও ব্লকের নির্বাচনি আধিকারিক। নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়া যখন জোরকদমে চলছে, সেই সময় বিডিও পালিয়ে বেড়ানোয় ব্লক প্রশাসনে অদ্ভুত অস্থিরতা তৈরি

প্রশ্ন যেখানে

এসআইআর প্রক্রিয়া চলার সময় বিডিও'র পালিয়ে বেড়ানোয় অদ্ভুত অস্থিরতা তৈরি হয়েছে

নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ নিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা

খুনে অভিযুক্ত প্রশান্তকে কেন দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না সেই প্রশ্ন উঠেছে

তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হচ্ছে না কেন বিরোধীরা সেই প্রশ্নও তুলেছে

হয়েছে। অস্বস্তিতে পড়েছেন জেলা প্রশাসনের অধিকারিকরাও। খুনে অভিযুক্ত প্রশান্তকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে কেন তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হচ্ছে না সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কথা, 'রাজ্য সরকারের প্রশ্রয়ে এবং রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের প্রত্যক্ষ মদতে ওই বিডিও নানা অপকর্ম করেছেন। বহু দুর্নীতি করেছেন। তাই এখনও ওকে বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছে।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ অবশ্য দাবি করেছেন, রাজ্য সরকার বিডিও'র বিষয়টি দেখছে। তাঁর কথা, 'রাজগঞ্জে জয়েন্ট বিডিও আছেন। তিনি এসআইআর-এর কাজকর্ম পরিচালনা করছেন। বাকি বিষয় দেখা হচ্ছে।' প্রশান্ত কাণ্ডে তাঁরা যে সমস্যায় পড়ছেন সেকথা অস্বীকার করেননি রাজগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক খগেশ্বর রায়। তাঁর বক্তব্য, 'জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। ব্যবস্থা করতে বলেছি। বাকিটা জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা বলবেন। সেগুলো আমার বিষয় নয়।'

ব্লক স্তরে বিডিও কেবল উন্নয়ন প্রকল্পের রূপকার নন, ভোটার তালিকা সংশোধন, এসআইআর সংক্রান্ত তথ্য যাচাই, বুথ লেভেল অফিসারদের তদারকি- সবই তাঁর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে। এমন এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা আধিকারিকের বিরুদ্ধে খুনের মতো গুরুতর অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়া মানেই বিষয়টি শুধু ফৌজদারি অপরাধ নয়, সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়া ও প্রশাসনিক বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, আইন অনুযায়ী, কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলে প্রশাসনের প্রথম কর্তব্য তাঁকে দ্রুত দায়িত্ব থেকে বিরত রাখা। সাধারণত এই ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন সাসপেনশন বাধ্যতামূলক ধরা হয়, যাতে তদন্ত প্রক্রিয়া প্রভাবিত না হয় এবং সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা যায়। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সরকারি বাসভবন, সরকারি গাড়ি, অস্ত্র (যদি থাকে), নথিপত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করাও জরুরি। প্রয়োজনে বিকল্প অফিসার নিয়োগ করে প্রশাসনিক ও নির্বাচনি কাজ নির্বিঘ্ন রাখার ব্যবস্থা করাও উচিত। কিন্তু প্রশান্ত বর্মনের ক্ষেত্রে এসবের কোনওটিই দৃশ্যমান নয়। প্রশাসনের এই নীরবতাই সাধারণের মনে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে সন্দেহ আরও ঘনীভূত করছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, প্রশান্ত ছুটির আবেদন করেননি। সেক্ষেত্রে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চেয়ে জেলা প্রশাসনের তরফে প্রশান্তকে শোকজ করা হয়েছে কি না তাও স্পষ্ট নয়।

এরপর দশের পাতায়

রবিবার খবর প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে দেশ ছাড়লেন দিনহাটা-২ ব্লকের তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কৃষ্ণা কাবেরী বর্মনের বাবা ও মা।

প্রশ্ন উঠতেই দেশত্যাগ

তৃণমূল নেত্রীর বাবা-মাকে ঘিরে তোলপাড়

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৮ ডিসেম্বর : বাংলাদেশি নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে খবর প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেশ ছাড়লেন দিনহাটা-২ ব্লকের তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কৃষ্ণা কাবেরী বর্মনের বাবা ও মা। রবিবার তাঁরা চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে চলে যান। এরপরই প্রশ্ন উঠছে, তদন্ত শুরু হওয়ার আগেই এভাবে দ্রুত দেশত্যাগ কি কাকতালীয়, নাকি সম্ভাব্য তদন্ত এড়ানোর চেষ্টা?

চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্টে সস্ত্রীক নিতাইচন্দ্র বর্মন।

ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সস্ত্রীক নিতাইচন্দ্র বর্মন বাংলাদেশে প্রবেশের সময় দীর্ঘক্ষণ জেরার মুখে পড়েন। জেরার সময় তিনি স্পষ্টভাবে দাবি করেন, তিনি বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলার বাসিন্দা। তবে দিনহাটায় তাঁর কোনও জমি নেই, কোনও আত্মীয়ও নেই বলে দাবি করেছেন। এমনকি ভারতে দিনহাটার ভোটার তালিকায় তাঁর নাম থাকার অভিযোগও অস্বীকার করেন। এদিকে, তাঁর স্ত্রী নিজেকে নিভারানি বর্মন নয়, স্নেহ বর্মন বলে পরিচয় দেন। নাম ও পরিচয়ে এই বিভ্রান্তি সন্দেহ আরও বাড়িয়েছে। এদিকে, এ বিষয়ে জানতে এদিন তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কৃষ্ণা কাবেরী বর্মনকে বহুবার ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি।

যদিও ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিতাইচন্দ্র বর্মন ও তাঁর স্ত্রীর পাসপোর্ট ও ভিসা বৈধ এবং ভিসার মেয়াদ এখনও রয়েছে। তাই তাঁদের আটকানোর আইনি সুযোগ ছিল না। তবে ইমিগ্রেশন কর্তাদের জেরায় উঠে আসা দিনহাটার সঙ্গে যোগসূত্র সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়টি কলকাতার বিদেশি আঞ্চলিক নিবন্ধন অফিস (এফআরআরও)-এ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'ভিসা ও পাসপোর্ট বৈধ থাকলেও দিনহাটার সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র সংক্রান্ত অভিযোগগুলি এফআরআরও-কে জানানো হয়েছে। ভবিষ্যতে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করতে পারবেন কি না বা কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হবে কি না, তা কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী ঠিক হবে।'

এদিকে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিতাইচন্দ্র বর্মন ও তাঁর পরিবার দিনহাটা শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে বেশ কয়েক বছর ধরেই বসবাস করছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

ওপারের রক্তক্ষরণে বঙ্গে কতটা মেরুকরণ?

তাপসরঞ্জন গিরি

র‌্যাডক্লিফ লাইন মানচিত্রে বিভাজন টানতে পারে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, ঢাকা ও কলকাতার নাড়ির টান অবিচ্ছেদ্য। ওপার বাংলায় যখনই অস্থিরতার আগুন জ্বলে, তার উত্তাপ এপার বাংলার রাজনৈতিক অলিন্দে কাঁপন ধরায়। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ এখন এক অভূতপূর্ব সন্ধিক্ষণে। বাংলাদেশের ডামাডোলকে হাতিয়ার করে এপারে দীর্ঘদিনের চেনা রাজনৈতিক সমীকরণ ও ভোটব্যাংক কি তবে আমূল বদলে যেতে চলেছে?

বয়ান বদলের লড়াই

রাজনীতির ময়দানে 'ন্যারেটিভ' বা বয়ান তৈরি করাই আসল খেলা। বর্তমানে বিজেপি সেই খেলাটি খেলছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিকে মূলধন করে। গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশে যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, তার মূলে ওই দেশের মানুষের মনে গেঁথে যাওয়া ভারত বিরোধিতার হাওয়া। হাদি হত্যার পর ঢাকায় প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার ও ছায়ানটের কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ, ভারতীয় দূতাবাসে হামলা, ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যার পর দেহে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার দৃশ্যগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে এখন বাংলার ড্রয়িংরুমে চর্চার বিষয়।

গেরুয়া শিবিরের নেতারা এই ঘটনাগুলোকে সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যতের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন। তাঁদের কৌশলী প্রশ্ন- 'আজ ওপারে যা হচ্ছে, কাল এপারে হবে না তো?' এই প্রশ্নটি সরাসরি আঘাত করছে এপার বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্তের অবচেতনে। তৃণমূলও সতর্ক। আন্তর্জাতিক বিষয়ে কেন্দ্রের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগে তিনি 'তোষণ'-এর তকমা ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। তবে বিজেপির তৈরি করা মেরুকরণের আবহকে রোখা তাঁর কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

অটুট দুর্গে ফাটলের শব্দ

তৃণমূলের গত তিনটি অজেয় জয়ের মূল চাবিকাঠি ছিল নিরেট মুসলিম ভোটব্যাংক। প্রথাগতভাবে কংগ্রেসের অনুগত মুসলিম পরিবারগুলো বাম আমলের পর গণহারে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিল একটিমাত্র কারণে- বিজেপিকে রুখতে যেন ভোট কাটাকুটির ঝুঁকি না হয়ে যায়। মমতা নিজে এই নির্ভরতাকে স্বীকার করেছেন তাঁর সেই বিতর্কিত 'দুধেল গাই' মন্তব্যে। ২০২৬-এর আগে সেই নিরেট দেওয়ালে অবশ্য ফাটলের শব্দ স্পষ্ট।

ভরতপুরের বিদ্রোহী বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের প্রকাশ্য হুংকার কিংবা নৌশাদ সিদ্দিকীর আইএসএফ-এর সক্রিয়তা শাসকদলের *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরের ৪০ কেন্দ্রে 'মিশন' অভিষেক

ছক কষে সফর নতুন বছরের শুরুতে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : উপনির্বাচনের জয় ধরলে উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের আছে ২৮টি বিধানসভা আসন। সংখ্যাটিকে ৪০-এ নিয়ে যাওয়া এখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মিশন।' সেজন্য তাঁর পাখির চোখ চা শ্রমিক ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহে তাঁর জেলা সফর শুরু হচ্ছে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি দিয়ে। চা বাগান অধ্যুষিত এই দুই জেলা। আলিপুরদুয়ারে তৃণমূল সূত্রে খবর, মূলত চা বাগানের বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন তিনি। সেভাবে চূড়ান্ত হচ্ছে তাঁর কর্মসূচি।

একই সপ্তাহে তাঁর উত্তর দিনাজপুর ও পরের সপ্তাহে মালদায় সফর নির্ধারিত হয়েছে। দুটি জেলা মুসলিম অধ্যুষিত। কোচবিহারে মুসলিম জনসংখ্যার পাশাপাশি আছে রাজবংশী জনগোষ্ঠী। সেই জেলাতেও নতুন বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তৃণমূলের সর্বভারতীয়

চতুর্থবারের জন্য তৃণমূলকে জিতিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের মুখ্যমন্ত্রী করার দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদকের সফর নির্ধারিত আছে। এতেই স্পষ্ট উত্তরবঙ্গকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি।

রবিবার ভার্চুয়াল বৈঠকে দলের বিএলএ-২'দের গুরুদায়িত্ব দিলেন অভিষেক। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) নির্বাচন কমিশন কারসাজি করতে পারে বলে অভিযোগ তুলে তা ঠেকানোর দায়িত্ব দিলেন দলীয় বিএলএ-২'দের। অভিষেকের কথায়, 'চতুর্থবারের জন্য তৃণমূলকে জিতিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের মুখ্যমন্ত্রী করার দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে।'

সেজন্য 'আগামী ছয় সপ্তাহ কোনও শিথিলতা নয়' জানিয়ে অভিষেক বলেন, 'ওদের (কমিশনের) ষড়যন্ত্র গভীর। অন্তত আরও ছয় সপ্তাহ আপনাদের বিএলও-দের ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকতে হবে। মানুষ বুঝুক তৃণমূল তাদের পাশে আছে। ভোটারের নাম বাদ দিতে দেয়নি। অন্যদিকে, বিজেপি চেয়েছিল নাম বাদ দিতে। ভালোবাসার পুঁজি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই মানুষের পাশে আছেন।' *এরপর দশের পাতায়*

বাধ্য হয়ে ফুল বদল চালকদের

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : পেটে খেলে তবেই না রাজনীতি। সেই পেটে লাথি পড়ার আশঙ্কাতেই নাকি ধূপগুড়িতে গত কয়েকদিনে 'ঘর ওয়াপসি' হল প্রায় ৮০ জন টোটোচালকের। তৃণমূল ছেড়ে তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন বিজেপিতে। এবার বিজেপি থেকে ফিরলেন তৃণমূলে।

কেন বারবার এই দলবদল? প্রকাশ্যে কেউ মুখ না খুললেও আড়ালে আবডালে সকলেই বলছেন, উপার্জন ধাক্কা খাওয়ার ভয়েই পদ্ম ছেড়ে তাঁদের ঘাসফুলে যোগ। শাসকদলের ইউনিয়ন না করলে রোটেশনে টোটো দাঁড় করাতে দেওয়া হচ্ছে না। ভাড়া মিলছে না। এই পরিস্থিতিতে আইএনটিটিইউসি-তে ফিরতে কার্যত বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়েছে ধূপগুড়ির রাজনৈতিক মহলে।

রবিবার ধূপগুড়ি শহরে গ্রামীণ তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে প্রায় ৩০ জন টোটোচালক তৃণমূল কংগ্রেসে ফের যোগদান করেছেন। কয়েকদিন আগে যতীনের হাট এলাকায় প্রায় ২০০ টোটোচালক তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন। ওই ঘটনার পর

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

মডেল স্কুলে হায় হায়

আঁধারে পাঠশালা

কৌশিক দাস

বড়দিঘি, ২৮ ডিসেম্বর : নামে তালপুকুর অথচ ঘটি ডোবে না। তেমনই নামে মডেল স্কুল অথচ সেখানে পরিকাঠামো বলতে কিছুই নেই। কথা হচ্ছে হায় হায় পাথার বিএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। ২০১৮ সালে মাল ব্লকের তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই স্কুলটিকে মডেল স্কুল ঘোষণা করা হয়েছিল। অথচ বর্তমানে সেই স্কুলে না আছে পর্যাপ্ত শিক্ষক, না আছে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, না আছে প্রয়োজনমাফিক বেঞ্চ। এমনকি মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য কোনও ঘর পর্যন্ত নেই।

১৯৩৬ সালে স্কুলটির প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে ১৮১ জন পড়ুয়ার জন্য সেই স্কুলে পার্শ্বশিক্ষক নিয়ে রয়েছেন মাত্র ৫ জন শিক্ষক। প্রধান শিক্ষকের আবার বিএলও ডিউটি সহ অন্যান্য শিক্ষামূলক কাজ পড়েছে। তাই পঠনপাঠন কার্যত শিকেয় ওঠার জোগাড়। অভিভাবক থেকে স্থানীয়রা এজন্য প্রশাসন ও শিক্ষা দপ্তরকে কাঠগড়ায় তুলছেন।

ডাইনিং রুম না থাকায় স্কুলের বারান্দায় কিংবা মাঠে বসে মিড-ডে মিল খায় পড়ুয়ারা। এর ফলে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। সেখানে পাঁচটি শ্রেণির পঠনপাঠন হলেও ক্লাসরুম রয়েছে মাত্র চারটি। পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় নিয়ম মেনে ক্লাস নেওয়া সবসময় সম্ভব হয় না। শুধু তাই নয়, অন্তত ২৫টি বেঞ্চের অভাবের কথাও জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

হায় হায় পাথার বিএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আগামী শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম শ্রেণি চালু হলে পড়ুয়াদের কোথায় বসতে দেবে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ। আর নতুন পড়ুয়াদের ক্লাসই বা কে নেবে? প্রধান শিক্ষক সোহেল সিদ্দিকী চিন্তিত গলায় বললেন, 'এমনিতেই সীমিত শিক্ষক দিয়ে স্কুল চালাতে হিমসিম দশা। ক্লাসরুমের বড্ড অভাব। আগামী বছর আরও ৫০ জন পড়ুয়া বৃদ্ধি পাবে। আরও ৩-৪ জন শিক্ষক পেলে পঠনপাঠন সহ অন্যান্য সবদিক দিয়ে পড়ুয়ারা উপকৃত হত।'

এরপর দশের পাতায়

গ্রুপ হাসপাতালের কৌলীন্য হারিয়েছে চা বাগান

একটা সময় বেশ কয়েকটি চা বাগান মিলে গ্রুপ হাসপাতাল হিসেবে শ্রমিকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও পরিষেবা দিত। পরে এই ব্যবস্থায় ইতি। হাসপাতালগুলি এখন স্রেফ চা বাগানের বাসিন্দাদেরই পরিষেবা দেয়। পুরোনো ব্যবস্থাটি ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্ট মহলে জোরালো দাবি উঠেছে।

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৮ ডিসেম্বর : একসময়ের গর্বের ছবিতে এখন হতাশার প্রতিচ্ছবি।

বেশ কয়েকটি চা বাগান মিলে একটা সময় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিত। সেটাই 'গ্রুপ হাসপাতাল' নামে পরিচিত ছিল। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ঝাঁ চকচকে আলাদা ওয়ার্ড, প্রসূতি বিভাগ, প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি, এক্স-রে, ওটি রুম, সংক্রামক রোগব্যাধিতে আক্রান্তদের আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত, সবকিছুই সেখানে থাকত। ১৯৫১ সালের বাগিচা শ্রম আইনের ২৩ নম্বর সেকশন অনুযায়ী একেকটি গ্রুপ হাসপাতালে ১০০টি বেড থাকত। ৭০০ শ্রমিক পিছু তিনটি করে বেডের ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু একটা সময় পরিস্থিতি বদলে যায়। ২০০৬ সালে বাম আমলে শ্রমিক-মালিক ও সরকারপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে মৃতপ্রায় গ্রুপ হাসপাতালগুলিকে ফের চাঙ্গা করা ও নতুন করে হাসপাতাল তৈরির কথা থাকলেও কোনও মালিকপক্ষই তা যে আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত করেনি বলাই বাহুল্য। আর এদিকে বাগানগুলির বর্তমান নিজস্ব ভঙ্গুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরিষেবা না পেয়ে শ্রমিকদের আক্ষেপের সীমা নেই। অসুস্থ শ্রমিকদের সরকারি হাসপাতালে পাঠাতে অ্যাম্বুল্যান্স দিতে বাগানগুলি কার্পণ্য করে না। তবে কয়েকটি হাসপাতালের অ্যাম্বুল্যান্সের যা হাল তাতে সেই হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে ওই অ্যাম্বুল্যান্স খারাপ হবে নাকি রোগীর প্রাণ যাবে তা নিয়ে মাঝেমধ্যেই ব্যঙ্গাত্মক আলোচনাও শোনা যায়।

ভগতপুর চা বাগানের হাসপাতাল।

তথ্য বলছে ডুয়ার্স টি কোম্পানির আওতাধীন বাগানগুলির জন্য নাগরাকাটার ভগতপুর চা বাগানে গ্রুপ হাসপাতাল ছিল। আইপি মোদক, এসএন চৌধুরীর মতো প্রথিতযশা চিকিৎসকরা সেখানে চিকিৎসা করতেন। শল্যচিকিৎসার সার্জনও থাকতেন। শুধু বাগানের শ্রমিকরাই নন। বাইরের বাসিন্দারাও সেখানে ন্যায্যমূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতেন। বড় রোগের চিকিৎসার জন্যও উত্তরবঙ্গজুড়েই ভগতপুরের সুনাম ছিল। ওই হাসপাতালটি এখনও বিরাট ভবন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে আর গ্রুপ হিসেবে নয়। শুধুমাত্র সেখানকার শ্রমিকদেরই চিকিৎসা করা হয়। সাত এমনকি আটের দশকেও যে ধরনের পরিষেবা মিলত ওই বাগানের বহু প্রবীণের কাছে তা এখন স্মৃতিমাত্র। এরকমই গ্রুপ হাসপাতাল ছিল হাসিমারার সাতালি চা বাগানের মালঙ্গিতে। বাঙালি শিল্পপতিদের হাতে গড়ে ওঠা চা বণিকসভা আইটিপিএ-র আওতাধীন গ্রুপ হাসপাতাল গোপালপুর চা বাগানে ছিল। সামসিং চা বাগানেও ওই ধাঁচের আরও একটি হাসপাতাল চলত। সবগুলিই এখন শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট বাগাননির্ভর। নামী চা কোম্পানি গুডরিকের আইভিল গ্রুপ হাসপাতালটিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

মেটেলি চা বাগানের প্রাক্তন বড়বাবু ও স্টাফ, সাব-স্টাফ জয়েন্ট

এরপর দশের পাতায়

পড়াচ্ছেন ডিমডিমার জিতেন্দ্র আগরওয়াল।

দোকানদার ‘আঙ্কল’ই আলোর দিশারি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৮ ডিসেম্বর : যে হাতে দাঁড়িপাল্লায় চাল, ডাল ও চিনি বেচেন সেই হাতেই নিপুণভাবে ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষেন। এভাবেই দেড় দশকে ডিমডিমার ‘দোকানদার আঙ্কল’ জিতেন্দ্র আগরওয়াল হয়ে উঠেছেন এলাকার মাস্টারমশাই।

চা বাগান বন্ধ হয়, খোলে। আবার অনেকসময় কাজ করে মজুরি জোটে না। শ্রমিক পরিবারের ছেলেরা মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেয়। মেয়েরা শহরে বিভিন্ন বাড়িতে কাপড় কাচে, বাসন ধোয়। আর এটাই মানতে পারেন না জিতেন্দ্র। পেশায় তিনি মুদি ব্যবসায়ী। চা বাগানেই দোকান। অথচ নেশা শিক্ষকতা করা। বছরের পর বছর স্থানীয় ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে আসছেন। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সব বিষয় পড়াতে জিতেন্দ্রর ফি মাসে ৩০০ টাকা। তবে অতি দরিদ্র পরিবারের পড়ুয়াদের তিনি নিখরচায় পড়ান। সকালে গৃহশিক্ষকতা করে তারপর দোকান সামলান। জিতেন্দ্রর কথায়, ‘এলাকার বেশিরভাগ মানুষ খুবই গরিব। আর্থিক অনটনে অনেকের ছেলেমেয়ের পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। এটা মেনে নেওয়া যায় না। তাই একজন মানুষ হিসেবে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি।’

অর্থের অভাবে বীরপাড়ার ডিমডিমা চা বাগানের শ্রমিক অলোক এক্কার মেয়ে সান্ত্বনা এক্কার পড়াশোনা বন্ধ হতে বসেছিল। জিতেন্দ্র তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দেন। এরপর ২০১৩ সালে জিতেন্দ্রর কাছে পড়ে ওই চা বাগানের সেন্ট মারিয়া গোরেথি গার্লস হাইস্কুল থেকে তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করেন। সান্ত্বনা বর্তমানে গোপালপুর পোস্ট অফিসে কর্মরত। তিনি বলেন, ‘কেবলমাত্র নিখরচায় পড়ানোই নয়, জিতেন্দ্র স্যার দরিদ্র পরিবারের পড়ুয়াদের পাশে মানসিকভাবেও থাকেন। আমার বাবা ভীষণ গরিব। প্রথম বছর ফি নিলেও এরপর থেকে স্যার পড়ানোর ফি নেননি। আমাকে উৎসাহ দিয়ে বারবার বলতেন তোকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে।’

কলা বিভাগে স্নাতক জিতেন্দ্র পড়ুয়াদের অঙ্কও শেখান। এজন্য তিনি নিয়মিত অনুশীলন করেন। ৪০ বছর বয়সি ওই তরুণ বিয়ে

> এলাকার বেশিরভাগ মানুষ খুবই গরিব। আর্থিক অনটনে অনেকের ছেলেমেয়ের পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। এটা মেনে নেওয়া যায় না। তাই একজন মানুষ হিসেবে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি।
>
> **জিতেন্দ্র আগরওয়াল**

করেননি। দাদা-বৌদির সঙ্গে থাকেন। তবে সবসময় স্থানীয় খুদেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবেন। তাঁর বক্তব্য, ‘শ্রমিকের ছেলেমেয়েরা শ্রমিক হবে, এটা হয় না। ওরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হোক। সেই আলো ছড়িয়ে দিক সমাজে।’ এবছর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। ফল প্রকাশিত হয়েছে। তাই অন্য ব্যাচগুলি এই মুহূর্তে নেই। এখন তিনি দশম শ্রেণির ২২ জনকে পড়াচ্ছেন। ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদারের মন্তব্য, ‘আমাদের এলাকায় জিতেন্দ্র একজন আলোর দিশারি। কোনও স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি না পেলেও তিনি একজন আদর্শ মাস্টারমশাই। বছরের পর বছর দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের তিনি নিখরচায় পড়াচ্ছেন।’

সমাজমাধ্যমে বিতর্কের ঝড়

ব্রাত্যকে দেওয়া বই ফুটপাথে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : পদ্মশ্রী সম্মানিত সমাজসেবী করিমুল হককে নিয়ে লেখা তাঁর বই বিশ্বজিৎ ঝা শিক্ষামন্ত্রীকে উপহার দিয়েছিলেন ২০২২ সালের জুন মাসে। উত্তরবঙ্গের অন্যতম সাহিত্যিক গৌতম গুহরায় সেই বইটিই তার ঠিক আড়াই মাস পর কলকাতায় গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের তলায় ফুটপাথের দোকান থেকে কেনেন। মাত্র ১০০ টাকায়। করিমুলকে নিয়ে মেগাস্টার দেব সিনেমা বানাচ্ছেন। করিমুলের ভূমিকায় তিনি নিজেই অভিনয় করছেন। ‘বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা’ নামে ওই সিনেমাটির বিষয়ে খবর ছড়ানোর পর বেশ হইচই শুরু হয়।

আর তারপরই গৌতম নিজের সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে ফেসবুক পোস্ট করেন। আর তারপর থেকেই গোটা বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছে। চারিদিকে ভর্ৎসনার ঝড়। উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকদের কোনও দামই দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ। খোদ লেখকের দাবি, তাঁর বই থেকেই সিনেমার স্ক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছে। অথচ সিনেমার ফার্স্ট পোস্টারে তাঁর কোনও নামোল্লেখ করা হয়নি বা সৌজন্যতাবোধও প্রকাশ করা হয়নি।

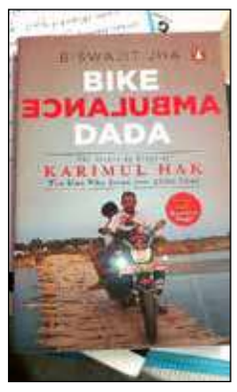

এই বইটি বিশ্বজিৎ ঝা শিক্ষামন্ত্রীকে উপহার দেন।

এনিয়ে তিনি বেশ ক্ষুব্ধ। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর মোবাইলে ফোন করা হয়েছিল। তিনি সাড়া দেননি। দেবের প্রোডাকশন ইউনিটের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভবপর হয়নি।

রাজগঞ্জের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ একসময় সাংবাদিকতা করতেন। আজকাল কোচবিহারে থাকেন, বর্তমানে অন্য পেশায় যুক্ত। সাংবাদিকতার দিনগুলিতে করিমুলকে নিয়ে ‘বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা’ নামে একটি বই লেখেন। ২০২১ সালে পেঙ্গুইন পাবলিকেশন থেকে তাঁর সেই বইটি প্রকাশিত হয়। ২০২২ সালের ৮ জুন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে উদ্দেশ্য করে তিনি বইটি পাঠান। আর তারপর কী হয়েছে তা তো পাঠক ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন।

বিশ্বজিৎ বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে। ফোনে যোগাযোগ করা হলে বললেন, ‘লেখক ও নাট্যকার বলেই আমি একজনের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীকে বইটি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেই বই যে ফুটপাথে চলে যাবে সেটা বিশ্বাসই করতে পারছি না। ঘটনাটি আমাদের উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকদের অবমাননা বলেই মনে করছি।’

বিশিষ্ট কবি বিজয় দে বললেন, ‘এমন ঘটনা এবারই প্রথম নয়। আমার লেখা কবিতার বই ‘বোম্বে টকিজ’ এভাবেই সই করে ২০০০ সালে কলকাতার এক বিশিষ্ট সাহিত্যিককে উপহার দিয়েছিলাম। পরে সেই বইটি আমি নিজেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ফুটপাথ থেকে কিনে আনি। তবে আমার ক্ষেত্রে যা হয়েছে তার তুলনায় বিশ্বজিতের বইয়ের বিষয়টি অনেক বেশি মন খারাপ করার মতো। কোনওমতেই বিষয়টি মেনে নেওয়া যায় না।’

ক্ষুব্ধ লেখক

- রাজগঞ্জের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ঝা সমাজসেবী করিমুল হককে নিয়ে একটি বই লেখেন
- বইয়ের একটি কপি তিনি ২০২২ সালে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে উপহার দেন
- পরে সাহিত্যিক গৌতম গুহরায় সেই বইটিই ফুটপাথ থেকে কিনেছিলেন
- করিমুলকে নিয়ে দেব সিনেমা বানাচ্ছেন, সেই সময় বিষয়টি সামনে আসায় বিতর্ক

সবুজ ঘাসের খোঁজে ভেড়ার দল। রবিবার ফালাকাটার কুঞ্জনগরে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

প্রকৃতি পাঠ

মেটেলি, ২৮ ডিসেম্বর : পরিবেশপ্রেমী সংস্থা গয়েরকাটা আরণ্যকের উদ্যোগে সোমবার থেকে সামসিং ফাঁড়ি ময়দানে শুরু হতে চলেছে প্রকৃতি পাঠ শিবির। চলবে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত। স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা শিবিরে অংশগ্রহণ করবে বলে উদ্যোক্তা সংস্থা জানিয়েছে।

গোপালের বনভোজনে জমজমাট গাজোল

গৌতম দাস

গাজোল, ২৮ ডিসেম্বর : প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহকে উপেক্ষা করে অসংখ্য মানুষ বছরের শেষ রবিবার পিকনিকে মেতে উঠলেন। গাজোল ব্লকের বিভিন্ন পিকনিক স্পটে এদিন মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে বনভোজনের এই আনন্দ থেকে বাদ যাননি বাড়ির গোপাল। গাজোল শহর সংলগ্ন আকন্দা গ্রামে সকাল থেকে শুরু হয় গোপালের বনভোজন। গোপালের ভোগ হিসেবে ১৬ রকমের নিরামিষ পদ রান্না হয়। বনভোজনে অংশগ্রহণকারী বাকিদের জন্য ছিল খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি ও পায়েস।

এদিন আকন্দা এলাকায় গিয়ে পিকনিকের বেশ বড় আয়োজন চোখে পড়ল। গোপালের জন্য তৈরি একটি অস্থায়ী মন্দিরে প্রায় ১০০টি গোপালকে রাখা হয়। সামনে চলছিল কীর্তন ও ভাগবত পাঠের আসর। অস্থায়ী রান্নাঘরে সকাল থেকেই ভোগ রান্নার কাজ চলছিল। পাশাপাশি রান্না হচ্ছিল খিচুড়ি, তরকারি। আকন্দা ও সংলগ্ন এলাকার মহিলারা পরম যত্নে তাঁদের বাড়ির গোপাল পিকনিকে নিয়ে এসেছিলেন। পিকনিকের অন্যতম উদ্যোক্তা নয়ন বিশ্বাস সরকার বলেন, ‘শীতের সময় সবাই যেমন বনভোজনের আনন্দে মেতে ওঠে, তেমনি আমরাও বাড়ির গোপালকে নিয়ে বনভোজন করে থাকি। প্রায় ১০০টি গোপাল এদিনের বনভোজনে অংশগ্রহণ করেছে।’

কথায় কথায় আরেক মহিলা বীণা প্রামাণিক জানান, কয়েকবছর আগে তাঁরা গোপালের বনভোজন শুরু করেন। এবার এই কর্মসূচি সাত বছরে পা দিল। তাঁদের গ্রাম ছাড়াও সংলগ্ন এলাকার অনেক মহিলা গোপাল নিয়ে বনভোজনে অংশগ্রহণ করেছেন। বনভোজনকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়েছে। দুপুরে গোপালের ভোগ আরতির পর সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গোপালের ভোগ রান্নার দায়িত্বে ছিলেন কুসুমবালা মিত্র। তাঁর কথায়, ‘গোপালদের জন্য ১৬ রকমের পদ থাকছে। এর মধ্যে মুড়ি, মুড়কি, বিভিন্ন ধরনের নাড়ু, সাতরকম ভাজা, লুচি ও পায়েস রয়েছে। আর ভক্তদের জন্য থাকছে খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি ও পায়েস। আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বনভোজনের জন্য চাল, ডাল ও অর্থ সংগ্রহ করি। সবাইকে নিমন্ত্রণ করে আসি। তারপর গোপাল নিয়ে বনভোজনে মেতে উঠি।’

আকন্দা এলাকায় অস্থায়ী মন্দিরে গোপাল। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

নিষেধ উপেক্ষা করে পিকনিকে এসে দুঃসাহস

সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবাধে ফোটো তোলা

গৌতম চাকি

শিলিগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ির কাছাকাছি গুলমা এলাকায় শীতের মরশুম এলেই বাড়তে থাকে মানুষের আনাগোনা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের টানে প্রতিদিনই পিকনিক করতে আসছেন অসংখ্য মানুষ। তবে উদ্বেগের বিষয়, পিকনিক করতে এসে অনেকেই নদী পার হয়ে মহানন্দা অভয়ারণ্যের সংরক্ষিত এলাকায় নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ঢুকে পড়ছেন। বোর্ডে লেখাও রয়েছে- ‘প্রবেশ নিষেধ’। বিষয়টি জানা ছিল না মহানন্দা অভয়ারণ্যের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বিশ্বনাথ প্রতাপের। তাঁর মন্তব্য, ‘সোমবার থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সংরক্ষিত অঞ্চলে কখনোই যেতে নেই।’

শীতের এই মরশুমে পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব নিয়ে দলবেঁধে গুলমাতে পিকনিক করতে আসছেন। বিশেষ করে ছুটির দিনগুলিতে ভিড় খুবই বেশি। গানবাজনা, রান্নাবান্না, ঘোরাঘুরি, ছবি তোলা সবই চলছে মহানন্দা নদীর চরে। কিন্তু কিছু মানুষ নদী পেরিয়ে চলে যাচ্ছেন সংরক্ষিত এলাকায়। বাদ যাচ্ছে না খুদেরাও।

সংরক্ষিত অরণ্যে পিকনিকের দল।

সেখানে অবাধ বিচরণ হাতি থেকে শুরু করে অন্যান্য জীবজন্তুর। তাই যখন-তখন ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা।

গুলমার বাসিন্দা প্রেম রাই বলেন, ‘প্রতিবছর শীতের শুরু থেকেই এখানে প্রচণ্ড ভিড় হয়। পিকনিক চলছে, আনন্দ-ফুর্তি চলছে, সব ঠিক আছে। তবে আনন্দটা নদীর এপারে সীমাবদ্ধ থাকাই ভালো। দেখা যাচ্ছে, অনেকে নদী পার হয়ে বনের সংরক্ষিত এলাকায় গিয়ে ঢুকে পড়ছেন। সেখানে গিয়ে ছবি তুলছেন। ওখানে যখন-তখন হাতি, চিতাবাঘ বের হয়। সামনাসামনি পড়ে গেলে বেঁচে ফেরা মুশকিল। প্রশাসনের অবশ্যই নজর দেওয়া উচিত।’

বিষয়টি যে চিন্তাজনক, তা মেনে নিয়েছেন চম্পাসরি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহা। তাঁর কথায়, ‘যেখানে বন দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা আছে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়। আমরা মানুষকে সচেতন করব।’

অ্যাফিডেভিট

আমি Nur Fatema Khatun D/o-Late Mahabul Haque W/o-Nurjamal Haque. আমার WBBSE-এর Admit Card Regn. No. 4142-049503 Roll. 302942B, No. 0073 এবং আধার কার্ড নং-9541 6582 3893-এ আমার পিতার নাম Lt. Makbul Hossain রয়েছে। আমার পিতার মৃত্যু শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং-14, Date of Regn. 20/03/2012, পঃ বঃ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর সুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, এছাড়াও Legal Heirship Certificate Memo No. 134/SVK/2021 Dt. 03/09/2021 -এ আমার পিতার নাম Mahabul Haque থাকায় গত 26/12/25 কোচবিহার সদর 1st Class Ld. J.M কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে Makbul Hossain এবং Mahabul Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। মধ্যকালারায়ের কুঠি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।

●

আমি, Subash Agarwal S/o. ওমপ্রকাশ আগরওয়াল, শিলিগুড়ি নিবাসী। শিলিগুড়ি কোর্টে ২৬/১২/২০২৫ অ্যাফিডেভিট দ্বারা (vide affidavit no. 30AA 694756) Subhash Agarwal নামে পরিচিত হইলাম। Subash Agarwal ও Subhash Agarwal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119872)

●

2002 ভোটার লিস্ট, পার্ট নং 118, সিরিয়াল নং-1021 আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 24-12-25, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Shib Shankar Mandal এবং Shankar Mandal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার বাবার পুরো এবং শুভ নাম Shib Shankar Mandal প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। -Mukesh Mandal, দেবীবাড়ি, ওয়ার্ড নং 19, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃ বঃ (ভারত)। (C/118969)

●

আমি Yeasmin Sultana, W/o Nuralam Al Aman, Vill-Sahistuli, Near Muslim Institute, P.O- Malda, P.S. English Bazar, Dist-Malda. আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No-14951, Dt-19/10/2016 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 8/10/2025-এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Moztahid Al Aman থেকে Mujtahid Al Aman করা হল।

অ্যাফিডেভিট

আমি মফিজুল ইসলাম, পিতা-নছরুদ্দিন মিঞা, গ্রাম-শিলখুড়ি-১, পোঃ চিলকিরহাট, জেলা-কোচবিহার। আমার মাধ্যমিক শংসাপত্রগুলিতে পিতার নাম নছরুদ্দিন মিঞার পরিবর্তে নছরুদ্দিন ইসলাম রয়েছে। তাই আমি গত ০১/০৮/২৫ (ইং) তারিখে কোচবিহার 1st Class J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট (No : 94AB174098) করে নছরুদ্দিন ইসলামকে নছরুদ্দিন মিঞা নামে ঘোষণা করিলাম। এই নছরুদ্দিন ইসলাম ও নছরুদ্দিন মিঞা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119873)

●

আমি Murshid Alam S/o-Md. Abdul Haque আমার ভোটার আই. কার্ড নং-UHI 1903491 এবং আধার কার্ড নং-961209966468-এ আমার পিতার নাম-Abdul Miya থাকায় গত 26/12/25 কোচবিহার সদর 1st Class Ld. J.M কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা Md. Abdul Haque এবং Abdul Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। Baghbhandar, Pundibari, Coochbehar.

●

আমি Ainul Hoque, পিতা মৃত Chhabiruddin Ahamed, সাং-বহিতাপাড়া, পোঃ+থানা-কুশমণ্ডি, জেলা- দঃ দিনাজপুর ঘোষণা করছি যে, ৩৩ নং কুশমণ্ডি বিধানসভা (পার্ট নং-১৬০, এস. এল নং-১০, ভোটার কার্ড নং :-WB/06/033/471098 প্রকাশিত ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার এবং বাবার ভুল নাম যথাক্রমে Mohammad Ainddin ও Chabiraddin Ahammad থাকায় ১১/১২/২৫ তাং এ গঙ্গারামপুর JM (1st Class) কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে নাম সংশোধন করেছি। Ainul Hoque ও Mohammad Ainddin এবং Chhabiruddin Ahamed ও Chhabiraddin Ahammad একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হল। (C/119874)

●

আমি Surit Chandra Debsharma পিতা Jatan Chandra Debsharma ভোটার তালিকা ২০০২-তে যার ভোটার কার্ড নং-WB/06/033/534364, অংশ নং-181, ক্রমিক নং-612-তে আমার নাম ও পিতার নাম ভুল থাকায় গত 26/12/2025 তারিখে J.M. কোর্ট গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমার নাম Sabi Sarkar ও পিতার নাম Jatan Sarkar থেকে আমার নাম Surit Chandra Debsharma ও পিতার নাম Jatan Chandra Debsharma করা হল যা উভয় যথাক্রমে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

কর্মখালি

শিলিগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুরে সিকিউরিটি গার্ডে কাজ করবার জন্য ছেলে চাই। বেতন 11000 টাকা। থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। + OT, PF, ESI আছে। Mob : 8170837161, 9734396638.

●

Walk in Interview for A.T. in Geography (Leave Vacancy upto 30.1.26) UR Qualification B.A. Geography, B.Ed., Date & Time of Interview 7.1.26/1 P.M. at Falakata High School (H.S), Bring all testimonial with one photograph and valid identity proof. (U/D)

●

Walk in Interview for A.T. in Bengali (Leave Vacancy upto 5.11.26) S.C. Qualification M.A., Bengali, B.Ed., Date & Time for Interview 8.1.26/12 Noon. at Falakata High School (H.S.), Bring all testimonial with one photograph and valid identity proof. (U/D)

●

সপ্তম শ্রেণির বাংলা মিডিয়াম ছাত্রকে সমস্ত বিষয়ে পড়ানোর জন্য ১ জন সুদক্ষ ও দায়িত্ববান গৃহশিক্ষক/শিক্ষিকা চাই। শিলিগুড়ি - (M) 9832057128.

ক্রয়

শিলিগুড়িতে মিলনপল্লি, অশোক নগর, শক্তিগড় -এর কাছাকাছি 2 কাঠার মধ্যে জমি ক্রয় করতে ইচ্ছুক 82500-38061. (C/119871)

কিডনি চাই

AB+ কিডনি আবশ্যক, কোনো ব্যক্তি কিডনি দিতে ইচ্ছুক হলে অভিভাবক ও তথ্যদি সহ যোগাযোগ করুন। (M) 9475138534/ 8967865968. (C/118968)

অ্যাফিডেভিট

আমি Gheru Debsharma, পিতা-বিমল দেবশর্মা। ভোটার তালিকা ২০০২-তে যার ভোটার কার্ড নং-WB/06/035/588129, অংশ নং-188, ক্রমিক নং-452-তে আমার নাম ভুল থাকায় গত 26/12/2025 তারিখে J.M. কোর্ট গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর দক্ষিণ দিনাজপুরে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমার নাম Kheru Debsharma থেকে Gheru Debsharma করা হল যা উভয় যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

●

আমার সঠিক নাম NURJAHAN BEGUM আমার সমস্ত নথিতে আছে, ভুলবশত আমার পাসপোর্টে NURJAHAN BEGAM হয়ে গিয়েছে। পাসপোর্ট নম্বর- (N5046896), গত 26/12/2025 তারিখে ইসলামপুর কোর্টে নোটারি করে সেই জায়গায় আমার সঠিক নাম NURJAHAN BEGUM হলাম। NURJAHAN BEGAM OR NURJAHAN BEGUM একই ব্যাক্তি।

আজ টিভিতে

ওয়াকিং উইথ ডাইনোসর্স সন্ধে ৮.৫৯ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ ম্যাডাম গীতারানি (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১২.৪৫ দেবী, বিকেল ৪.০০ সংঘর্ষ, সন্ধে ৭.১৫ টাইগার, রাত ১০.০০ সকাল সন্ধ্যা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ ইডিয়ট, দুপুর ১২.৩০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.০০ লে ছক্কা, সন্ধে ৭.০০ ফাইটার মারবো নয় মরবো, রাত ১০.৩০ বিবাহ অভিযান
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতারক
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার বধূয়া
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৮ এনিমি, দুপুর ২.১৯ আ অব লওট চলে, বিকেল ৫.২০ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, সন্ধে ৭.৫৯ বিবাহ, রাত ১১.০৭ দিল ধড়কনে দো
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ১০.২২ এক হি রাস্তা, দুপুর ১২.৫২ ক্রোধ, বিকেল ৩.৫২ মুজরিম, সন্ধে ৬.৫০ বর্ডার, রাত ১০.০০ বিশ্বনাথ
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.২৪ বান্ডল বাজ, দুপুর ২.০১ আরাধনা, বিকেল ৫.০৮ অমর প্রেম, সন্ধে ৭.৪৯ আন মিলো সজনা, রাত ১০.৫৭ আওয়াজ
স্টার গোল্ড : বেলা ১১.৫৬ ভগবন্ত কেশরী, দুপুর ২.১৭ তকদীর, বিকেল ৪.৫০ চেন্নাই এক্সপ্রেস, সন্ধে ৭.৫০ দেবরা, রাত ১১.২৩ তনহাজি ঃ দ্য আনসাং ওয়ারিয়র

দেবরা সন্ধে ৭.৫০
স্টার গোল্ড

সকাল সন্ধ্যা রাত ১০.০০
জলসা মুভিজ

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : সকাল ১০.৩০ পঙ্গা, দুপুর ১.১৭ দশভী, বিকেল ৩.২৬ অংরেজি মিডিয়ম, ৫.৫৫ ছপাক, রাত ৮.০০ জিগরা, ১০.৩৮ গ্যাংস অফ ওয়াসিপুস

লেপার্ড অ্যান্ড হায়না : স্ট্রেঞ্জ অ্যালায়েন্স বিকেল ৩.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। বাবার শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কাটবে। বৃষ : রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। বন্ধুকে বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন। মিথুন : পেটের অসুখে সমস্যায়। পুরোনো কোনও বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। প্রেমে শুভ। কর্কট : নতুন কোনও চাকরিতে যোগদানের সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনায় ব্যয় বাড়বে। সিংহ : অন্যায়ের বিরোধিতা করে সমস্যায়। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে অনুশোচনা। কন্যা : বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। তুলা : অভিনয় ও সংগীত শিল্পীরা নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সমস্যা বাড়তে পারে। বৃশ্চিক : উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতপার্থক্য। ধনু : গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র হারিয়ে যেতে পারে। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি। মকর : দূরের কোনও বন্ধু উপহার পাঠাতে পারেন। কর্মপ্রার্থীরা দুপুরের পর ভালো খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকুন। বস্ত্র ও রত্ন ব্যবসায়ীরা বেশ লাভবান হবেন। মীন : সর্দিকাশিতে ভুগতে হবে। মায়ের হস্তক্ষেপে সাংসারিক সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ৮ পৌষ, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫, ১৩ পুহ, সংবৎ ১০ পৌষ সুদি, ৮ রজব। সূঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৪।৫৭। সোমবার, দশমী রাত্রি ৩।৩৫। অশ্বিনীনক্ষত্র দিবা ২।৪১। শিবযোগ রাত্রি ১।৪৯। তৈতিলকরণ অপরাহ্ণ ৪।৩৭ গতে গরকরণ রাত্রি ৩।৩৫ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ২।৪১ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৩।৩৫ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।৪২ গতে ৯।১ মধ্যে ও ২।১৮ গতে ৩।৩৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৫৯ গতে ১১।৪০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ২।৪১ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নবশষ্যাসনাদ্যুপভোগ, দিবা ২।১৮ মধ্যে নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপাণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৩।৩৭ গতে বিক্রয়বাণিজ্য। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১০।৪৩ গতে ১২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩ গতে ৮।৪২ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ২।৫২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জলঢাকায় পিকনিকে হুল্লোড়। রবিবার শুভজিৎ দত্তের ক্যামেরায়।

পিকনিক, আড্ডায় বছরের শেষ রবিবার

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৮ ডিসেম্বর : একদিকে কনকনে শীত, অন্যদিকে বছরের শেষ রবিবার। এই দুই কারণে উৎসবের আমেজে মজে উঠল ডুয়ার্স। সকাল থেকে জঙ্গলঘেরা এলাকা, নদীর পাড় এবং বনাঞ্চল সংলগ্ন বিভিন্ন পিকনিক স্পটে ভিড় জমাতে শুরু করে পিকনিক পার্টি। পরিবার-পরিজন এবং বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে আশপাশের নানা এলাকা থেকে মানুষ ছুটে আসেন। গানবাজনা, রান্নার তোড়জোড় এবং আড্ডায় দিনভর চনমনে হয়ে ওঠে গোটা ডুয়ার্স।

হাড়কাঁপানো শীত উপেক্ষা করেই নাগরাকাটার জলঢাকা, লালঝামেলা, চুংপাতাং, ডায়নায় ভিড় জমিয়েছিলেন পিকনিকপ্রেমীরা। কালিম্পংয়ের রকি আইল্যান্ড, সুনতালেখোলা, নকশাল বস্তি, ঝালং, বিন্দু, প্যারেন, দলগাঁও বস্তি সহ বিভিন্ন এলাকাতেও ছবিটা এদিন ছিল এক। তবে সর্বত্র পুলিশি কড়াকড়ি থাকায় নিয়ম মেনে পিকনিক করতে দেখা যায় মানুষজনকে। লাটাগুড়ির জঙ্গলের পথে ক্রান্তি ট্রাফিক পুলিশ ও বন দপ্তরের তরফে কড়া নজরদারি চালানো হয়।

মেটেলির দুই জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র মূর্তি এবং লালিগুরাসেও এদিন পিকনিক পার্টির ঢল নামে। রবিবার দুপুরের পর থেকে এই দুই পর্যটনকেন্দ্রে মানুষের আনাগোনা বাড়তে থাকে। পর্যটকদের ভিড়ে খুশি এলাকার ব্যবসায়ীরাও। 'আই লাভ মূর্তি' ফলকের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে দেখা যায় বহু পর্যটককে। কেউ কেউ আবার মূর্তি নদীতে নেমে ছবি তোলেন। ভিড় সামাল দিতে চালসা রেঞ্জের বনকর্মী এবং ট্যুরিস্ট বন্ধু পুলিশকে টহল দিতে দেখা যায়। এদিন মূর্তিতে ঘোড়া সাফারিতেও মেতে ওঠেন অনেকেই।

কালিম্পং জেলার চুনাভাটি লাগোয়া লিস নদীর চর হোক কিংবা লুপ পুলের রাস্তা, সব জায়গাতেই পিকনিকের পাশাপাশি ছবি তোলা ও ট্রেন্ডি রিল বানাতে দেখা যায় আট থেকে আশি, প্রায় সবাইকেই।

লিস নদীর চরে এবছর বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি সুইমিং পুল। পাহাড়ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে লিস নদীর জলস্রোত একটি বড় জায়গায় আটকে পুকুরের মতো আকার দেওয়া হয়েছে, যাকে স্থানীয়রা 'সুইমিং পুল' বলছেন। সেখানে স্বাভাবিক নিয়মেই জল ঢোকা ও বেরোনোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশেই পাথর সরিয়ে নরম বালুচরে বিচ ভলিবলের আদলে একটি কোর্টও তৈরি করা হয়েছে।

বন দপ্তরের চেল রেঞ্জ অফিসের সহযোগিতায় জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি (জেএফএমসি) পরিচালিত এই সুইমিং পুল এবং নদীর চরে পিকনিক পার্টির সদস্যদের যাতে কোনও অসুবিধায় পড়তে না হয়, সেদিকে সতর্ক নজর রাখেন জেএফএমসি'র সদস্যরা।

এছাড়াও মাল শহর সংলগ্ন নেওড়া নদীর তীরে শহরের পাঁচ-ছয়টি পরিবারকে চড়ুইভাতিতে মেতে উঠতে দেখা যায়। চড়ুইভাতির পাশাপাশি ছিল গানবাজনা ও নানা ধরনের খেলাধুলোর আয়োজন, যা গোটা পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

ডুয়ার্সের মুড

জেলার প্রায় সব পিকনিক স্পটেই ঢল নামে সাধারণ মানুষের

চড়ুইভাতির পাশাপাশি ছিল গানবাজনা এবং নানা ধরনের খেলাধুলোর আয়োজন

ছবি তোলা ও ট্রেন্ডি রিল বানাতে দেখা যায় আট থেকে আশি সবাইকে

জঙ্গল লাগোয়া চড়ুইভাতিতে নজরদারি

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : বছরের শেষলগ্নে বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে শীত। পিকনিকের মরশুম শুরু হয়ে গিয়েছে। নতুন বছর পড়লেই পিকনিক স্পটে ভিড় আরও বাড়বে। কিন্তু জঙ্গল লাগোয়া পিকনিক স্পটগুলোয় চিতাবাঘ ও হাতির হানার আশঙ্কা উৎসাহীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়াচ্ছে। তাই বড় ধরনের বিপত্তি ঘটে যাওয়ার আগেই মোরাঘাট রেঞ্জের বনকর্মীরা জঙ্গলের পাশাপাশি লোকালয়ের পিকনিক স্পটগুলোয় টহলদারি বাড়িয়ে দিয়েছেন। মোতায়েন করা হয়েছে বাড়তি কর্মী। মাইকিং করে সতর্কতামূলক প্রচার চলছে।

জানুয়ারি মাসের শুরু থেকে গোঁসাইহাট ইকো পার্ক সংলগ্ন এলাকায় পিকনিকের আসর জমে ওঠে। এদিকে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পিকনিক স্পটের আশপাশে চিতাবাঘ এবং হাতির দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মোরাঘাটের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'জঙ্গল ছেড়ে চিতাবাঘ ও হাতি লোকালয়ে চলে আসছে। তাই জঙ্গল লাগোয়া পিকনিক স্পটগুলোয় নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদেরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

খুট্টিমারি ও গোঁসাইহাট জঙ্গলে প্রচুর সংখ্যায় হাতি রয়েছে। যেগুলি প্রায়ই দলবেঁধে আবার কখনও দলছুটভাবে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। একই সঙ্গে চিতাবাঘের হানার আশঙ্কাও তীব্র। ঝাড়আলতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রবি রাভা বলেন, 'গত কয়েকবছর পিকনিক বন্ধ থাকলেও দুই বছর ধরে পিকনিকের আসর জমে উঠেছে। জানুয়ারি মাস ছাড়াও হাতি ও চিতাবাঘের আনাগোনা প্রায়ই ঘটছে। মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত ঘটছে। সেই কারণে পিকনিক করলেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।'

সতর্ক বন দপ্তর

আগামী জানুয়ারি মাসে গোঁসাইহাট ইকো পার্ক চত্বরে পিকনিকে যেতে চাইছেন ধূপগুড়ির দীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'শুনেছি ওখানকার পিকনিক স্পটগুলো বেশ ভালো। কিন্তু হাতি ও চিতাবাঘের উপদ্রব থাকলে যেতে ভয় লাগছে।' তবে বনকর্মীরা ও জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যরা নিয়মিত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। মাইকিং করে সাধারণ মানুষদের জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘোরাফেরা করতে নিষেধ করা হচ্ছে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি এলাকায় হানা দিয়েছে হাতি। তাই পিকনিকের মরশুমে সতর্ক বন দপ্তর।

চলন্ত ট্রাকে আগুন

জলপাইগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : জাতীয় সড়কে চলন্ত ট্রাকে আগুন লাগার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পাহাড়পুর সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অসুস্থ হয়ে পড়ায় ট্রাকের চালক এবং খালাসিকে পুলিশ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ শিলিগুড়ির দিকে থেকে ময়নাগুড়িগামী একটি পণ্যবোঝাই গাড়ির সামনের অংশে আচমকাই আগুন লেগে যায়। গাড়ির গতি কমিয়ে চালক এবং খালাসি গাড়ি থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে যান। এরপরে ট্রাকটি রাস্তার পাশে থাকা একটি কংক্রিটের পিলারে ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে যায়। আগুনের খবরে পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জলপাইগুড়ি দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের অনুমান, ইঞ্জিনের শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। ঘটনার জেরে ঘণ্টাখানেক ওই রাস্তায় যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।

কুয়াশায় দুর্ঘটনা

চালসা, ২৮ ডিসেম্বর : শনিবার রাতে চালসা শালবনি সংঘ ক্লাবের পাশে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি গাড়ি। ঘটনায় আহত হয়েছেন গাড়িটির চালক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কুয়াশার জন্য চালক ঠিকমতো রাস্তা দেখতে না পেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দেওয়ালে ধাক্কা মারেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মেটেলি থানার ট্রাফিক পুলিশ। জখম চালককে চিকিৎসার জন্য চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে সেখান থেকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে। তদন্ত করছে পুলিশ।

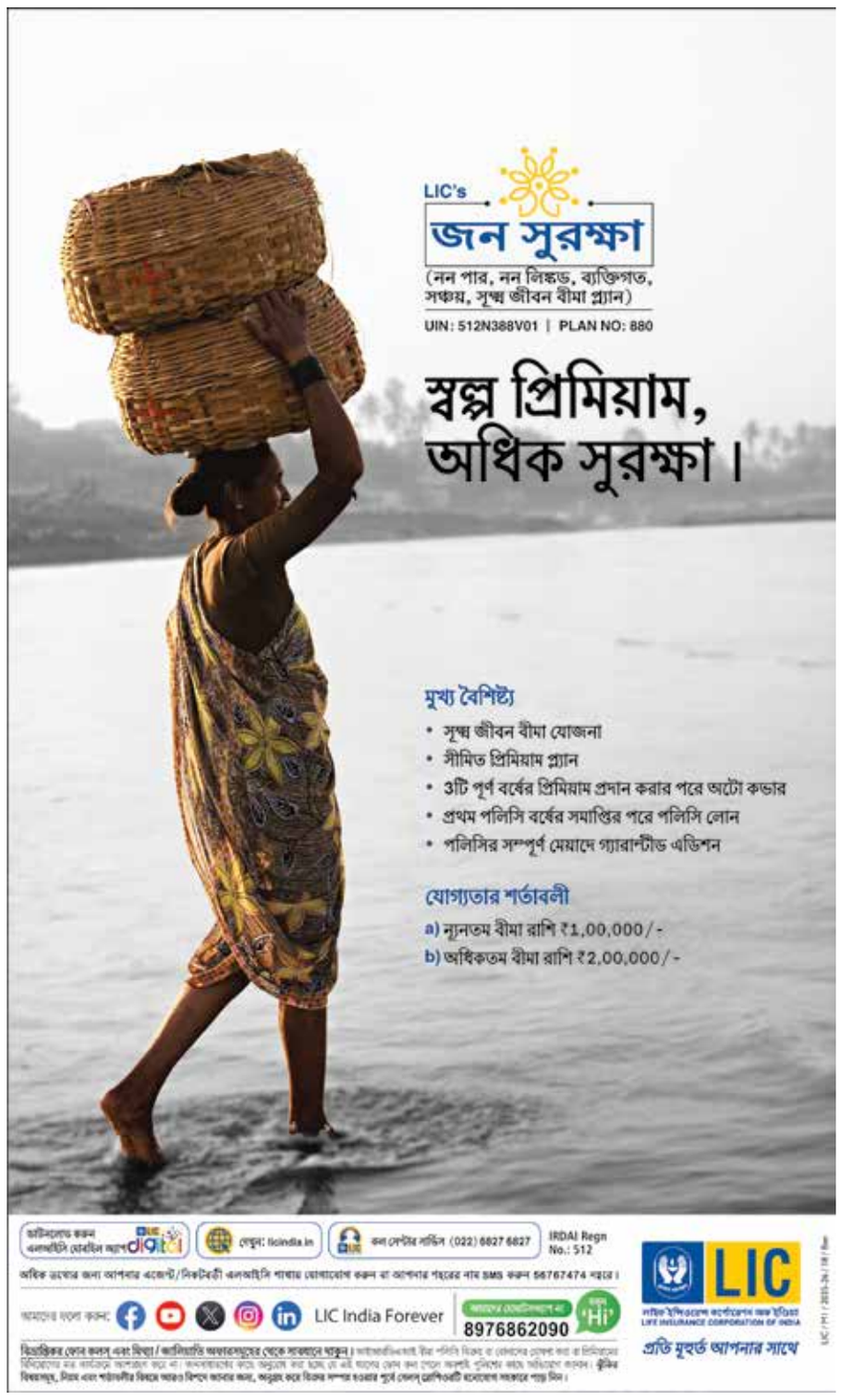

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

হাতের মুঠোয় দুনিয়া।। *মিরিকের গোপালধারা টি এস্টেটে ছবিটি তুলেছেন ঋতুপর্ণা ধর।*

৬ বছর পর বাড়িতে এল পার্সেল

নথি ফেরাল চোর

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৮ ডিসেম্বর : কাণ্ড বটে! চুরির ছয় বছর পর 'চোর' বাড়িতে পার্সেল করে জন্ম শংসাপত্র সহ সরকারি কাগজপত্র পাঠিয়ে দিল। চুরি যাওয়া নিজের কাগজপত্রগুলি ফেরত পেয়ে বিস্ময়ে হাসবেন নাকি অবাক হবেন তা কোচবিহার শহরের অর্ধেন্দু বণিক বুঝেই উঠতে পারছেন না।

এসআইআর-এর আবহে জন্ম শংসাপত্র সহ সরকারি কাগজপত্রের প্রয়োজনীয়তা সাধারণ মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। হয়তো 'চোর'-ও তা বুঝেছিল। তাই রীতিমতো পার্সেল করে সেগুলি অর্ধেন্দুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। ২০১৯ সালে অর্ধেন্দুর বাড়িতে চুরির অভিযোগ ওঠে। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে তাঁর ফাইলও খোয়া যায়। যেখানে তাঁর সমস্ত সরকারি কাগজপত্র রাখা ছিল। সেই সময় পুলিশে লিখিত অভিযোগও করা হয়। এতদিন তা পাওয়া না গেলেও শনিবার বাড়িতে আসা পার্সেল খুলে সেগুলি মেলে। অর্ধেন্দুর কথায়, 'যে ঠিকানা থেকে পার্সেল পাঠানো হয়েছে সেখানে আমার পরিচিত কেউ নেই। হয়তো এসআইআর-এর কথা ভেবেই চোর আমার কাগজপত্রগুলি ফেরত পাঠিয়েছে।'

পার্সেল হাতে কোচবিহার এনএন রোডের বাসিন্দা। ছবি : জয়দেব দাস

কোচবিহার শহরের এনএন রোডের বাসিন্দা অর্ধেন্দু বণিক পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। ২০১৯ সালের চুরিতে তাঁর জন্ম শংসাপত্র, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের অ্যাডমিট, প্যান কার্ড - সবই খোয়া যায়। এতদিন সেই ফাইল বা নথির কোনও হদিস মেলেনি। অর্ধেন্দু একপ্রকার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। শনিবার অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর বাড়ির ঠিকানায় একটি পার্সেল এসে পৌঁছায়। তিনি বলেন, 'বাড়ির সদস্যদের কাছে জিজ্ঞাসা করি। কারও কোনও পার্সেল আসার কথা ছিল না। একবার ভেবেছিলাম পার্সেলের প্যাকেটটি নিয়ে থানায় যাই। তবে শেষপর্যন্ত বাড়িতেই প্যাকেটটি খুলি। তার একটি ভিডিও রেকর্ডিংও করে রাখি। খুলেই দেখি আমার ফাইলটি রয়েছে। ভিতরে হারিয়ে যাওয়া কাগজগুলিও রয়েছে।' অর্ধেন্দুবাবু আরও বলেছেন, 'ভাগ্য ভালো যে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার বাবা-মায়ের নাম রয়েছে। তাই আমার কোনও শংসাপত্র লাগেনি। নাহলে আমার কাগজপত্র না থাকায় এসআইআর-এ আমাকে বিপদে পড়তে হত। এই নথিগুলো জোগাড় করা এখনকার দিনে কতটা কঠিন তা হয়তো চোর নিজেও উপলব্ধি করেছে। তাই বিবেকের দংশন থেকেই হয়তো সে পার্সেল করে এসব পাঠিয়ে দিয়েছে।'

বাড়িতে কে বা কারা চুরি করেছিল এবং কে এই পার্সেল পাঠাল তা এখনও অজানা। তবে এই ঘটনা নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই বলছেন, অপরাধী হলেও মানুষ হিসেবে ওই চোর যেটুকু সৌজন্য দেখিয়েছে, তা বিরল। হারিয়ে যাওয়া অতিপ্রয়োজনীয় নথিগুলো হাতে পেয়ে অর্ধেন্দু এখন অনেকটাই স্বস্তিতে। বিস্ময় আর হাসি, দুই মিলিয়ে তিনি আপাতত ঘোরের মধ্যেই রয়েছেন।

অবাক কাণ্ড

২০১৯ সালের চুরিতে এক মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের জন্ম শংসাপত্র, পরীক্ষার অ্যাডমিট, প্যান কার্ড খোয়া যায়

শনিবার তাঁর বাড়ির ঠিকানায় একটি পার্সেল এসে পৌঁছায়, তাতে নথিগুলি ছিল

এসআইআর-এর জন্য এই নথি গুরুত্বপূর্ণ ভেবেই হয়তো চোর পার্সেল করে ফিরিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে

শিলিগুড়ির দোকানে ১৫ ভরি সোনা চুরি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : শহর শিলিগুড়িতে আবার দুষ্কৃতীদের টার্গেট গয়নার দোকান। এবারে ভেনাস মোড় সংলগ্ন একটি ভবনের নীচে থাকা গয়নার দোকানে হানা দেয় দুষ্কৃতীরা। পেছন দিকের দুটি দেওয়াল ভেঙে ১৫ ভরি সোনা সহ প্রায় ২০ কেজি রুপোর গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। তবে চম্পট দেওয়ার আগে দোকানে থাকা সিসিটিভি'র তার কেটে হার্ডডিস্ক নিয়ে পালিয়েছে তারা।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। অভিযুক্তদের দ্রুত পাকড়াও করা হবে।'

আর বারবার গয়নার দোকানে দুষ্কৃতীদের হানার ঘটনা ঘিরে শিলিগুড়ির গয়নার ব্যবসায়ীদের মধ্যে আশঙ্কা বেড়েই চলেছে। গত কয়েকমাসে কখনও দোকান বন্ধ করার পর দোকানদারের ব্যাগে ভরা সোনার গয়না চুরি করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। কখনও আবার ক্রেতা সেজে হাতসাফাই চালিয়েছে দুষ্কৃতীদের দল। একাধিক ঘটনায় এখনও অভিযুক্তরা পুলিশের হাতের নাগালে আসেনি। পুলিশের সক্রিয়তা নিয়ে তাই প্রশ্নও উঠেছে। এদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এলাকার ব্যবসায়ী অমিত দাস বলেন, 'দুষ্কৃতীদের যা দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে, ব্যবসা করতেই এখন ভয় লাগে।'

যদিও এব্যাপারে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব অবশ্য পুলিশ-প্রশাসনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। গৌতমের বক্তব্য, 'এদিনের ঘটনা নিয়ে আমি ইতিমধ্যেই পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছি। দ্রুত ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীদের পাকড়াও করার কথা বলেছি। তবে পুলিশ হিলকার্ট রোডে সোনা ডাকাতির ঘটনায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে অভিযুক্তদের পাকড়াও করেছে।'

এদিকে, এদিনের ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মঞ্জুশ্রী পাল। এদিন ঘটনার খবর পেয়ে তিনি ও তাঁর স্বামী প্রাক্তন ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিজেপির নান্টু পাল ঘটনাস্থলে যান। মঞ্জুশ্রীর বক্তব্য, 'পুলিশের তরফে কোনও নজরদারি চালানো হচ্ছে না। ছয় মাস আগে এলাকাতেই আরও একটি সোনার দোকানে হাতসাফাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। হিলকার্ট রোডের এই অংশে একাধিক সোনার দোকান রয়েছে। তাই এই এলাকায় সিসিটিভি লাগানোর জন্য একাধিকবার অনুরোধ করা হয়েছে প্রশাসনের কাছে। যদিও বিরোধী কাউন্সিলারের ওয়ার্ড হওয়ার কারণেই হয়তো আমাদের এই দাবিকে কেউ পাত্তা দেয়নি।' মেয়র অবশ্য এলাকায় সিসিটিভি'র সংখ্যা বাড়ানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এদিন যে ভবনের একতলায় সোনার দোকানে চুরি হয়েছে, সেই ভবনের একপাশের অংশ অন্ধকার থাকে। সেখানেও বাতি লাগানো হবে বলে এদিন পরিদর্শনে এসে জানিয়েছেন মেয়র।

সোনার দোকানে চুরির ঘটনাটি জানাজানি হয় রবিবার সকালবেলা। এদিন সকালে দোকান খুলতে আসেন ব্যবসায়ী নির্মলচন্দ্র প্রসাদ। তিনি বলেন, 'দোকান খুলেই দেখি, ভেতরে থাকা সোনা ও রুপোর সামগ্রী নেই। দোকানের পেছনে থাকা দেওয়াল ভাঙা।' খবর দেওয়া হয়, শিলিগুড়ি থানার পুলিশকে। তদন্তে দেখা যায়, ভবনের একপাশে একটি অগাছায় ভরা খালি জায়গা রয়েছে। সেদিকে থাকা দেওয়ালের গ্রিলগুলি কাটা হয়েছে। পুলিশের অনুমান, ওই গ্রিল কেটে অভিযুক্তরা ভবনের ভেতরে ঢুকে, দেওয়াল ভেঙে গোটা অপারেশন চালিয়েছে। গোটা ঘটনায় একটা বিষয় পরিষ্কার, দুষ্কৃতীরা দীর্ঘদিন রেইকি করেই এই অপারেশন চালিয়েছে।

দুষ্কর্ম

এদিন সকালে দোকান খুলতে আসেন ব্যবসায়ী নির্মলচন্দ্র প্রসাদ

দোকান খুলেই দেখেন, ভেতরে থাকা সোনা ও রুপোর সামগ্রী নেই, দোকানের পেছনে থাকা দেওয়াল ভাঙা

ভবনের একপাশে একটি অগাছায় ভরা খালি জায়গা রয়েছে, সেদিকে থাকা দেওয়ালের গ্রিলগুলি কাটা হয়েছে

আনন্দপুরে বেহাল কাঠের সেতু। -সংবাদচিত্র

কাঠের সেতু নিয়ে ক্ষোভ আনন্দপুরে

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ২৮ ডিসেম্বর : ক্রান্তি ব্লকের আনন্দপুরে দীর্ঘ তিন দশকের দাবি পাকা সেতুর। খরস্রোতা ফুলঝোরা নদী পারাপারে গ্রামবাসীরা কাঠের সেতুর ওপর ভরসা করেন। সেই সেতু থেকে সাইকেল, বাইক আরোহী নদীতে পড়ে গিয়েছেন, এমন ঘটনা আগে অনেকবার ঘটেছে। প্রশাসনের তরফে পাকা সেতু নির্মাণের জন্য বছর তিনেক আগে টেন্ডার হয়েছিল। প্রয়োজনের তুলনায় কম অর্থ ও অজানা সমস্যার কারণে উদ্যোগ বাতিলও হয়ে যায়। এরপর নতুন করে আর টেন্ডার হয়নি। প্রশাসনও নীরব। ফলে বেজায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। বিষয়টি বিধানসভা ভোটে শাসকদলকে ভোগাবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আনন্দপুরে বাড়ি সুনীল ওরাওঁয়ের। প্রশাসনের ওপর একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, 'দুর্বল কাঠের সেতু রীতিমতো দুলতে থাকে। বর্ষার দিনে কী যে কষ্ট হয় তা একমাত্র আমাদের মতো ভুক্তভোগীরাই জানে। কিছুদিন আগে শুনলাম সেতুর টেন্ডার হয়েছে। পরে শুনলাম সেটি বাতিল হয়ে নতুন করে হবে। কিন্তু কোথায় কী!'

ভগ্নপ্রায় সেতুটি রাজাডাঙ্গার আনন্দপুর, কৈলাসপুর ডিভিশন, কৈলাসপুর, দেবীপুর, বারোঘরিয়া, বেতগুড়ি এলাকা ছাড়াও পাশ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের ছয় হাজারেরও বেশি মানুষ ব্যবহার করে থাকেন। সংস্কারের অভাবে কাঠের পাটাতনগুলি ভাঙতে শুরু করেছে। নদীতে পড়ে যাওয়া রুখতে গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগেই বাঁশের রেলিং দিয়েছেন। এলাকারই এক চা দোকানে কথা হচ্ছিল ভারত চিকবড়াইকের সঙ্গে। বললেন, 'গতবার বর্ষার আগে শুনলাম নতুন সেতু হতে আর দেরি নেই। এদিকে কাজ আর শুরু হয় না।' যদিও রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মিন্টু রায় খুব দ্রুত টেন্ডারের আশ্বাস দিয়েছেন।

এলাকায় রয়েছে একাধিক প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একরত্তি পড়ুয়া থেকে গর্ভবতীরা নদী পারাপার করেন। রাতবিরেতে গ্রামের কোনও ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে কোলে করে সেতু পেরিয়ে তারপর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। প্রশাসনের ঢিলেঢালা মনোভাবের কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বুদু ওরাওঁ, সুশীলা ওরাওঁয়ের মতো অন্য বাসিন্দাও। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পরিশ্রম চিকবড়াইক গ্রামবাসীদের অসুবিধার কথা ভালোই জানেন। তিনিও সেই এলাকারই বাসিন্দা। পরিশ্রম বলেন, 'শীঘ্রই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে কাজ শুরু হবে বলে আশা রাখছি।'

এবিষয়ে মন্তব্য জানতে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

বৃদ্ধের মৃত্যু

ময়নাগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : স্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক ঝামেলা স্বামীর। এলাকাবাসীর দাবি, স্ত্রীকে মারধর করে বাড়ির পাশে গভীর পুকুরে ঝাঁপ দেন স্বামী। পরে সেখান থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করেন সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। রবিবার সকালে ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ভুসকাডাঙ্গা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত ব্যক্তির নাম গজেন রায় (৬৫)।

পথে তৃণমূল

মানিকগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : এসআইআর-এর বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ঘুঘুডাঙ্গায় বিরাট মিছিল ও জনসভার আয়োজন করল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার বিকেলে দলের এসসি ওবিসি সেলের আহ্বানে ঘুঘুডাঙ্গা বাজার চত্বরে বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়।

টুকরো খবর

চিতাবাঘ

মৌলানি, ২৮ ডিসেম্বর : চা বাগানে চিতাবাঘকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল মৌলানিতে। রবিবার বিকেলে মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিসেবা এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দা রোহিণী রায়ের চা বাগানে চিতাবাঘ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ও রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের বনকর্মীরা। তাঁরা জাল দিয়ে চিতাবাঘটিকে ধরে লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে নিয়ে যান। বন দপ্তর সূত্রে খবর, মাদি চিতাবাঘটি অসুস্থ রয়েছে। বর্তমানে সেটির চিকিৎসা চলছে।

সভা

ওদলাবাড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : রবিবার ওদলাবাড়ির ডিপোপাড়ার গোর্খা ভবনে ডুয়ার্স গোর্খা সংগ্রাম মোর্চার কার্যনির্বাহী কমিটির একটি সভা হয়। সভায় পশ্চিম ডুয়ার্সের পাশাপাশি সেন্ট্রাল ডুয়ার্সের প্রতিনিধিদেরও দেখা গিয়েছে। এদিনের সভায় সংগঠনের কর্মসূচি সাধারণ মানুষের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পাশাপাশি, ডুয়ার্সের গোর্খাদের ঐক্যবদ্ধ সামাজিক আন্দোলনকে আরও সুসংহত করার সিদ্ধান্তও বৈঠকে গৃহীত হয়েছে বলে সংগঠনের তরফে জারি করা এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

শিলান্যাস

বেলাকোবা, ২৮ ডিসেম্বর : পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিরঞ্জন রায়ের বাড়ি থেকে পিডব্লিউডি রোড পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিমি নতুন রাস্তা তৈরি হবে। রবিবার এই রাস্তার শিলান্যাস করেন এলাকার বিধায়ক খগেশ্বর রায়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রণবীর মজুমদার, শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রভা কুজুর প্রমুখ। কাজটি তিনটি ধাপে হবে।

কুয়াশামোড়া রাজবাড়ি।। *ছুটির দিনে জমজমাট। কোচবিহার শহরে ছবিটি তুলেছেন জয়দেব দাস।*

কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

পঞ্চায়েতের পুকুর দখলের অভিযোগ

শুভদীপ শর্মা

মৌলানি, ২৮ ডিসেম্বর : গ্রাম পঞ্চায়েতের আস্ত একটি পুকুর নিজেদের বলে দাবি করে খুঁটি পুঁতে সেই পুকুরের দখল নিলেন দুই ব্যক্তি। পুকুর দখলের পর কয়েকদিন কেটে গেলেও প্রশাসনিক স্তরে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এর ফলে ওই পুকুরের মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রঞ্জিত রায় বলেন, 'বিষয়টি জানতে পেরে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিডিওর কাছে ও ক্রান্তি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। জমির কাগজ দেওয়া হয়েছে। নিজেদের জমি ফেরানোর জন্য আগামীতে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে আবেদন জানানো হবে।'

কয়েক দশক আগে বাম আমলে মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঠিক উলটো দিকে একটি চার বিঘার পুকুর কেনে। অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার চক মৌলানির বাসিন্দা বিপ্লব রায় ও আশুতোষ রায় নামে দুই ভাই বাঁশ পুঁতে ওই পুকুর দখল করেন। প্রকাশ্যে এভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের পুকুর দখল হয়ে গেলেও কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় কর্তৃপক্ষর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেনের আশ্বাস, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

বিষয়টি জানতে পেরে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিডিওর কাছে ও ক্রান্তি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। জমির কাগজ দেওয়া হয়েছে। নিজেদের জমি ফেরানোর জন্য আগামীতে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে আবেদন জানানো হবে।

রঞ্জিত রায়
প্রধান, মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েত

যদিও বিপ্লবের দাবি, তাঁর মা নীলা রায়ের বাবা প্রয়াত যোগীন্দ্রনাথ রায়ের ওই এলাকায় কয়েক বিঘা জমি ছিল। কিন্তু অনেকদিন ধরে সেই জমির মাপজোখ হয়নি। জমির কয়েকটি কাগজে ত্রুটি ছিল। সেই ত্রুটি ঠিক করে আমিন দিয়ে জমি মাপতেই তাঁরা বুঝতে পারেন পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষর নিজেদের বলে দাবি করা সেই পুকুর আদতে তাঁদের মায়ের। বিপ্লবের কথায়, 'বিষয়টি জানার পর ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে জমিটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে লিখিত আবেদন করা হয়। কিন্তু দু'বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ওই জমি ফিরিয়ে দিতে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আমরা এই জমির দখল নিয়েছি।'

বালি চুরি

বেলাকোবা, ২৮ ডিসেম্বর : দিনভর করলা নদী থেকে দেদারে বালি তুলে পাচার চলছে। তবে বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের। তাঁরা জানিয়েছেন, শীতকালের সকালে ঘন কুয়াশার মধ্যে সকাল ৬টা থেকে বালি পাচার শুরু হয়ে যাচ্ছে। রবিবার রাজগঞ্জ ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক গোপাল বিশ্বাস অবশ্য বালি পাচারের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশও একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, 'আমি সদস্য হওয়ার পর থেকে ১০-১৫ বার প্রশাসনকে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। বালি উত্তোলনের ফলে বোল্ডারের বাঁধও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।'

ট্র্যাক্টর আটক

ধূপগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। রবিবার বিকালে ধূপগুড়ি ব্লকের গোলাম মুন্সি মোড় এলাকায় ট্র্যাক্টরটি বালি বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল। তখনই টহলদাররত পুলিশ ট্র্যাক্টরটিকে আটক করে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। চালক কোনও নথি দেখাতে পারেনি। তখনই পুলিশ চালক ও ট্র্যাক্টরটিকে আটক করে। ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

নতুন কমিটি

বেলাকোবা, ২৮ ডিসেম্বর : বিধানসভা ভোটের আগে সংগঠন চাঙ্গা করতে রাজগঞ্জের শিকারপুর অঞ্চলের বেলাকোবায় বটতলার সিটি অটো ড্রাইভার ইউনিয়নের নতুন কমিটি গঠন করল আইএনটিটিইউসি। রাজগঞ্জ আইএনটিটিইউসি'র ব্লক সভাপতি শেখ ওমর ফারুকের নেতৃত্বে গঠিত ১৮ সদস্যের কমিটির সভাপতি হয়েছেন পরিমল রায়, সহ সভাপতি অশোক যাদব, সাধারণ সম্পাদক মিন্টু রহমান ও কোষাধ্যক্ষ কৈলাস যাদব। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের শিকারপুর অঞ্চল সভাপতি নারায়ণ বসাক।

খাল সংস্কার

জলপাইগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : মহানন্দা ক্যানালের উপ সেচখালগুলির গার্ডওয়ালের কংক্রিট খসে পড়েছে। এমনকি খালগুলি ঝোপঝাড় ও আগাছায় ভরে গিয়েছে। এই সমস্ত উপ সেচখালের মেরামতি করতে সেচ দপ্তর ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করল। রবি, খরিফ ও বোরো মরশুমে কৃষকরা জমিতে মহানন্দা ক্যানালের জল ব্যবহার করেন। সেই কাজ যাতে ব্যাহত না হয় সেই কারণেই এই প্রচেষ্টা বলে সেচ দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

বিক্ষোভ

নাগরাকাটা, ২৮ ডিসেম্বর : প্রায় ৩ মাস ধরে নাগরাকাটার যমুনা মোড় এলাকার চার্চ লাইনে পিএইচই'র পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না। ট্যাপকল থাকলেও জল আসে না তাতে। পানীয় জল না আসায় বিপাকে পড়েছে অন্তত ৩০০টি পরিবার। এই পরিস্থিতিতে তিতিবিরক্ত এলাকাবাসী রবিবার জলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান।

নাগরাকাটার বিডিও জয়প্রকাশ মণ্ডল বলেন, 'পিএইচই'র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে জানিয়েছি। আশা করছি, দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে।'

উৎসব

ক্রান্তি, ২৮ ডিসেম্বর : রবিবার ক্রান্তি চেকেন্দা ভাণ্ডারী দেবের মন্দির ময়দানে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রীতিরঞ্জী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে এদিন প্রচুর ভক্ত উপস্থিত হয়েছিলেন। সকল ভক্তর জন্য খিচুড়ি প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আমগুড়ি বাজারের সুদিন ফেরাতে চাঁদা তুলে সাঁকো

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : সেতু সুদিন ফেরাতে পারে ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি বাজারের। কারণ, সেতু না থাকায় গুরুত্বপূর্ণ বাজার থেকে মুখ ফিরিয়েছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা। সেতু নির্মাণের দাবি নিয়ে একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন এলাকাবাসী থেকে ব্যবসায়ীরা। কিন্তু প্রশাসন সাধারণ মানুষের সমস্যাকে গুরুত্ব দেয়নি বলে সেখানে সেতু নির্মাণ হয়নি। বাধ্য হয়েই চাঁদা তুলে সাঁকো তৈরি করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

আমগুড়ি বাজার ময়নাগুড়ি ব্লকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এই বাজারে ছোট-বড় মিলে প্রায় দেড়শো দোকান রয়েছে। শনিবার ও বুধবার এখানেই জেলা পরিষদ পরিচালিত হাট বসে। সেদিন আরও আড়াইশো থেকে তিনশো ব্যবসায়ী ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেখানে আসেন। আমগুড়ির এই বাজারের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে কলাখাওয়া নদী। বাজারের মধ্য দিয়েই একটি রাস্তা কলাখাওয়া নদী হয়ে চলে গিয়েছে দক্ষিণ বড়গিলা, পশ্চিম বড়গিলা, ব্যাংকান্দি, রাখালহাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। এই গ্রামের বাসিন্দা, ব্যবসায়ীরা আমগুড়ি বাজার ও হাটের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন বেশি। কয়েক বছর আগে বাজারের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া এই রাস্তার মাঝে থাকা কলাখাওয়া নদীতে কাঠের একটি সেতু ছিল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই সেতু ভেঙেছে। সেখানে সাঁকো বানিয়ে যাতায়াত করতেন বাসিন্দারা। তবে চলতি বর্ষায় নদীর জল বাড়ায় সেই সাঁকো ভেসে চলে গিয়েছিল। তারপর থেকে আমগুড়ি বাজারে ব্যবসায় ভাটা পড়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, পরিস্থিতি এতটাই খারাপ একে একে ঝাঁপ বন্ধ করেছেন অনেক দোকানদার। স্থানীয় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী কৃষ্ণ চৌধুরী কয়েক মাস ধরে দোকান বন্ধ করে পাড়ি দিয়েছেন ভিনরাজ্যে। বাজারে সেলুনের দোকান ছিল স্থানীয় বাসিন্দা নিরেন ঠাকুরের। একইভাবে সবজির দোকান দিয়েছিলেন চঞ্চল বণিক। ব্যবসা ঠিকমতো না হওয়ায় তাঁরা দোকান বন্ধ করে অন্য জায়গায় ব্যবসা শুরু করেছেন। দক্ষিণ বড়গিলার বাসিন্দা প্রদীপ ঘোষ, আবুল হোসেনের কথায়, কাঠের সেতু থাকাকালীন বাজারে আসতে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লাগত। ঘুরপথে সেই রাস্তাই পেরোতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে। বাধ্য হয়ে অন্য বাজারের ওপর নির্ভরশীল হয়েছেন তাঁরা। আমগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শংকর দাস বলেন, পাকা সেতু নির্মাণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ সহ বিভিন্ন জায়গায় জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ হয়নি। সেতু না থাকায় বাজারটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। বাধ্য হয়েই চাঁদা তুলে নতুন করে একটি সাঁকো তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে এই সাঁকো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে দিনকয়েক হল।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিলীপ রায় বলেন, এলাকায় একটি সেতুর প্রয়োজন রয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেতু তৈরির পরিকাঠামো গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। বিষয়টি নিয়ে জেলা পরিষদের সঙ্গে কথা বলেছি। যদিও স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য দীপালি রায়কে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন জানান, বিষয়টি জানা নেই। তবে অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চাঁদা তুলে সাঁকো তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। -সংবাদচিত্র

উদ্যোগ

কলাখাওয়া নদীতে কাঠের সেতু থাকাকালীন আমগুড়ি বাজারে সহজে যাতায়াত করা যেত

চলতি বর্ষায় সেই সাঁকো ভেসে যাওয়ার পর এই বাজারে ক্রেতা কম আসছেন

ব্যবসায় মন্দার জেরে অনেকে দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন

বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও সেতু তৈরির কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি

স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা সেখানে চাঁদা তুলে সাঁকো বানাচ্ছেন

কংগ্রেসের ১৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধি। রবিবার নয়াদিল্লির ইন্দিরা ভবনের সামনে।

হাদির খুনিদের মেঘালয়ে আসা নিয়ে চাপানউতোর

ঢাকার দাবিতে না ভারতের

তুরা ও ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর : ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির খুনিদের অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের বক্তব্য খারিজ করে দিল ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। রবিবার ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) দাবি করেছিল, হাদি খুনের মূল অভিযুক্তরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়েছে। মেঘালয়ে তাদের দুই সহযোগী গ্রেপ্তার হয়েছে। তবে এই দাবিকে 'ভিত্তিহীন' ও 'পরিকল্পিত মিথ্যাচার' বলে সরাসরি উড়িয়ে দিয়েছে ভারতের বিএসএফ এবং মেঘালয় পুলিশ।

বিএসএফ-এর মেঘালয় ফ্রন্টিয়ারের আইজি ওপি উপাধ্যায় বলেন, 'ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সীমান্ত দিয়ে কোনও অভিযুক্তের ভারতে প্রবেশের প্রমাণ বিএসএফ-এর কাছে নেই। অনুপ্রবেশের এই দাবি 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর।' মেঘালয় পুলিশের সদর দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিকও জানিয়েছেন, বাংলাদেশ সংবাদমাধ্যমে যে 'পূর্ণি' ও 'সামি' নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের দাবি করা হয়েছে, তাঁদের মেঘালয়ের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কাউকে গ্রেপ্তারও করা হয়নি। ভারতীয় আধিকারিকদের মতে, দুই দেশের মধ্যে অশান্তি ও বিভ্রান্তি ছড়াতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ধরনের 'মনগড়া কাহিনী' প্রচার করা হচ্ছে।

এদিন সকালে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার এনএন মহম্মদ নজরুল ইসলাম এক সংবাদ সম্মেলনে চাঞ্চল্যকর দাবি করেন। তিনি বলেন, 'হাদি খুনের মূল অভিযুক্ত ফয়সাল করিম ওরফে দাউদ খান এবং তার সহযোগী আলমগীর শেখ ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সীমান্ত দিয়ে ভারতের তুরা শহরে আশ্রয় নিয়েছে।' সেখানে তাঁদের সহায়তাকারী এক ট্যাক্সিচালক ও স্থানীয় এক ব্যক্তিকে ভারতীয় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে নজরুল ইসলাম দাবি করেন। তবে বিএসএফ জানিয়েছে, সীমান্তের ওপার থেকে এ ব্যাপারে কোনও আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ ভারতের সঙ্গে করা হয়নি।

এই ঘটনার আবহে ভারতের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে 'প্রতিক্রিয়া' জানিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশমন্ত্রক। তাদের মুখপাত্র এসএম মাহবুবুল আলম ভারতে মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর কথিত হামলা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি ওডিশার জুয়েল রানা ও বিহারের আতহার হুসেইন খুনের স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানান। হাদির খুনিদের ভারতে পালানো নিয়ে তিনি বলেন, 'সরকার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

এদিকে ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে রবিবারের 'সর্বাত্মক অবরোধে' অচল হয়ে পড়েছে গোটা বাংলাদেশ। ঢাকার শাহবাগ মোড় থেকে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আবদুল্লাহ আল জাবের সরকারকে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আজ আমরা শাহবাগে আছি, বিচার না মিললে কাল যমুনা (প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন) বা ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করতে বাধ্য হব।' ঢাকায় গুলিবিদ্ধ ছাত্রনেতা ওসমান হাদির সিঙ্গাপুরে মৃত্যু এবং তারপর এই রাজনৈতিক অস্থিরতা এখন দুই দেশের সীমান্ত ও কূটনৈতিক সম্পর্কে নতুন টানাপোড়েন তৈরি করেছে।

বাংলাদেশে হিন্দু হত্যা, কড়া নিন্দা আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ২৮ ডিসেম্বর : এক সপ্তাহ পরে মুখ খুলল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে পোশাক-শ্রমিক বছর ২৯-র দীপু দাসকে পিটিয়ে মারার ঘটনাকে 'ভয়ংকর' আখ্যা দিল আমেরিকা। ধর্মীয় হিংসা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কড়া অবস্থানের কথা জানালেন মার্কিন কংগ্রেসে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সেনেটর রো খান্না। ১৮ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে রো খান্না বিষয়টিকে 'গোঁড়ামির চরম বহিঃপ্রকাশ' বলে অভিহীত করেছেন।

মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বলেছেন, 'আমেরিকা ধর্মীয় ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে। সকলপ্রকার ধর্মীয় হিংসার নিন্দাও করছে। বাংলাদেশের সব সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেদেশের অন্তর্বর্তী সরকার যে পদক্ষেপ নিচ্ছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই।'

দীপু দাস হত্যার রেশ কাটতে না কাটতেই অমৃত মণ্ডল নামে আরও এক তরুণকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ঘটনাগুলির নিন্দা করলেও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কী পদক্ষেপ করেছে তা জানা যায়নি। বাংলাদেশের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ হয়েছে ভারতের বিভিন্ন শহরের পাশাপাশি নেপালের একাধিক শহরে। ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে উদ্বেগপ্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মহল।

উড়ান বাড়ছে করাচির, সিদ্ধান্ত ইউনূসের

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর : ঢাকায় শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের বিদেশনীতির অভিমুখ যে ভাবে দ্রুত ইসলামাবাদের দিকে ঘুরছে, তার চূড়ান্ত প্রমাণ মিলল রবিবার। ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দারের বৈঠক কেবল সৌজন্য বিনিময় নয়, বরং এক নতুন ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণের স্পষ্ট ইঙ্গিত। জানুয়ারি মাসেই ঢাকা ও করাচির মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল শুরুর সিদ্ধান্ত কেবল দুই দেশের আকাশপথকে জুড়ছে না, বরং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি আসলে দিল্লিকে দূরে সরিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে পুরনো 'সখ্য' ঝালিয়ে নেওয়ার এক সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ।

হাইকমিশনারের দাবি অনুযায়ী গত এক বছরে দুই দেশের বাণিজ্য ২০ শতাংশ বেড়েছে, যা এক দশক আগের বৈরী সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে অভাবনীয়। বাণিজ্যের আড়ালে শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং চিকিৎসার নামে যে আদান-প্রদানের তোড়জোড় চলছে, তা আসলে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের মনস্তত্ত্বে পাকিস্তানি প্রভাব ফিরিয়ে আনারই কৌশল। যেখানে আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকা ছাত্র সংগঠনগুলো কট্টরপন্থী জামায়াতের হাত ধরছে, সেখানে ইউনূস সরকারের এই পাকিস্তান-প্রীতি আসলে 'ভারত-বিদ্বেষ'-এর অন্য পিঠ। সার্কের দোহাই দিয়ে আসলে যে ঢাকাকে ফের ইসলামাবাদের কক্ষপথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, সরাসরি বিমান চলাচল চালুর মাধ্যমে সেই বৃত্তই আজ পূর্ণ হলো। করাচি থেকে আসা বিমানটি কেবল যাত্রী নয়, সঙ্গে নিয়ে আসছে এক বিতর্কিত ইতিহাসের ছায়াকেও।

এসআইআর শুনানিতে ভোগান্তি

ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে প্রবীণরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন ঘিরে চরম অরাজকতা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার ছবি ধরা পড়ল খোদ তিলোত্তমায়। নাম সংশোধনের নামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রবীণ নাগরিকদের লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা, পানীয় জলের অভাব এবং বসার ন্যূনতম ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন অবসরপ্রাপ্ত আমলা থেকে সাধারণ মানুষ। এই ঘটনাকে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র যুগেও এক মধ্যযুগীয় অব্যবস্থা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

প্রবীণদের ভোগান্তির ঘটনায় অবশেষে নড়েচড়ে বসল নির্বাচন কমিশন। সাধারণ মানুষের যাতে ভোগান্তি না হয় তার জন্য এদিনই মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

নিউটাউনের এপিজে আবদুল কালাম কলেজে শুনানিতে হাজির হয়ে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছেন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস পল্লব ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, বয়স্ক মানুষদের দু-আড়াই ঘণ্টা লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। এমনকি জলের ব্যবস্থাও রাখা হয়নি। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'কলেজের ক্লাসরুমে বেঞ্চ থাকা সত্ত্বেও কেন প্রবীণদের বসার সুযোগ দেওয়া হল না?' প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন মহলেও বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি।

নির্বাচন কমিশনের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে বর্তমান তালিকার সংযোগ স্থাপনের চেষ্টায় এই বিশেষ শুনানি ডাকা হচ্ছে। কমিশনের লক্ষ্য 'জিরো এরর' ভোটার তালিকা তৈরি করা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটার তালিকার এই নিবিড় সংশোধন আদতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নতুন করে চাপানউতোর তৈরি করেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, নাম বাদ দেওয়ার এই প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে একপাক্ষিক হতে পারে। অন্যদিকে, কালীঘাটের শাহনগর হাইস্কুল বা যাদবপুরের একে ঘোষ মেমোরিয়াল স্কুলের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অম্লানকুসুম করের মতো অসুস্থ নাগরিকদের আর্তনাদ একটিই— 'আধিকারিকরা বাড়িতে এলে কি খুব ক্ষতি হত?'

প্রশাসনের এই যান্ত্রিক মনোভাবের বলি হচ্ছেন দেশের প্রবীণতম নাগরিকরা, যা গণতন্ত্রের উৎসবে এক কালো ছায়া। মূলত ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে বর্তমান তালিকার সামঞ্জস্য খুঁজতেই এই এসআইআর প্রক্রিয়া। নিয়ম অনুযায়ী, অতি বৃদ্ধ বা শারীরিকভাবে অক্ষমদের জন্য বাড়িতে গিয়ে পরিষেবা দেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে প্রবীণদের স্কুল-কলেজে ছোটানো হচ্ছে। গণতন্ত্রের উৎসবে ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ জরুরি ঠিকই, কিন্তু প্রশাসনের এই যান্ত্রিক মনোভাব প্রবীণতম নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও সম্মানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।

গীতা হাতেও রেহাই নেই, শ্রীঘরে শতদ্রু

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : হাতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নিয়ে আদালতে ঢুকেও শেষরক্ষা হল না ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্তের। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে চরম বিশৃঙ্খলা ও আর্থিক নয়ছয়ের মামলায় রবিবার ফের তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল আদালত। বিচারক তাঁকে আগামী ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন আদালতে সরকারি আইনজীবী শতদ্রুর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক সব অভিযোগ তুলে ধরেন। পুলিশের দাবি, মেসির এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রায় ২৩ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। প্রায় ৩৫ হাজার দর্শক টিকিট কেটেছিলেন, যা থেকে আয় হয়েছিল ১৯ কোটি টাকা। অথচ অব্যবস্থাপনার জেরে ওইদিন যুবভারতীর প্রায় ২ কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়।

তদন্তকারীদের আরও অভিযোগ, সরকারের সঙ্গে চূড়ান্ত অনুমতির আগেই নভেম্বর মাসে তড়িঘড়ি খাবার ও পানীয় সরবরাহকারীদের সঙ্গে চুক্তি সেরে ফেলেছিলেন শতদ্রু, যা বড়সড় ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সরকারি আইনজীবী তাঁকে 'প্রভাবশালী' হিসেবে দেগে দিয়ে বলেন, মেসিকে যিনি আনতে পারেন তাঁর পক্ষে তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করা অসম্ভব নয়। এমনকি বিমানবন্দরে পালানোর সময় তাঁকে ধরা হয়েছিল বলেও আদালতে জানানো হয়। পাল্টা শতদ্রুর আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেল অসুস্থ এবং বিধাননগর পুলিশের ছাড়পত্র নিয়েই সব কাজ হয়েছিল। সওয়াল-জবাবের মাঝে ফুটবলের মেজাজে তিনি বলেন, 'আমার মক্কেল ৩-০ গোলে এগিয়ে আছেন।' পালটা সরকারি আইনজীবী টিপ্পনী কেটে বলেন, 'উনি আসলে তিনটে গোল খেয়ে বসে আছেন!' দু'পক্ষের দীর্ঘ বাদানুবাদের পর শেষ পর্যন্ত জেল হেপাজতেই ঠাঁই হল শতদ্রুর।

সংঘ-স্তুতিতে দিগ্বিজয়ের সমর্থনে শশী

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর : ১৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবসের সন্ধিক্ষণে কংগ্রেসের অন্দরে আদর্শগত সংঘাত প্রকাশ্যে চলে এল। প্রবীণ নেতা দিগ্বিজয় সিংয়ের আরএসএস ও বিজেপির 'সাংগঠনিক শক্তি'র প্রশংসাকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করলেন তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুর। সরাসরি দিগ্বিজয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থারুর দাবি করেছেন, কংগ্রেসের বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং কঠোর অনুশাসন বজায় রাখার কোনও বিকল্প নেই।

শনিবার দিগ্বিজয় সিং এক্সে লালকৃষ্ণ আদবানি ও নরেন্দ্র মোদির একটি পুরোনো ছবি পোস্ট করে দাবি করেন, সংঘ ও বিজেপির নীচুতলার কর্মী থেকে নেতৃত্বে উঠে আসার সাংগঠনিক প্রক্রিয়াই তাদের শক্তির আসল চাবিকাঠি। যদিও পরে তিনি স্পষ্ট করেন যে, তিনি আরএসএসের আদর্শের ঘোর বিরোধী। রবিবার শশী থারুর দিগ্বিজয়কে সমর্থন করে বলেন, 'আমরা বন্ধু, আমাদের মধ্যে কথা হওয়া স্বাভাবিক। যে কোনও রাজনৈতিক দলের জন্য শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক শক্তি অত্যন্ত জরুরি। আমাদের ১৪০ বছরের ইতিহাস থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।' থারুরের মন্তব্য কার্যত দলের বর্তমান নেতৃত্বের কর্মপদ্ধতি নিয়ে এক ধরনের 'সতর্কবার্তা' হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহল।

তবে এই ইস্যুতে কংগ্রেসের অন্দরে স্পষ্ট বিভাজন দেখা গিয়েছে। দলের মিডিয়া সেলের প্রধান পবন খেরা কড়া ভাষায় জানিয়েছেন, আরএসএসের কাছ থেকে কংগ্রেসের কিছুই শেখার নেই। তিনি বলেন, 'গডসের আদর্শে বিশ্বাসী সংঘের থেকে মহাত্মা গান্ধির তৈরি কংগ্রেসের কী শেখার থাকতে পারে?'

পরিস্থিতি সামাল দিতে রবিবার ময়দানে নেমেছেন রাজস্থানের নেতা শচিন পাইলট। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ। আমাদের দলে প্রত্যেকের নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার আছে। সকলের লক্ষ্য খাড়গে ও রাহুল গান্ধিকে শক্তিশালী করা।'

জামায়েতের সঙ্গেই জোট এনসিপি'র

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর : যা রটে, তার কিছুটা তো বটে — তবে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতি বলছে, যা রটেছিল তার পুরোটাই ধ্রুব সত্য। ২০২৪-এর জুলাইয়ে যে ছাত্র আন্দোলনের গর্জন ঢাকাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, আজ ২০২৫-এর শেষে এসে সেই আন্দোলনের ফসল 'ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি'-র কপালে সেঁটে গেল কট্টরপন্থী জামায়েতে ইসলামির স্ট্যাম্প। আগামী বছরের সাধারণ নির্বাচনের আগে জামায়েতের সঙ্গে এনসিপি-র এই জোট কি কেবলই নির্বাচনী সমীকরণ? নাকি শুরু থেকেই এই ছাত্র আন্দোলনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ছিল ছাত্র শিবিরের ক্যাডাররা? উত্তরটা এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

রবিবার জামায়েতের আমির শফিকুর রহমান যখন ঘোষণা করলেন যে নাহিদ ইসলামের এনসিপি তাঁদের জোটে শামিল হয়েছে, তখন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেরই মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই পুরনো সতর্কতা। হাসিনাবিরোধী ক্ষোভকে হাতিয়ার করে যে 'জেনারেশন জেড' বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তাদের আসল চালিকাশক্তি যে মওদুদিবাদের আদর্শ— তা আজ প্রমাণিত।

নাহিদ ইসলামের এই সিদ্ধান্তে এনসিপি-র অন্দরেই গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। তনুভা জাবিন বা মীর আরশাদুল হকের মতো নেতারা ইস্তফা দিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁদের মতে, যে আদর্শের কথা বলে ছাত্রদের রাজপথে নামানো হয়েছিল, জামায়েতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেই আদর্শের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা হল। কিন্তু দলের ভেতরের রিপোর্ট বলছে, ১৭০ জনেরও বেশি কেন্দ্রীয় নেতা এই জোটের পক্ষেই সওয়াল করেছেন। অর্থাৎ, জামায়েতের প্রতি এই 'টান' কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিনের সুপ্ত পরিকল্পনার বহিঃপ্রকাশ।

আসন ভাগাভাগির দর কষাকষি সূত্রের খবর, প্রথমে ৫০টি আসন দাবি করলেও শেষ পর্যন্ত ৩০টি আসনেই রফা করতে চলেছে এনসিপি। রাজনৈতিক মহলের রসিকতা— যে ছাত্ররা দেশ সংস্কারের নামে অন্তর্বর্তী সরকারের স্টিয়ারিং ধরেছিল, আজ তারা জামায়েতের বি-টিম হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নেমেছে। আব্দুল কাদেরের মতো ছাত্রনেতারা আক্ষেপ করে বলছেন, 'এনসিপি কার্যত জামায়েতের জঠরে বিলীন হয়ে গেল।' তরুণ প্রজন্মের রাজনীতির কবর খুঁড়ে দেওয়া হল এই আঁতাতের মাধ্যমে।

মনে রাখতে হবে, এই এনসিপি-র নেতারা সম্প্রতি ভারত বিরোধী উস্কানিমূলক মন্তব্য করতেও ছাড়েননি। হাসনাত আবদুল্লাহর মতো নেতারা ভারতের 'সেভেন সিস্টার্স'-এ অস্থিরতা তৈরির হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। ১৯৭১-এর পরাজয় আর পঁচাত্তরের মানসিকতার উত্তরাধিকারী এই জামায়েতপন্থীদের সঙ্গে এনসিপি-র মিলন আসলে এক বিপজ্জনক সংকেত।

চর্চায় জেন জেড

জুলাই অভ্যুত্থানের সময় থেকেই অভিযোগ উঠছিল যে সাধারণ ছাত্রদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আসলে জমি শক্ত করছিল শিবির ও জামায়েত। আজ যখন মুহাম্মদ ইউনূসের তথাকথিত 'আশীর্বাদপুষ্ট' দলটি জামায়েতের আঁচল ধরল, তখন আর কোনও সংশয় রইল না। বাংলাদেশের তরুণদের আবেগকে ব্যবহার করে ক্ষমতার অলিন্দে ইসলামপন্থীদের পুনর্বাসন দেওয়ার এই খেলা আজ আর কোনো গোপন ষড়যন্ত্র নয়, বরং এক রূঢ় বাস্তবতা।

অপারেশন সিঁদুরে ফের মোদির জয়গান

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর : চলতি বছরের শেষ রবিবাসরীয় 'মন কি বাত'-এর ১২৯তম পর্বে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০২৫-এ কেন্দ্রের সাফল্যের খতিয়ান দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এই বছরটি ভারতের জন্য আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় গৌরবের বছর হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' 'অপারেশন সিঁদুর'-এর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে গর্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। আধুনিক ভারত যে নিজের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনও আপস করে না, বিশ্ব তা স্পষ্টভাবে দেখেছে।' মোদি জানান, অপারেশন সিঁদুরের সময় বিশ্বজুড়ে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যেও মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আবেগের ছবি ফুটে উঠেছিল।

প্রয়াত সাংবাদিক

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : প্রয়াত হলেন সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক জ্যোতির্ময় দত্ত। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। রবিবার ভোরে কলকাতায় তিনি মারা যান। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু ও সাহিত্যিক প্রতিভা বসুর কন্যা মীনাক্ষী দত্ত। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু। দ্য স্টেটসম্যান সহ বেশ কিছু সংবাদপত্রে তিনি কাজ করেছেন। 'কলকাতা' নামের সাময়িক পত্রের সম্পাদক হিসেবে তাঁর খ্যাতি গড়ে ওঠে। '৭০-এর দশকের শেষদিকে ওই পত্রিকায় জরুরি অবস্থা ও তার সূত্রে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সমালোচনা করায় তিনি রাজরোষে পড়েন। কিছুদিন পালিয়ে থাকার পর পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ছয় মাস প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি ছিলেন তিনি।

ব্রাত্য কংগ্রেস

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : বাম ও আইএসএফের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশাতেই প্রদেশ কংগ্রেস। সিপিএম ও আইএসএফের সঙ্গে জোট নিয়ে কথাবার্তা হলেও কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের কোনও পক্ষেরই কোনওরকম আলোচনা হয়নি। রবিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'আইএসএফের প্রস্তাব নিয়ে এখনই চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে না। সিপিএমের সঙ্গেও কথা হয়নি। এই বিষয়ে আগে দলে সিদ্ধান্ত হবে।' সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও একই কথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নামে ভুয়ো বিজ্ঞাপন

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ও ছবি ব্যবহার করে ভুয়ো সরকারি ঋণের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অভিযোগ উঠল। এই নিয়ে সতর্ক করল রাজ্য পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, এই ধরনের কোনও ঋণপ্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ঘোষিত বা অনুমোদিত নয়। ততক্ষণাৎ, সিবিল ছাড়া, সরকার অনুমোদিত ঋণের মতো কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে ভুয়ো বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাতে ক্লিক করলে সমস্ত তথ্য হাতিয়ে নিয়ে টাকা দাবি করা হচ্ছে। তাই বিপদে পড়লে পুলিশের তরফে সাইবার অপরাধ হেল্পলাইন ১৯৩০ নম্বরের কথা জানানো হয়েছে।

আটক হুমায়ুন-পুত্র

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : ভরতপুরের সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাড়িতে পুলিশি হানায় উত্তপ্ত হল মুর্শিদাবাদের রাজনীতি। হুমায়ুনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীকে মারধরের অভিযোগে তাঁর শক্তিপুরের বাড়িতে হানা দিয়ে হুমায়ুনের ছেলে গোলাম নবি আজাদ ওরফে রবীনকে আটক করে পুলিশ। তারপরেই বহরমপুর স্তব্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন হুমায়ুন। পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

অভিযোগ, হুমায়ুনের ব্যক্তিগত রক্ষী জুম্মা খানকে মারধর করেছেন তাঁর ছেলে। তিনি শক্তিপুর থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, ছুটি চাওয়ায় তাঁকে মারধর করেছেন রবীন। এরপরেই পুলিশকর্মীকে মারধরের জন্য হুমায়ুনের বাড়িতে যায় পুলিশ। তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আটক করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে এবং হুমায়ুনের বাড়ি ও অফিসের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পালটা অভিযোগ অস্বীকার করে সাসপেন্ডেড বিধায়কের দাবি, 'আমার অফিস ঘরে ঢুকে আমাকে মারতে গিয়েছিল ওই নিরাপত্তারক্ষী। তাই আমার ছেলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। প্রয়োজনে প্রমাণ হিসেবে সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে।' পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'পুলিশ সুপারকে বলব, মুর্শিদাবাদকে অশান্ত করবেন না। প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ পুলিশ যেন না করে।' এসডিপিও জানান, কর্তব্যরত পুলিশকর্মীকে মারধরের ঘটনায় তদন্ত করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা পরিতোষ ভৌমিক - কে

27.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 90E 06193 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকা জেতার মাধ্যমে আমি দায়িত্বশীল এবং কৃতজ্ঞ হওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করছি, বিশেষ করে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে। ডিয়ার লটারি অনেক মানুষের জীবন উন্নত করতে সাহায্য করেছে, এজন্য ডিয়ার লটারি আর নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

দুর্গাঙ্গনের স্থান বদলে ধর্মীয় ইঙ্গিত শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : দিঘার জগন্নাথ ধামের পর নিউটাউনে 'দুর্গাঙ্গন' প্রকল্প নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মেগা প্রকল্পের শিলান্যাস করার কথা থাকলেও, তার ঠিক আগের রাতেই জমি বিতর্ক উসকে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের আপত্তিতে তড়িঘড়ি প্রকল্পের জায়গা বদল করতে বাধ্য হয়েছে নবান্ন। তবে নবান্ন সূত্রে খবর, সোমবার নিউটাউন বাস স্ট্যান্ডের ঠিক বিপরীতে, অ্যাকশন এরিয়া-ওয়ানে প্রায় ১৭ একরেরও বেশি জমিতে এই প্রকল্পের সূচনা হবে। এবারও হিডকোই দুর্গাঙ্গন নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছে। প্রশাসনিক কর্তাদের মতে, ভবিষ্যতে এই প্রকল্প রাজ্যের অন্যতম বড় পর্যটন ও সাংস্কৃতিক আকর্ষণ কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

প্রায় ১৫ একর জমির ওপর ২৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের বৃহত্তম 'দুর্গাঙ্গন' তৈরির কথা ছিল। হিডকো ইতিমধ্যেই সেখানে মাটি ভরাট ও মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু শুভেন্দুর দাবি, অধিগৃহীত ওই জমির একাংশের মালিক ছিলেন স্থানীয় মুসলিমরা। সরকারি জমিতে হিন্দু ধর্মীয় প্রকল্প নির্মাণ নিয়ে তাঁরা আপত্তি তোলায় বিপাকে পড়ে প্রশাসন।

আজ শিলান্যাস

বিরোধী দলনেতা এক্সে কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'আসলে মাননীয়ার সময় খারাপ। সামনেই ২০২৬-এর বিধানসভা ভোট, তাই হিন্দু সাজতে গিয়ে মুসলিম ভোট-ব্যাঙ্ক চটানোর ঝুঁকি নিতে পারছেন না তিনি। ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা হয়েছে তাঁর।' শুভেন্দুর দাবি অনুযায়ী, প্রকল্পের স্থান এখন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিউটাউন বাসস্ট্যান্ডের পাশের একটি শিল্প-জমিতে। রাজনৈতিক লড়াইয়ের নতুন রণক্ষেত্র রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দিঘার জগন্নাথ মন্দির বা শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দিরের মতো প্রকল্পগুলো আসলে বিজেপির 'হিন্দুত্ব' তাসকে টেক্কা দেওয়ার কৌশল। কিন্তু নিউটাউনের এই জমি বিতর্ক তৃণমূলের 'ধর্মীয় সমন্বয়'-এর ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২২০ সংখ্যা, সোমবার, ১৩ পৌষ ১৪৩২

ভারতের কানা মামা

পাকিস্তান বরাবরই ভারতবিরোধী। কিন্তু বাংলাদেশ যে কোনওদিন ঘোর ভারতবিরোধী হয়ে যাবে, কেউ কখনও ভাবতে পেরেছিলেন? পারেননি। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে ইন্দিরা-মুজিব সখ্যের সৌজন্যে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে গড়ে ওঠা সৌভ্রাতৃত্ব নানা টানাপোড়েন সত্ত্বেও এই সেদিন পর্যন্ত ছিল নিরবচ্ছিন্ন। সদ্য তাতে বিঘ্ন ঘটেছে।

বাংলাদেশে তাণ্ডব চলছে মৌলবাদীদের। হিন্দুদের মেরে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোনও ভারতীয় সেদেশে নিজের নাগরিকত্বের পরিচয় দিতে ভয় পাচ্ছেন। ভয় পাচ্ছেন হিন্দু বলে পরিচয় দিতে। পরিস্থিতি এত ঘোরালো হয়েছে ২০২৪-এর ৫ অগাস্ট প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার থেকে।

মাঝে কিছুদিন বিএনপি'র শাসন থাকলেও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে হাসিনার দল আওয়ামী লিগ ছিল ভারতের বড় ভরসা। জুলাই গণ অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস সেই আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ করেছেন। ফলে ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনও সুযোগ আর নেই।

আওয়ামী লিগের সভাসমাবেশ সহ যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ, এমনকি ফেসবুকের মতো সমাজমাধ্যমে প্রচারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বাংলাদেশ সরকার। ফলে সেদেশে আওয়ামী লিগের মতো একনিষ্ঠ ভারতবন্ধু বলতে এই মুহূর্তে আর কোনও রাজনৈতিক দল নেই। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির (বিএনপি) জমানায় ঢাকার সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্ক ছিল চলনসই। তবে সেটা কখনও হাসিনা জমানার মতো নয়।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বেশ কিছুকাল ধরে সংকটজনক। এই পরিস্থিতিতে খালেদা-পুত্র তথা বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডনে দীর্ঘ সতেরো বছরের নির্বাসন কাটিয়ে সদ্য ঢাকা ফিরেছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস নিজের প্রভাব খাটিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সবক'টি মামলা প্রত্যাহার করিয়েছেন।

বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায় আভাস মিলছে, এই মুহূর্তে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বিএনপি'র জয় একরকম সুনিশ্চিতই। এতদিন বিএনপি'র বাঁধাধরা জোটসঙ্গী ছিল জামায়াতে ইসলামি। কিন্তু এবারের ভোটে কট্টর মৌলবাদী জামায়াতের হাত ছেড়ে নিজের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে খালেদা জিয়ার দল। ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গেই গণভোট হবে 'জুলাই সনদ'-এরও।

ইতিমধ্যে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামি- দুই দলের প্রার্থী বাছাইপর্ব মোটামুটি চূড়ান্ত। তবে এখনও পর্যন্ত জোট চিত্র খুব পরিষ্কার নয়। কিন্তু সম্ভাব্য তিন জোটের তৎপরতা লক্ষণীয়। প্রথমত, জামায়াতে ইসলামির নেতৃত্বে ধর্মভিত্তিক আট দলের জোট। দ্বিতীয়ত, বিএনপি'র নেতৃত্বে গণ অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী কয়েকটি দলের জোট। তৃতীয়ত, গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অন্য কয়েকটি দল। তবে এই দলগুলির মধ্যে এনসিপি এখন জামায়াতে ইসলামির সঙ্গে জোটের চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে, গণ অধিকার পরিষদের মতো দলের বিএনপি ঘনিষ্ঠতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামি অবশ্য বিএনপিকে পুরোনো জোটসঙ্গী সম্বোধন করে তারেকের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের চোখে বেগম খালেদার দল বিএনপি মন্দের ভালো। কেননা, আওয়ামী লিগের অবর্তমানে বিএনপি এখন সব ধর্মের মানুষের স্বার্থ রক্ষার বার্তা দিচ্ছে।

দেশে ফিরে তারেকের মুখে সেই বার্তা শোনা গিয়েছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট বিএনপি'র কার্যকলাপের প্রতি নজর রেখে চলছে নয়াদিল্লি। অন্যদিকে, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির প্রবল বিক্ষোভ সত্ত্বেও ভারতের সর্বত্র বাংলাদেশের দূতাবাস ও উপ-দূতাবাসগুলিকে সুরক্ষিত রাখতে সচেষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু গোটা বাংলাদেশে মৌলবাদীরা যেভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে, তা খুব উদ্বেগজনক। এই অবস্থায় শেষপর্যন্ত তারেক মৌলবাদীদের দিকে ঝুঁকে পড়লে তা ভারতের পক্ষে যথেষ্ট বিড়ম্বনার হবে। কথায় আছে, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। বিএনপি যেন এখন ভারতের কাছে কানা মামা।

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

-ভগবান

সেলুলয়েডে মগজধোলাইয়ের 'ধুরন্ধর' চাল

আদিত্য ধর পরিচালিত ছবি 'ধুরন্ধর' কেবল একটি বাণিজ্যিক সফল ছবি নয়, এটি রাজনৈতিক প্রচারের এক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রও।

সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়

একসময় বলিউডের রুপোলি পর্দা ছিল প্রেম-বিরহ, পারিবারিক টানাপোড়েন কিংবা কাল্পনিক বীরত্বের আঁতুড়। কিন্তু গত এক দশকে সেই চেনা ছবিটা আমূল বদলে গিয়েছে। আজকের মাল্টিপ্লেক্স কেবল বিনোদনের জায়গা নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে এক জটিল রাজনৈতিক 'যুদ্ধক্ষেত্র'। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে লক্ষ করলে দেখা যাচ্ছে, ভারতের মূলধারার চলচ্চিত্র জগৎ এবং বলিউডের নাড়িনক্ষত্র সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করছে এক বিশেষ রাজনৈতিক শক্তি। দেশপ্রেম এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের কড়া মশলায় এমন কিছু আখ্যান বা ন্যারেটিভ পরিবেশন করা হচ্ছে, যা সরাসরি শাসকদলের রাজনৈতিক দর্শনকে পুষ্ট করে। এই ধারায় 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস', 'দ্য কেরালা স্টোরি' কিংবা অতি সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর পর এবার বক্স অফিস কাঁপাতে হাজির হয়েছে আদিত্য ধর পরিচালিত ছবি 'ধুরন্ধর'। কিন্তু 'ধুরন্ধর' কেবল একটি বাণিজ্যিক সফল ছবি নয়, এটি প্রচারের এক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র। দেখা যাক, কেন এই ছবিটি অন্য সব 'অ্যাজেন্ডা' সিনেমাকে ছাপিয়ে গেল, আর কেনই বা একে ঘিরে ঘনীভূত হচ্ছে রাজনৈতিক বিতর্কের মেঘ।

স্থূল প্রচার বনাম শৈল্পিক মগজধোলাই

বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' বা অনুরূপ ছবিগুলি নিয়ে যখনই চর্চা হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা স্থূল প্রচারধর্মী বলে সমালোচিত হয়েছে। সেগুলোর নির্মাণশৈলী বা চিত্রনাট্য অনেক সময় এতটাই একপেশে ছিল যে, সাধারণ দর্শক সেগুলোকে 'রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা' হিসেবে সহজেই চিহ্নিত করতে পেরেছেন। কিন্তু 'ধুরন্ধর' এখানে এক অনন্য উচ্চতায় দাঁড়িয়ে। এই ছবির বড় শক্তি হল এর পেশাদারিত্ব। রণবীর সিং-এর মতো সুপারস্টার এবং অক্ষয় খান্নার মতো পোড়খাওয়া অভিনেতার উপস্থিতি ছবিটিকে এক অনবদ্য বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছে। ছবির মেকিং এতটাই নিখুঁত এবং টানটান উত্তেজনায় ঠাসা যে, দর্শক যখন অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে থাকেন, তখন তিনি নিজের অজান্তেই ছবির ভেতরকার রাজনৈতিক দর্শনকেও সত্য বলে মেনে নিতে শুরু করেন। এখানেই 'ধুরন্ধর'-এর সাফল্য। এটি আপনাকে বিনোদন দেবে ঠিকই, কিন্তু সেই বিনোদনের আড়ালে আপনার মগজে ঢুকিয়ে দেবে এক নির্দিষ্ট বয়ান।

শত্রুর ডেরায় 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'

সাধারণত স্পাই-থ্রিলার বলতে আমরা দেখি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আন্ডারকভার এজেন্টদের দৌড়াদৌড়ি। কখনও দিল্লি, কখনও করাচি, কখনও কাঠমাণ্ডু- ক্যামেরা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু 'ধুরন্ধর' এই চিরাচরিত ধারা ভেঙেছে। ছবিটির সিংহভাগ অংশজুড়ে রয়েছে পাকিস্তান। করাচির লিয়ারি অঞ্চলের অন্ধকার গলি, মাদক মাফিয়াদের সাম্রাজ্য এবং দাউদ ইব্রাহিমের আদলে তৈরি খলনায়কদের ডেরা—পুরো খেলাটাই যেন 'অ্যাওয়ে ম্যাচ'। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বারবার যাতায়াত না করে চিত্রনাট্যটি মূলত শত্রুর ডেরায় বসেই সাজানো হয়েছে। এই যে 'শত্রুর ঘরে ঢুকে মারা'র মানসিকতা—যা বর্তমান কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিদেশনীতির অন্যতম প্রধান 'অলংকার' হিসেবে বিজ্ঞাপিত হয়—তাকেই সেলুলয়েডে অত্যন্ত যত্ন সহকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ইতিহাসের সুবিধাজনক ব্যবচ্ছেদ

ছবিটি শুরু হয় ১৯৯৯ সালের কান্দাহার বিমান অপহরণ কাণ্ড দিয়ে। মনে রাখতে হবে, সেই সময় কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, কান্দাহার কাণ্ডে কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তি দেওয়া বা ভারতের গোয়েন্দা ব্যর্থতার দায় তৎকালীন সরকারের ওপর সেভাবে চাপানোই হয়নি। ছবিতে অজয় সান্যালের (যাঁর চরিত্রটি বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের আদলে তৈরি) অসহায়তা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে দায়ী করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সরকারের নীতিগত ব্যর্থতার দিকে আঙুল তোলা হয়নি।

ঠিক উলটো চিত্র ফুটে ওঠে ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার (২৬/১১) বর্ণনায়। ছবিতে সরাসরি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, তৎকালীন ইউপিএ সরকার গোয়েন্দা তথ্য থাকা সত্ত্বেও কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আখ্যানে অত্যন্ত সুকৌশলে এটা বোঝানো হয়েছে যে, তৎকালীন ভারত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে প্রত্যাঘাত থেকে বিরত ছিল। অর্থাৎ, ইতিহাসের এক অদ্ভুত পুনর্লিখন এখানে চলছে। যেখানে নিজের দলের সময়কার ব্যর্থতাকে 'অসহায়তা' বলে চালানো হচ্ছে, আর বিরোধী শিবিরের সময়কার ঘটনাকে 'কাপুরুষতা' বা 'বিদেশি প্রভুদের দাসত্ব' হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে। ভোটারদের মনে পূর্ববর্তী সরকারের প্রতি ঘৃণা তৈরি করার এর চেয়ে সহজ পথ আর নেই।

এই ছবির নির্মাণে এক অদ্ভুত দ্বিচারিতা লক্ষ করা যায়। ছবির চিত্রনাট্যে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী কিংবা গোয়েন্দা প্রধানদের ক্ষেত্রে কাল্পনিক নাম ব্যবহার করা হয়েছে যাতে কোনও আইনি জটিলতা বা বিতর্ক এড়ানো যায়। কিন্তু ঠিক উলটো ছবি দেখা যায় পাকিস্তানের ক্ষেত্রে। সেখানে কোনও রাখঢাক নেই। বেনজির ভুট্টো, আসিফ আলি জারদারি কিংবা ইমরান খানের মতো শীর্ষ পাকিস্তানি নেতাদের নাম ও ছবি কোনও রকম ছদ্মনাম ছাড়াই সরাসরি ব্যবহার করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক কূটনীতির তোয়াক্কা না করে, ছবির নির্মাতারা খুব সচেতনভাবেই একতরফা বিদ্বেষের বয়ান তৈরি করতে চেয়েছেন।

নোটবন্দির বিচিত্র সাফাই

ছবির সবচেয়ে বিতর্কিত এবং রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ মোড় হল 'নোটবন্দি' বা ডিমানিটাইজেশনের সমর্থনে এক কাল্পনিক আখ্যান। ২০১৬ সালের সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের সুফল নিয়ে দেশের শীর্ষ অর্থনীতিবিদদের মধ্যেই যখন প্রবল সংশয় রয়েছে, যখন সাধারণ মানুষ আজও সেই ঝটকা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তখন 'ধুরন্ধর' যেন সেই ব্যর্থতার ক্ষতে প্রলেপ দিতে মাঠে নেমেছে।

ছবির চিত্রনাট্যে বলা হয়েছে, ইউপিএ জমানার এক প্রভাবশালী মন্ত্রী এবং তাঁর পুত্র ইংল্যান্ড থেকে ভারতীয় ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট ছাপার বিশেষ 'প্লেট' দুবাই হয়ে পাকিস্তানে পাচার করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, জাল নোটের কারবার কেবল পাকিস্তান একা করত না, ভারতের ঘরের ভেতর থেকেই সাহায্য করা হত। প্রশ্ন ওঠে, একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে কারেন্সি প্লেটের মতো অতি সংবেদনশীল জিনিস পৌঁছাল কীভাবে? বাস্তবসম্মত কোনও যুক্তি ছাড়াই ছবিটিতে দাবি করা হয়েছে যে, নোটবন্দি না হলে ভারতের অর্থনীতিকে পাকিস্তান ধ্বংস করে দিত। এটি আসলে মোদি সরকারের অন্যতম সমালোচিত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে 'দেশপ্রেমের কবচ' পরিয়ে বৈধতা দেওয়ার এক মরিয়া চেষ্টা। এর মাধ্যমে মানুষের মনে এই ধারণা গেঁথে দেওয়া হচ্ছে যে, লাইনে দাঁড়িয়ে কষ্ট হলেও তা ছিল 'দেশের সুরক্ষার স্বার্থে'।

রক্তক্ষয় ও সেন্সর বোর্ডের নীরবতা

ভারতীয় সেন্সর বোর্ড বা সিবিএফসি সাধারণত চলচ্চিত্রে সামান্য গালাগালি বা শরীরী প্রদর্শন নিয়েও অত্যন্ত রক্ষণশীল। কিন্তু 'ধুরন্ধর'-এ যে পরিমাণ রক্তক্ষয়, নৃশংসতা এবং বীভৎস হিংসা দেখানো হয়েছে, তা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে নজিরবিহীন। মানুষের মুখ হুক দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা বা মাথার খুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো অতি-রূঢ় দৃশ্যগুলি কীভাবে কোনও বড় কাঁচি ছাড়াই পার পেয়ে গেল, তা রীতিমতো রহস্যজনক। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, তবে কি এই জাতীয়তাবাদী আখ্যান প্রচারের স্বার্থে সেন্সর বোর্ডকে ওপরমহল থেকে বিশেষ 'সফট সিগন্যাল' দেওয়া হয়েছিল? যখন কোনও ছবির মূল লক্ষ্য হয় সরকারের নীতিকে সমর্থন করা, তখন কি আইনের কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল হয়ে যায়?

অপেক্ষায় সিক্যুয়েল : দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ?

'ধুরন্ধর' কেবল একটি ছবিতে থেমে নেই। ঘোষণা করা হয়েছে এর সিক্যুয়েল বা দ্বিতীয় ভাগের কথা, যা ইতিমধ্যে শুট করা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, এই বয়ান তৈরির প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি। মাল্টিপ্লেক্স অন্দরে যখন সাধারণ মানুষ রণবীর সিং-এর পর্দা-কাঁপানো সংলাপ শুনে হাততালি দেন, তখন অলক্ষে তাঁরা একপাক্ষিক রাজনৈতিক সত্যকেও সত্য বলে গ্রহণ করে নেন। এই ছবিগুলো দর্শকদের মনের গভীরে এক নির্দিষ্ট ধরনের 'ভিকটিমহুড' বা বঞ্চনার বোধ গেঁথে দেয়—যেখানে দেখানো হয় যে আগে দেশ নিরাপদ ছিল না, আর এখন ভারত অজেয়।

শিল্প যখন রাজনৈতিক পণ্যে পরিণত হয়, তখন তা আর কেবল শিল্প থাকে না, তা হয়ে ওঠে প্রচারের হাতিয়ার। 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর মতো ছবিগুলি যা সরাসরি করতে চেয়েছিল, 'ধুরন্ধর' তা করল অনেক বেশি মোলায়েম, পেশাদার এবং প্ররোচনামূলক কায়দায়। আর এখানেই লুকিয়ে আছে আসল ভয়ের কারণ। বিনোদন আর প্রচারের সীমারেখা যখন মুছে যায়, তখন ইতিহাস নয়—বরং শাসকদলের তৈরি করা ন্যারেটিভই হয়ে ওঠে একমাত্র সত্য। তাই সিনেমা দেখুন, সবরকম মতাদর্শের সিনেমাই দেখুন। কিন্তু চোখ-কান খোলা রেখে দেখুন। মনে রাখবেন, রুপোলি পর্দার সব বীরত্বই দেশের স্বার্থে হয় না, কখনো-কখনো তা হয় কেবল ব্যালট বক্সের স্বার্থে। মগজধোলাইয়ের এই 'ধুরন্ধর' খেলায় আপনি দাবার ঘুঁটি হবেন, নাকি সচেতন দর্শক—সিদ্ধান্ত আপনার।

(লেখক পেশায় সাংবাদিক)

আজ

২০২২

কিংবদন্তি ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার পেলে প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৪২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা রাজেশ খান্না।

আলোচিত

মানুষ বুঝুক তৃণমূল তাদের পাশে আছে। ভোটারের নাম বাদ দিতে দেয়নি। বিজেপি চেয়েছিল বাদ দিতে। ভালোবাসার পুঁজি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই মানুষের সঙ্গে আছেন। আগামী ৬ সপ্তাহ কোনও শিথিলতা নয়। ওদের কারসাজি বানচাল করতে হবে। তৃণমূলকে ক্ষমতায় আনার দায়ভার বিএলএ-২'দের।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

দোকানে ঢুকে এক ব্যক্তিকে বেধড়ক পেটালেন ২০-৩০ জন তরুণ। মহারাষ্ট্রের থানের ওই দোকানে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রহৃত। আচমকা একদল তরুণ সেখানে এসে তাঁকে কিল, লাথি, চড় মারতে থাকে। চেয়ার ছুড়তেও দেখা যায়।

ভাইরাল/২

ইজরায়েলের দখলে থাকা ওয়েস্টব্যাংকে এক প্যালেস্তিনীয় রাস্তার পাশে নমাজ পড়ছিলেন। এক ইজরায়েলি সেনা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে গাড়ি চাপা দেন। গুরুতর আহত হন প্যালেস্তিনীয়। ঘটনার ভিডিও সামনে আসতেই সেনাকর্মীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

জনমন

জনমত

গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়া ব্লকে সরকারি ডিগ্রি কলেজ চাই

গোয়ালপোখর ব্লকের জনসংখ্যা প্রায় ৩.৫ লক্ষ। অত্যন্ত দুঃখজনক ও বিস্ময়কর হল, স্বাধীনতার ৭৮ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও এই ব্লকে একটি সরকারি ডিগ্রি কলেজ পর্যন্ত স্থাপিত হয়নি। একইভাবে চাকুলিয়া ব্লকেও জনসংখ্যা এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় কোনও সরকারি ডিগ্রি কলেজ নেই। এর ফলে বিশেষ করে মেয়েরা, দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রী, সংখ্যালঘু ও প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে চরম সমস্যার সম্মুখীন। অনেককেই বাধ্য হয়ে ডালখোলা, ইসলামপুর বা রায়গঞ্জের মতো দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত করতে হয়, যা আর্থিক অসামর্থ্য ও নিরাপত্তাজনিত কারণে অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। ফলস্বরূপ বহু শিক্ষার্থী মাঝপথেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছাড়া শিক্ষার অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়া ব্লকে সরকারি ডিগ্রি কলেজ স্থাপন হলে এই অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার ঘটবে, ড্রপআউট কমবে, স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

রাজ্য সরকার, উচ্চশিক্ষা দপ্তর, কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের কাছে আমার আন্তরিক আবেদন, অবিলম্বে গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়া ব্লকে সরকারি ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ করা হোক।

তপনকুমার সিনহা
গোয়ালপোখর, উত্তর দিনাজপুর।

চিঠি পাঠানোয় বাড়তি খরচ

অক্টোবর মাস থেকে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে রেজিস্টার্ড চিঠি পাঠানো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার পরিবর্তে স্পিড পোস্টে পাঠাতে হবে, যার ন্যূনতম খরচ ৫৫ টাকা। যেখানে রেজিস্ট্রির ন্যূনতম খরচ ছিল ২৬ টাকা, সেখানে স্পিড পোস্টে ২৯ টাকা বেশি দিতে হচ্ছে। এমনটা কেন জানা যায়নি।

গত বছর রেজিস্টার্ড পোস্ট ২২ থেকে ২৬ হয়েছিল। এদিকে, গত মাস থেকে চালু হয়েছে যে, পোস্ট অফিসের মাধ্যমে রেজিস্টার্ড বা অন্য কিছু পাঠাতে গেলে খরচ নগদে নয়, দিতে হবে মোবাইলের মাধ্যমে যা অনেকের কাছে বিড়ম্বনা, বিশেষ করে যাঁরা মোবাইলে সড়োগড়ো নয় তাঁদের জন্য সমস্যা।

ডাক বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, দয়া করে বিষয়গুলো দেখুন। ক্ষেত্রবিশেষে নগদে নেওয়ার চেষ্টা হোক এবং রেজিস্টার্ড পোস্ট নিয়মটা আগের মতো চালু থাকুক।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

দেজা ভু : স্মৃতির অভিজ্ঞতায় অদ্ভুত ধাঁধা

জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন মনে হয়, এই দৃশ্য, এই কথোপকথন কিংবা এই ঘটনাটা যেন আগেও হয়েছে।

সাহানুর হক

বছর শেষের ছুটিতে বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রমণে বেরোলে ডুয়ার্সের এক অপরিচিত জায়গায় পৌঁছানোর পর এক বন্ধু আচমকাই বলে ওঠে, 'ভাই, এই জায়গাটা কেন জানি মনে হচ্ছে আগেও এসেছিলাম বোধহয় আমরা'। খুব মনে মনে আমারও তো বেশ কয়েকবার এই ভাবনা এসেছিল। তবুও চুপ থাকি। কারণ আমরা সবাই জানি, সেই জায়গাটায় সকলেই গিয়েছিলাম প্রথমবারের মতো। তাহলে এরকম মনে হওয়ার পিছনে কারণটা কী?

ভাবনার গভীরতায় ডুব দিলে জ্ঞাত হয়, আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন মনে হয়, এই দৃশ্যটা, এই কথোপকথনটা, কিংবা এই ঘটনাটা যেন আগেও হয়েছে। অথচ বাস্তবে আমরা সম্পূর্ণই নিশ্চিত থাকি যে, এটি আমাদের জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই অদ্ভুত মানসিক অনুভূতির সায়েন্টিফিক নাম 'দেজা ভু', যা ফরাসি ভাষায় 'আগেই দেখা' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞান এবং দর্শনের গবেষকরা বহু বছর ধরে এই ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজছেন, কিন্তু এখনও এটি রহস্যের পর্দায় আবৃত থেকে গিয়েছে।

'দেজা ভু'-কে অনেকেই অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক বা পূর্বজন্মের স্মৃতির প্রমাণ বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন। যেখানে কেউ কেউ বলেন, আমাদের আত্মা আগেই এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, আবার কেউবা দাবি করেন এটি 'টেলিপ্যাথি' বা 'ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতার পরিচয়'। কিন্তু বিজ্ঞানের দর্শনে 'দেজা ভু' একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক মানসিক ও স্নায়ুবিক প্রতিক্রিয়া, যা আমাদের স্মৃতি ও মস্তিষ্কের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের প্রত্যেকের মস্তিষ্ক মূলত দুইভাবে স্মৃতি গঠন করে, 'স্বল্পমেয়াদি স্মৃতি' এবং 'দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি'। 'দেজা ভু' ঘটে, যখন কোনও অভিজ্ঞতা প্রক্রিয়াকরণের সময় এই দুই স্তরের মধ্যে সামান্য অসামঞ্জস্য তৈরি হয়। অর্থাৎ, চোখ ও মস্তিষ্ক এক মুহূর্তের জন্য তথ্য প্রক্রিয়াকরণে 'গ্লিচ' তৈরি করলে দৃশ্যটি নতুন হলেও মস্তিষ্ক ভুলবশত সেটিকে পরিচিত হিসেবে নিবন্ধিত করে ফেলে। এই পরিস্থিতিকে আবার 'মুহূর্তকালিক মেমরি শর্টসার্কিট' বলেন অনেকেই।

এছাড়াও, 'দেজা ভু'র সঙ্গে 'হিপোক্যাম্পাস' নামক মস্তিষ্কের একটি অংশ জড়িত, যা আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে স্মৃতি সংগ্রহ ও স্মৃতি মেলানোর কাজ করে। কোনও দৃশ্যের সঙ্গে যদি পূর্বে দেখা দৃশ্যের রূপরেখা বা অনুভূতির সামান্য মিল থাকে, তাহলে মস্তিষ্ক তা 'নতুন' হিসেবে গ্রহণ না করে 'পরিচিত' বলে ভুল করে। যেমন 'একটি পরিজ্ঞাত বাড়ি', 'কোনও পরিচিত কণ্ঠস্বর', 'একটি চেনা রাস্তা'—এগুলো আমাদের অবচেতন মনে সংরক্ষিত হয়ে কোনও একসময় স্মৃতিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে। ফলে সেই মুহূর্তে মনে হয়, 'এটা তো আমি আগেই দেখেছি অথবা করেছি'।

তবে 'দেজা ভু' শুধুই স্মৃতির ত্রুটি বা ভুল কিন্তু নয়। গবেষণা বলছে, যাঁদের স্মৃতি ও কল্পনাশক্তি বেশি, তাঁদের মধ্যে 'দেজা ভু' তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। আবার কখনও ঘুমের ঘাটতি, মানসিক চাপ, শারীরিক ক্লান্তি ইত্যাদিতেও 'দেজা ভু' বৃদ্ধি পেতে পারে। বহু চিকিৎসকের কথায় স্নায়বিক অসুখ 'এপিলেপ্সি'-র রোগীদের মধ্যেও 'দেজা ভু' ঘনঘন দেখা যায়, কারণ তাদের মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক সংকেতের ওঠানামা বেশি হয়। 'দেজা ভু' সেই অর্থে আমাদের স্মৃতির মধ্যেই রহস্যময় একটি ঘটনা। এক্ষেত্রে বলা যায়, আমাদের স্মৃতি সম্পূর্ণই নিখুঁত নয়, বরং এটি এলোমেলো, খণ্ডিত এবং পুনর্গঠিত অভিজ্ঞতারই সমষ্টি। আমরা যা দেখি কেবল তাই মনে রাখি না—তা পুনর্গঠন করি, মিলিয়ে দেখি এবং তারই ভিত্তিতে নতুন অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করে থাকি নিয়মিত।

(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৩০

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। কেটে ফালাফালা করে যার কাজ ৪। ভিক্ষার জন্য ব্যবহৃত পাত্র ৫। পিসির স্বামী পিসেমশাই ৭। যোগ্যতা, সম্পত্তি নিয়ে অতিরিক্ত বড়াই ৮। ইন্দ্রের আর এক নাম ৯। ছড়ার প্রথম সারিতে ডোম যোদ্ধারা ১১। প্রতিবছরের ব্যাপার ১৩। তুঁতপোকা ১৪। ঠকানো ১৫। নিয়ন্ত্রণ করা।

উপর-নীচ : ১। টাকা বা জিনিসের বিনিময়ে নেওয়া অতিরিক্ত অর্থ ২। কটু কথা ৩। যার কোনও স্পষ্ট নির্দেশ নেই ৬। গুরুত্বহীন বা অপ্রয়োজনীয় কোনও কিছু ৯। কথাবার্তা ১০। যিনি গুরুত্বপূর্ণ নথি রক্ষণাবেক্ষণ করেন ১১। গঁদের আঠা মেলে যে গাছে ১২। পদক্ষেপ অথবা গাছ।

সমাধান ■ ৪৩২৯

পাশাপাশি : ১। অষ্টনিধি ৩। আশ্রম ৫। রহস্য ঘন ৭। রসুন ৯। কুনাল ১১। দরদালান ১৪। কাবিল ১৫। নমস্কার।

উপর-নীচ : ১। অজগর ২। ধিক্কার ৩। আলস্য ৪। মলিন ৬। ঘটনা ৮। সুন্দর ১০। লম্বোদর ১১। দমকা ১২। দালাল ১৩। নয়ন।

বিন্দুবিসর্গ

জানুয়ারি

সঞ্জয়ের শাস্তি

২০ জানুয়ারি : আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় আদালত। শিয়ালদা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক ঘটনাটিকে বিরলের মধ্যে বিরলতম মনে করছেন না বলে জানান। এছাড়া, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ৫ মাসের জেলের নির্দেশ দেওয়া হয়।

<< বাংলার 'পদ্মশ্রী'

২৫ জানুয়ারি : চলতি বছরে পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের নয়জন। এঁদের মধ্যে শিলিগুড়ির বাসিন্দা সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ রায় ছাড়াও রয়েছেন গায়ক অরিজিৎ সিং, ঢাকবাদক গোকুলচন্দ্র দাস, নৃত্যশিল্পী-অভিনেত্রী মমতাশংকর, পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ রায়, শিল্পপতি পবন গোয়েঙ্কা, কার্তিক মহারাজ, বিনায়ক লোহানি ও সজ্জন ভজ্জক।

ফেব্রুয়ারি

গ্রামমুখী বাজেট

১২ ফেব্রুয়ারি : লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতা না বাড়লেও রাজ্য বাজেট কার্যত গ্রামমুখীই। গ্রামোন্নয়নে বাজেটের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪৪ হাজার কোটিরও বেশি বরাদ্দ করল তৃণমূলের রাজ্য সরকার। সেই তুলনায় নগরোন্নয়নে বরাদ্দের পরিমাণ সাড়ে ১৩ হাজার কোটিরও কম। শুধু সাধারণভাবে গ্রামীণ উন্নয়নে নয়, ভাগে ভাগে নানা খাতে বরাদ্দেও আছে গ্রামের প্রতি নজর।

মার্চ

>> বাজি বিস্ফোরণ

৩১ মার্চ : দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পাথরপ্রতিমার ঢোলাহাট থানা এলাকার দক্ষিণ রায়পুরে বাজি বিস্ফোরণে একই পরিবারের আটজনের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে চারজন শিশু, যাদের মধ্যে দুজনের বয়স এক বছরেরও কম।

^^ চাকরিচ্যুত ২৬ হাজার

৩ এপ্রিল : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড় ধাক্কা রাজ্য সরকার ও এসএসসির। ২০১৬ সালের গোটা প্যানেল বাতিলের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের ঘোষণা সর্বোচ্চ আদালতের। নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে জানিয়ে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না।

ওয়াকফ নিয়ে রণক্ষেত্র মুর্শিদাবাদ

১২ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদ। ঘরে ঢুকে চলে অত্যাচার। রেল রোকো, পুলিশকে ইটবৃষ্টি। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গ্রাম ছেড়ে নৌকায় চেপে মালদায় এসে আশ্রয় নেন অনেকে। মোতায়েন হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী।

এপ্রিল

<< দিঘায় জগন্নাথ মন্দির

৩০ এপ্রিল : জয় শ্রী রামের পালটা জয় জগন্নাথ। রাজ্য সরকার দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি করে। ৩০ এপ্রিল মন্দির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মে

<< শিক্ষক পেটাল পুলিশ

১৫ মে : আন্দোলনকারী শিক্ষকদের কলার ধরে টেনেহিঁচড়ে বিকাশ ভবন থেকে হটানোর চেষ্টা করা হয়। দফায় দফায় চাকরিহারাদের বিক্ষোভ আন্দোলনে কার্যত অবরুদ্ধ ছিল বিকাশ ভবন। রাত আটটা নাগাদ আটকে পড়া কর্মচারীদের বের করতে পুলিশ 'অ্যাকশনে' নামে। বেধড়ক লাঠিচার্জ শুরু করে তারা। পালটা চাকরিহারারাও তেড়ে যান। গভীর রাত অবধি পরিস্থিতি ঘোরালো থাকে।

জুলাই

ফের ধর্ষণ

১২ জুলাই : ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের কলকাতার জোকা ক্যাম্পাসের হস্টেলে ধর্ষণের অভিযোগ। নির্যাতিতা ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কেউ নন। অভিযুক্ত দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জুন

মিছিল থেকে বোমা

২৩ জুন : বিধানসভার উপনির্বাচনের ভোটগণনার দিন নদিয়ার কালীগঞ্জে মর্মান্তিক ঘটনা। তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় তামান্না খাতুন নামে এক নাবালিকার মৃত্যু হয়।

শিক্ষাঙ্গনে গণধর্ষণ

২৫ জুন : কসবা আইন কলেজে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। নিরাপত্তারক্ষীর ঘরের দরজা বন্ধ করে এক তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয়। হকিস্টিক দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকে।

অগাস্ট

>> কাদা মেখে দৌড় বিধায়কের

২৫ অগাস্ট : সিবিআইয়ের জালে পড়ে ১৩ মাস বন্দি থাকার পর ১৫ মাসের মাথায় ফের গ্রেপ্তার হলেন বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। ইডি আধিকারিকদের বাড়িতে ঢুকতে দেখেই বাড়ির পিছনে পাঁচিল টপকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। ওই সময় নিজের মোবাইল দুটি নর্দমায় ফেলে নিজেও ঝাঁপ দেন। পরে কাদা মাখামাখি অবস্থায় ধরা পড়েন তিনি।

'দাগি'দের তালিকা প্রকাশ

৩০ অগাস্ট : ২০১৬ সালে নিযুক্ত ১৮০৬ জন শিক্ষকের তালিকা প্রকাশ করা হয়। যাঁদের সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত 'দাগি' বা অযোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়। তবে কমিশনের প্রকাশিত ওই তালিকায় দাগিরা কোন বিষয়ের শিক্ষক বা কোন স্কুলে নিযুক্ত ছিলেন তার বিবরণ নেই।

সেপ্টেম্বর

কলকাতায় দুর্যোগ, মৃত ১২

২৩ সেপ্টেম্বর : ৫-৬ ঘণ্টার মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে সৃষ্ট দুর্যোগে জলে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারে স্পৃষ্ট হয়ে কলকাতা সহ সংলগ্ন এলাকায় ২৩ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় ১০ জনের। বাতিল হয় বহু ট্রেন। একাধিক মেট্রো ট্রেনের পরিষেবাও বাতিল করা হয়। কয়েকদিন পর আরও দুজনের মৃত্যু হয়। জলমগ্ন অবস্থার কারণে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অক্টোবর

দুর্গাপুরে ধর্ষণের শিকার ডাক্তারি পড়ুয়া

১১ অক্টোবর : ফের শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ষণ। দুর্গাপুরে এক বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ধর্ষণের শিকার দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া। আরজি কর কাণ্ডের এক বছর পার হতে না হতেই ফের এ ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা করেন নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে।

ডিসেম্বর

বাবরির শিলান্যাস

৬ ডিসেম্বর : বাবরি মসজিদের শিলান্যাস। মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করলেন সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক তৈরি করল।

বঙ্গে মেসি বিভ্রাট

১৩ ডিসেম্বর : তিনদিনের ভারত সফরে মধ্যরাতে কলকাতায় পা রাখলেন 'গোট' লিওনেল মেসি। সঙ্গী ইন্টার মায়ামির দুই সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ ও রডরিগো ডি পল। শনিবার সকালে হোটেল থেকে ভার্চুয়ালি নিজের ৭০ ফুট মূর্তির আবরণ উন্মোচনের পর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পৌঁছালেন ফুটবলের রাজপুত্র। সেই অনুষ্ঠানেই ঘটল বিভ্রাট। গ্যালারির অধিকাংশ জায়গা থেকে মেসিকে স্পষ্ট দেখা না যাওয়ায় ক্ষোভ দর্শকদের। ছোড়া হল জলের বোতল, ভেঙে ফেলা হল চেয়ার। উন্মত্ত জনতা মাঠে ঢোকার আগেই মাঠ ছাড়লেন মেসি। এমন ঘটনার জন্য কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করল অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে। বিশ্বমঞ্চে মুখ পুড়ল ফুটবলের মক্কার। যদিও ওই দিন রাতেই হায়দরাবাদে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হল মেসির অনুষ্ঠান।

আরও আট মাস স্বস্তি

১৮ ডিসেম্বর : আরও কিছুদিনের জন্য নিশ্চিত যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা। ২০২৬-এর অগাস্ট পর্যন্ত তাঁদের বেতন নিশ্চিত করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ার মেয়াদ বাড়াতে আবেদন করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)।

ফিরলেন সোনালি

৫ ডিসেম্বর : মালদার মহদিপুর সীমান্ত হয়ে দেশে ফিরলেন বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া সোনালি খাতুন ও তাঁর ৮ বছরের সন্তান। যদিও তাঁর পরিবারের বাকি চার সদস্য এখনও বাংলাদেশে রয়েছেন।

সাসপেন্ড হুমায়ুন

৪ ডিসেম্বর : হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল। দলবিরোধী কাজের অভিযোগে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জানালেন তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম। vv

অরূপের ইস্তফা

১৬ ডিসেম্বর : ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি অরূপ বিশ্বাসের। তড়িঘড়ি অরূপের ইচ্ছা মঞ্জুর করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতি, 'নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মনে করি। ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর আবেগ ও উদ্দেশ্যকে আমি সাধুবাদ জানাই।'

শিশুর মস্তিষ্ক ভয় নয়, সংযোগ চায়

পৃথিবীর প্রতিটি বাবা-মা চান তাঁদের সন্তান ভালো মানুষ হোক। এই চাওয়ার মধ্যেই থাকে ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ আর ভবিষ্যৎকে ঘিরে নীরব আশা। সেই ভালো চাওয়ার জায়গা থেকেই আমরা সন্তান মানুষ করার পথ খুঁজি এবং সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। অনেকসময় সেই পথ আমাদের নিজের শৈশবের অভিজ্ঞতা আর শেখা অভ্যাস থেকেই তৈরি হয়। তখন ভুল হলে কড়া সুর আসে, বকা হয়, কখনও কঠোরতাও দেখা যায়। আমরা এগুলোকে শাসন বলে বুঝি এবং বিশ্বাস করি, এতে সন্তান ঠিক পথে চলবে। এই বিশ্বাস ইতিহাসের ধারায় বহুদিন ধরে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা ধীরে ধীরে এক নতুন বাস্তবতা তুলে ধরছে। দেখা যাচ্ছে, এই অজান্তে করা শাসন শিশুর আচরণ বদলানোর চেয়ে তার মস্তিষ্কে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। লিখেছেন ইন্ডিজেন ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসাইকোলজি কাউন্সিলের কনসালট্যান্ট সাইকোলজিস্ট **শুভাশিস দত্ত**

প্রথম অভিজ্ঞতায় মস্তিষ্কের গঠন

হার্ভার্ড সেন্টার অন দ্য ডেভেলপিং চাইল্ড বছরের পর বছর ধরে গবেষণা করে দেখিয়েছে, একটি শিশুর মস্তিষ্কের গঠন বা আর্কিটেকচার তৈরি হয় মূলত তার প্রথম দিককার সম্পর্কের অভিজ্ঞতা দিয়ে। গবেষণায় তারা যেটিকে টক্সিক স্ট্রেস ফ্রেমওয়ার্ক নামে ব্যাখ্যা করেছে, সেটি বলছে যদি কোনও শিশু নিয়মিত ভয়, চড়া স্বর, অপমান, তুলনা বা কঠোরতা অনুভব করে, তবে তার মস্তিষ্কের যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যেতে থাকে। আমাদের বাবা-মায়েরা জানতেন না বিষয়টি, তাই তাঁরা ভয়কে একটি শাসন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আজকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিষয়টি সম্পূর্ণ পালটে গিয়েছে - শিশুর মস্তিষ্ক ভয় নয়, সংযোগ চায়।

বাড়ির পরিবেশে নির্ভর শিশুর আচরণ

স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির নিউরোডেভেলপমেন্ট গবেষণা বলছে, জীবনের প্রথম পাঁচ বছরে শিশুর মস্তিষ্কের আশি শতাংশ তৈরি হয়ে যায়। এটিকে তারা এক্সপেরিয়েন্স ডিপেনডেন্ট ব্রেন ফরমেশন বলে। ফিজিওলজি জানায়, মাতৃগর্ভে প্রথম আট মাসে শিশুর মস্তিষ্কের প্রধান গঠনগত বিকাশ ঘটে এবং জন্মের পরের প্রথম কয়েক বছরে সেই গঠন পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পুনর্গঠিত হয়। এই প্রাথমিক পর্যায়ের আবেগগত নিরাপত্তা ভবিষ্যতে সামাজিক আচরণ ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। শিশুর মস্তিষ্ক জন্মের পর থেকে যে পরিবেশ, সুর, আচরণ অনুভব করে - সেটাই তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে জমা হয়। ইউনিসেফের রিপোর্ট জানাচ্ছে, শিশুর আচরণ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের সত্তর শতাংশ নির্ভর করে বাড়ির পরিবেশে। অর্থাৎ আমরা যেমন ঘর বানাই, শিশু তেমন মানুষ হয়ে ওঠে। আমরা যদি ঘর বদলাই, শিশু বদলে যায়।

শিখতে হলে সংযোগ প্রয়োজন

আমাদের বাবা-মায়ের প্রজন্মে যেভাবে বড় হওয়া হয়েছে তার বৈজ্ঞানিক দিকটাও প্রবন্ধে তুলে ধরা প্রয়োজন। দিল্লি ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় উঠে এসেছে, সত্তর থেকে নব্বই দশকের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় উচ্চ নিয়ন্ত্রণ এবং কম আবেগীয় সমর্থন ছিল সাধারণ বিষয়। ফলে আমরা বড় হয়েছি যেখানে চড় থাপ্পড় ছিল স্বাভাবিক, তুলনা ছিল মোটিভেশন, বকা ছিল ভালোবাসা, আর নীরবতা ছিল সংশোধন। এগুলো তাঁদের দোষ ছিল না, কারণ তখন বিজ্ঞানের গবেষণা ছিল সীমিত। কিন্তু আজ এমআইটি হিউম্যান ডাইনামিকস ল্যাব বলছে ভয় আনুগত্য আনতে পারে, কিন্তু শিখতে হলে সংযোগ প্রয়োজন।

শৈশবের শাস্তি থেকে মানসিক সমস্যা

বেইলিস এবং সহগবেষকদের বিএমজে ওপেন জার্নালে প্রকাশিত ২০২৫ সালের একটি বিশাল গবেষণা, যেখানে বিশ হাজারের বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন সেখানে দেখা গিয়েছে, শৈশবে শারীরিক শাস্তি পাওয়া ব্যক্তিদের বড় হয়ে মানসিক সমস্যার সম্ভাবনা এক দশমিক পাঁচ দুই গুণ বেশি। পিটসবার্গ ইউনিভার্সিটির এফএমআরআই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শারীরিক শাস্তি শিশুর অ্যামিগডালাকে সেইভাবে সক্রিয় করে যেভাবে কোনও শারীরিক বিপদ করে। অর্থাৎ শিশুর মস্তিষ্ক বুঝতেই পারে না এটি শাসন নাকি বিপদ, তার মন শুধু ভয় পায়। আমরা যাকে শাসন বলি, বিজ্ঞান তাকে জীবনরক্ষার অ্যালার্ম সিস্টেম বলে।

কথার আঘাতে বহু ক্ষতি

অনেক সময় আমরা ভাবি গায়ে হাত না তুললে কোনও সমস্যা হয় না। কিন্তু কথার মাধ্যমে আঘাত যে আরও গভীর ক্ষত তৈরি করে সেটা গবেষণা বহু আগেই প্রমাণ করেছে। বিএমজে ওপেনের সেই একই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শুধু কথার তির্যকতা, অপমান বা বকা খেলেও মানসিক অস্থিরতার সম্ভাবনা এক দশমিক ছয় চার গুণ বৃদ্ধি পায়। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ভার্বাল অ্যাগ্রেশন স্টাডিতে দেখা গিয়েছে, চড়া গলায় কথা বলা এবং অপমান শিশুর করপাস ক্যালোসাম নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের পুরুত্ব কমিয়ে দেয়, যা মস্তিষ্কের দুই দিককে যুক্ত করে। নিউজিল্যান্ডের দীর্ঘ ৪৫ বছরের ডানেডিন স্টাডি স্পষ্ট বলছে, শারীরিক ও কথার আঘাত একসঙ্গে হলে শিশুর মস্তিষ্কে বহু ধরনের ক্ষতি জমা হতে থাকে। এটি শুধু আচরণ নয়, অ্যাকাডেমিক ফলাফল, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সম্পর্ক সবকিছুকে দুর্বল করে দেয়। একে তারা বলে সমষ্টিগত মানসিক আঘাত, যা দীর্ঘমেয়াদে মস্তিষ্কের ম্যালডেভেলপমেন্টের ঝুঁকি বাড়ায়।

রাগ-চিৎকার যখন বিপদের সংকেত

হার্ভার্ডের আরেকটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, টক্সিক স্ট্রেস নামের এক গভীর বাস্তবতা। নিয়মিত ভয়, বকা, তুলনা শিশুর মস্তিষ্কে স্ট্রেস হরমোন বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেন্দ্র দুর্বল হয়ে যায়। এই চাপের কারণে মস্তিষ্কের উন্নতি বন্ধ হয়ে যেতে পারে, নষ্ট হতে পারে শিখনক্ষমতা। শিশু যখন বুঝে ওঠে না কেন তাকে ভয় দেখানো হচ্ছে, তখন তার মস্তিষ্ক বলে আমি নিরাপদ নই। তখন তার আচরণ হয় কখনও চিৎকার, কখনও চুপচাপ হয়ে থাকা, কখনও রাগ, কখনও বিরক্তি। এগুলো অসভ্যতা নয়, এগুলো হল তার ভেতরের বিপদের সংকেত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং কাইজার পার্মানেন্টের এসিই স্টাডি বলছে, শৈশবের কঠোরতা ভবিষ্যতে নানা শারীরিক রোগও বাড়িয়ে দেয় - ডিপ্রেশন চার গুণ, আত্মহত্যার চেষ্টা সাত গুণ, হৃদরোগ দুই গুণ, আসক্তি তিন গুণ বাড়তে পারে।

প্রসঙ্গ ইতিবাচক প্যারেন্টিং মডেল

হার্ভার্ডের সার্ভ অ্যান্ড রিটার্ন মডেল বলছে, শিশুর প্রতিটি সাড়া পাওয়ার পর বাবা-মা যদি সংযোগ দিয়ে সাড়া দেন তাহলে মস্তিষ্কে স্থিতিশীল স্নায়ুপথ তৈরি হয়। লেস ইনস্ট্রাকশন প্যারালাল প্যারেন্টিং পদ্ধতির মূল নীতিগুলোর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ প্রস্তাবিত রেসপন্সিভ প্যারেন্টিং ধারণার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

অক্সফোর্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডির ভাষায় শিশুর সবচেয়ে প্রয়োজন নিরাপত্তা, উষ্ণ সুর, মনোযোগী উপস্থিতি এবং কোমল নির্দেশনা। এগুলো হলে শিশুর মস্তিষ্কের শান্ত অংশ সক্রিয় হয় এবং শেখার ক্ষমতা বাড়ে। মিনেসোটা ইউনিভার্সিটির গবেষণা বলছে শিশুরা কথার অর্থ ভুলে যায়, কিন্তু আবেগের সুর সারাজীবন মনে থাকে।

শিশুর ব্যথা কথায় নয়, দেহের প্রতিক্রিয়ায় জমে থাকে। প্রিন্সটন মেমরি অ্যান্ড ট্রমা ল্যাব বলেছে শিশুর স্নায়ুতন্ত্র ব্যথাকে ধরে রাখে। স্ট্যানফোর্ডের স্ট্রেস রিকভারি স্টাডি দেখিয়েছে, বাবা-মায়ের আচরণ বদলে গেলে শিশুর মস্তিষ্কের চাপ কমতে শুরু করে। নিউরোপ্লাস্টিসিটি নামের গবেষণা বলছে, যে কোনও বয়সেই মস্তিষ্ক নতুন করে শেখার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ ভুল হতেই পারে, কিন্তু পরিবর্তন সম্ভব।

নিরাপদ শৈশবের গুরুত্ব

এসডিজি বা টেকসই উন্নয়নের তৃতীয় লক্ষ্য স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য শিশুর নিরাপদ শৈশব এবং চতুর্থ লক্ষ্য মানসম্মত শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। উন্নত দেশগুলো যেমন নরওয়ে, ফিনল্যান্ড বা সুইডেন শৈশবের অভিজ্ঞতাকে জাতির ভবিষ্যৎ ধরে নিয়ে নীতি তৈরি করেছে। সেখানে স্কুলের আগে ঘরের পরিবেশই সবচেয়ে গুরুত্ব পায়। তারা শিখেছে শৈশবের নিরাপত্তাই জাতিকে গড়ে তোলে।

এবার আসা যাক আমাদের নিজেদের দিকে। আমরা অনেকেই শাসনকে শৃঙ্খলা মনে করি এবং পরে বুঝলেও আত্মরক্ষার জন্য শাসনের যুক্তি দিয়ে ফেলি। আসলে আমরা অজান্তেই সেই পুরোনো সমাজ ব্যবস্থার ছাপ বহন করে চলি। কিন্তু আজ বিজ্ঞান যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে যে কঠোরতা নয়, সম্পর্কই মানুষকে গড়ে তোলে। শিশুরা আমাদের কথা নয়, আমাদের মনের অবস্থা অনুভব করে। তাদের মস্তিষ্ক আমাদের চোখের নিরাপত্তা দেখে শেখে। তারা ভয় পেলে দূরে সরে যায় আর নিরাপত্তা পেলে ফুলের মতো ফুটে ওঠে।

আমরা যদি আজ সিদ্ধান্ত নিই যে, শাসনের নামে আর কোনও আঘাত দেব না, সে আঘাত শারীরিক হোক বা মানসিক, তাহলে শুধু একটি শিশুই নয়, বদলে যেতে পারে তিন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। এই পরিবর্তন শুরু হবে বাইরে থেকে নয়, শুরু হবে আমার এবং আপনার ভেতর থেকেই। আসুন, আজ থেকেই আমরা বদলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।

ক্যানসার চিকিৎসায় নয়া অ্যান্টিবডি থেরাপি

সম্প্রতি একটি ক্লিনিকাল ট্রায়ালের অন্তর্বর্তী ফলাফলে দেখা গিয়েছে, ইমিউন এবং ক্যানসার সেল-টার্গেটিং অ্যান্টিবডি থেরাপি রক্তকণিকার অবশিষ্টাংশ মারাত্মক ক্যানসার কোষ, মাল্টিপল মাইলোমা নির্মূল করতে পারে।

এই ট্রায়ালে ১৮ জন রোগী অংশ নিয়েছিলেন, যাঁরা অ্যান্টিবডি লিনভোসেলটাম্যাব সহ ছয়টি পর্যায় পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়েছিলেন। তাঁরা আধুনিক ও কার্যকর চিকিৎসা পেয়েছিলেন যাতে তাঁদের টিউমারের প্রায় ৯০ শতাংশ নষ্ট করা গিয়েছিল বলে জানান গবেষকদলের প্রধান ডিকরান কাজানডিজান।

এই ট্রায়ালের প্রাথমিক সাফল্য অনুযায়ী, লিনভোসেলটাম্যাব একটি বাই-স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি যা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট এড়াতে সাহায্য করে। এই সমীক্ষার ফলকে গবেষকরা অত্যন্ত প্রভাবশালী বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, এই চিকিৎসাপদ্ধতিতে দীর্ঘস্থায়ী মাইলোমা কোষের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া রোগীদের ভবিষ্যতের জন্য ভালো লক্ষণ হতে পারে। তবে নয়া থেরাপি কয়েক বছর এই মারণ রোগকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেও এর ফিরে আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মুখের দুর্গন্ধে হৃদরোগের ইঙ্গিত

মুখের দুর্গন্ধকে প্রায়শই দাঁতের সামান্য সমস্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। অথচ এটি গুরুতর শারীরিক সমস্যা বিশেষত কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজের ইঙ্গিত হতে পারে বলে জানালেন ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ প্রদীপ জামনাদাস। তাঁর গবেষণা ওরাল হাইজিন, ক্রনিক সাইনাস ইনফেকশন এবং হার্টের স্বাস্থ্যের জটিল সংযোগের ওপর জোর দেয়। দাঁতের অযত্নের ফলে মুখে ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়া বেড়ে যায়, যাতে সিস্টেম্যাটিক ইনফ্ল্যামেশন হতে পারে এবং যার প্রভাব পড়ে হৃদযন্ত্রে। তাছাড়া ক্রনিক সাইনাটিস বিশেষত ফাংগাল ইনফেকশন লো-গ্রেড ইনফ্ল্যামেশনের কারণ হতে পারে, যা করোনারি আর্টারি ডিজিজের ঝুঁকি বাড়ায়। ডাঃ জামনাদাসের মতে, মুখে প্রায়শই সামগ্রিক স্বাস্থ্যের প্রতিফলন দেখা যায়। সেক্ষেত্রে মুখে দুর্গন্ধ হৃদরোগ সংক্রান্ত জটিলতার প্রাথমিক সতর্কতামূলক ইঙ্গিত হতে পারে। তাই মুখের দুর্গন্ধকে হালকাভাবে নেবেন না। অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যান এবং প্রয়োজনীয় যত্ন নিন।

বিঞ্জ-ইটিং ডিসঅর্ডার

আমরা অনেকেই কোনও না কোনও সময় অতিরিক্ত খেয়ে ফেলি। যেমন কোনও উৎসবের সময় স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত খাবার আমরা চেয়ে খেয়ে থাকি। কিন্তু তাই বলে একে বিঞ্জ-ইটিং ডিসঅর্ডার বলা যাবে না। বরং অতিরিক্ত খাওয়াকে তখনই বিঞ্জ-ইটিং ডিসঅর্ডারের লক্ষণ বলে চিহ্নিত করা হবে, যখন আপনার মনে হবে খাওয়াদাওয়া নিয়মিত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং অস্বাভাবিকভাবে বেশি খাচ্ছেন। যাঁরা এমন সমস্যায় ভোগেন, তাঁরা প্রায়ই বিব্রত বোধ করেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা চেষ্টা করেন কম খেতে। কিন্তু তাতে আখেরে লাভ হয় না, বরং খাওয়ার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বাড়তে পারে। সময়মতো চিকিৎসা বিঞ্জ-ইটিং ডিসঅর্ডার নিয়ন্ত্রণ করতে ও ভারসাম্য আনতে সাহায্য করতে পারে।

বিঞ্জ-ইটিং ডিসঅর্ডারের কারণে ওজন বেড়ে যেতে পারে তেমনটা মোটেও নয়, স্বাভাবিকও থাকতে পারে। এর লক্ষণের মধ্যে রয়েছে - খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা, খাওয়া শুরু করলে তা থামানো কঠিন মনে হওয়া। নির্দিষ্ট সময়ে খুব বেশি খাবার খাওয়া, পেট ভরা বা খিদে না থাকা অবস্থায়ও খাওয়া, অতিরিক্ত খাওয়ার সময় খুব দ্রুত খাওয়া, খেতে খেতে পেট ভরার পর হাঁসফাঁস অবস্থা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া, প্রায়ই একা অথবা লুকিয়ে খাওয়া, খাওয়ার পর হতাশা, ঘৃণা, লজ্জা, দুঃখ বা অপরাধবোধে ভোগা।

বিঞ্জ-ইটিং ডিসঅর্ডারের লক্ষণ থাকলে দ্রুত চিকিৎসা করানো উচিত। মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে অনুভূতি ও সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলতে পারেন। আর যদি কোনও প্রিয়জনের এমন লক্ষণ থাকে তাহলে সংবেদনশীলতা বজায় রেখে খোলামেলা ও আন্তরিকভাবে কথা বলুন। মনে রাখবেন, বিঞ্জ-ইটিং ডিসঅর্ডার মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা। এই আচরণ রোগীর দোষ বা পছন্দ নয়।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা- health.uttarbanga@gmail.com

ছোট্ট তারা

সিজার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী সানভি দাস। রবীন্দ্র ভবনে বেসরকারি সংস্থা আয়োজিত গানের লড়াই অনুষ্ঠানে সে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

পিকনিকে প্লাস্টিকের ব্যবহার

অভিযানে বিডিও ● বাজেয়াপ্ত থালা-গ্লাস ● জরিমানা এক ব্যবসায়ীকে

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : প্রশাসনের তরফে সতর্ক করার পরেও তিস্তাপাড়ের পিকনিকে দেদার প্লাস্টিকের ব্যবহার চলছে। রবিবার দুপুরে জুবিলি পার্কে তিস্তাপাড়ে এনিয়ে অভিযানে নামল সদর বিডিও মিহির কর্মকারের নেতৃত্বে বিশেষ টাস্ক ফোর্স। এদিন এক ব্যবসায়ীকে জরিমানা করার পাশাপাশি পিকনিক করতে আসা একাধিক দলের থেকে প্লাস্টিকের থালা, বাটি, গ্লাসও বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেইসঙ্গে এলাকায় যে প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ তাও মাইকে প্রচার করা হয়েছে। এনিয়ে সদর বিডিও বলেন, 'জেলা প্রশাসন থেকে জুবিলি পার্ক সংলগ্ন তিস্তাপাড় পিকনিক স্পট এলাকাকে প্লাস্টিক ফ্রি জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু কিছু ব্যবসায়ী এবং পিকনিক করতে আসা মানুষ সেই সরকারি নির্দেশিকা মানছেন না। এদিন কিছু দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে। নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের গ্লাস, থালা, চায়ের কাপ রাখার জন্য জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও তিস্তার পাড়ে পিকনিক করতে আসা কিছু দলের থেকেও প্লাস্টিকের সামগ্রী আমরা বাজেয়াপ্ত করেছি। এই অভিযান লাগাতার চলবে।'

জুবিলি পার্কের তিস্তাপাড়ে সদর বিডিওর নেতৃত্বে অভিযানে টাস্ক ফোর্স।

জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক পিকনিক স্পটই প্রশাসনের তরফে প্লাস্টিক ফ্রি জোন হিসেবে ঘোষণা হয়েছে। সদর ব্লক প্রশাসন এবং খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে জুবিলি পার্ক এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হয়। এদিন সকাল থেকেই ব্লক প্রশাসনের কর্তারা পুলিশ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে এলাকায় ছিলেন। জুবিলি পার্ক কালী মন্দিরের সামনে পিকনিকের দলগুলির কেউ প্লাস্টিকের থালা, গ্লাস নিয়ে ভেতরে যাচ্ছেন কি না তা দেখতে অভিযান চলে। বিকল্প হিসাবে শালপাতার থালা, মাটির গ্লাস ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তরফে সেসব সামগ্রী বিক্রির জন্য স্টলও খোলা হয়েছে। এদিন বিডিও সাধারণ মানুষকে সচেতন করে প্লাস্টিকের জলের বোতল, চিপসের প্যাকেট, প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ যেখানে-সেখানে না ফেলে নদীর পাড়ে রাখা ডাস্টবিনে রাখতে অনুরোধ করেন।

নজরদারি

- একটি ফাস্ট ফুডের দোকানের সামনে আবর্জনার স্তূপ দেখে ব্যবসায়ীকে কড়া ধমক দেন বিডিও
- এরপর ওই দোকানে অভিযান চালিয়ে কিছু প্লাস্টিকের গ্লাস এবং থালাও বাজেয়াপ্ত করা হয়
- সেইসঙ্গে ওই ব্যবসায়ীকে ৫০০ টাকা জরিমানা করেন বিডিও
- এলাকায় যে প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ তাও মাইকে প্রচার করা হয়েছে
- এছাড়া তিস্তার পাড়ে পিকনিক করতে আসা কিছু দলের থেকেও প্লাস্টিকের সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়েছে

এছাড়া ফাস্ট ফুড এবং চায়ের দোকানেও অভিযান চালানো হয়। একটি ফাস্ট ফুডের দোকানের সামনে আবর্জনার স্তূপ দেখে ব্যবসায়ীকে কড়া ধমক দেন মিহির। এরপর ওই দোকানে অভিযান চালিয়ে কিছু প্লাস্টিকের গ্লাস এবং থালাও বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেইসঙ্গে ওই ব্যবসায়ীকে ৫০০ টাকা জরিমানা করেন বিডিও। জানা গিয়েছে, দু'দিন আগে ওই ব্যবসায়ীকে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও নির্দেশ না মানায় এদিন জরিমানার মুখে পড়তে হয়েছে ওই ব্যবসায়ীকে। এদিন পিকনিকে আসা জলপাইগুড়ি সেনপাড়ার এক বাসিন্দা নিরঞ্জন সরকার প্রশাসনের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'সবার আগে আমাদের সচেতন হতে হবে। মানুষ যদি সচেতন হয়ে প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে, তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। তবে প্লাস্টিকের বিকল্পের কথাও সরকারের ভাবা উচিত।'

মালে চার চাকার গাড়িতে ধাক্কা টোটোর

অনিয়ন্ত্রিত চলাচলে প্রায় নিত্য দুর্ঘটনা

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২৮ ডিসেম্বর : এমনিতেই টোটো নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। এরইমধ্যে রবিবার মাল শহরের ব্যস্ততম সুভাষ মোড়ে ঘটে গেল পথ দুর্ঘটনা। একটি টোটোর ব্রেকের তার ছিঁড়ে গিয়ে টোটোটি চার চাকার গাড়িতে ধাক্কা মারে। গাড়িটির বেশ ক্ষতি হয়। এই ঘটনায় গাড়িচালক ও টোটোচালকের মধ্যে তীব্র বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। খবর পেয়ে আরও বেশ কয়েকজন টোটোচালক ঘটনাস্থলে ভিড় জমান। ফলে কিছুক্ষণের জন্য সুভাষ মোড়ে যানজট হয়। পরে ট্রাফিক পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এই ঘটনায় ফের প্রশ্ন উঠছে, কার অনুমতিতে শহরের সর্বত্র এভাবে টোটো চলাচল করছে? শুধু এদিনের ঘটনাই নয়, জাতীয় সড়ক, হাসপাতাল এলাকা, বাজার, হাট-সব জায়গাতেই টোটোর অনিয়ন্ত্রিত দাপটে নাজেহাল মানুষজন। নিয়মনীতি না মেনে টোটো চালানো, নো পার্কিং এলাকায় দাঁড় করানো, জাতীয় সড়কের মাঝে ইউ-টার্ন নেওয়ার মতো ঘটনায় প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা ও বচসা। একাধিক অভিযোগের পর ট্রাফিক পুলিশের তরফে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নো পার্কিং বোর্ড লাগানো হলেও বাস্তবে তার তেমন প্রভাব পড়ছে না বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।

বাসিন্দা সন্দীপ দাসের কথায়, 'অপরিকল্পিতভাবে টোটো চালু করা হয়েছে। নিয়ম না মেনে অতিরিক্ত সংখ্যক টোটো রাস্তায় নামানো হচ্ছে। প্রশাসনিক দূরদর্শিতার অভাবেই মানুষজন সমস্যায় পড়ছেন।' প্রশাসনের আরও কঠোর হওয়ার পাশাপাশি টোটো চালানোর জন্য স্পষ্ট নিয়মনীতি প্রয়োগ করা জরুরি বলে জানান আইনজীবী তানিভর আলম।

নো পার্কিং জোনে এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে টোটো।

> অপরিকল্পিতভাবে টোটো চালু করা হয়েছে। নিয়ম না মেনে অতিরিক্ত সংখ্যক টোটো রাস্তায় নামানো হচ্ছে। প্রশাসনিক দূরদর্শিতার অভাবেই মানুষজন সমস্যায় পড়ছেন।
>
> **সন্দীপ দাস**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

যদিও ট্রাফিক ওসি হেমেশ্বর পাল বলেন, 'সচেতনতা অভিযান নিয়মিত চলছে। ভবিষ্যতে আরও সচেতনতা বাড়ানো হবে।'

এদিকে, হাসপাতাল গেটের সামনে নো পার্কিং জোন ঘোষিত হলেও টোটো দাঁড়িয়ে থাকছে। ফলে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে যেমন সমস্যা হচ্ছে, তেমনই পথচারীদেরও ভোগান্তি বাড়ছে। হাট ও দৈনিক বাজার সংলগ্ন রাস্তাতেও একই অবস্থা। বিশেষ করে জাতীয় সড়কের সত্যনারায়ণ মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রতিদিনই টোটোর বেপরোয়া চলাচলে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ও বচসা লেগেই থাকছে। এই অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি ভবিষ্যতে শহরের জন্য বড় বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বাসিন্দারা। এ ব্যাপারে টোটো ইউনিয়নের সভাপতি সুবোধ দেবনাথের বক্তব্য, 'আমরা আলোচনার মাধ্যমে সব চালককে নিয়মনীতি সম্পর্কে জানাব।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার রাত ৭টা পর্যন্ত)

- **মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক**
- **পিআরবিসি**

এ পজিটিভ	-	৩
এ নেগেটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	৩
ও নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

- **এফএফপি**

এ পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

- **প্লেটলেট**

এ পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০

অভিযোগ ময়নাগুড়ির বাসিন্দাদের

আবর্জনা সংগ্রহের প্রকল্প থেকেই দূষণ

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : ময়নাগুড়ি পুরসভার বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহের প্রকল্প থেকেই উলটে দূষণ ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। ভ্যানে করে বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের পর তা জনবহুল এলাকায় রাস্তার ধারে ট্রলিতে তোলা হচ্ছে। ট্রলিতে তোলার সময়ই রাস্তার ওপর আবর্জনা পড়ে যাচ্ছে। অভিযোগ, সেখানেই দীর্ঘসময় পড়ে থাকছে আবর্জনা। দুর্গন্ধে ময়নাগুড়ি শহরের সিনেমা হল মোড় থেকে দুর্গাবাড়ি যাওয়ার সড়ক দিয়ে যাতায়াত কার্যত দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে বাসিন্দাদের কাছে।

প্রতিদিন ময়নাগুড়ি পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে সাফাইকর্মীরা ভ্যানে করে আবর্জনা সংগ্রহ করেন। পরে তা ভ্যান থেকে ট্রলিতে স্থানান্তরিত করে খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে নিয়ে যাওয়ার কথা। শহরের ৪, ১০, ১১ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে সংগ্রহ করা আবর্জনা, দুর্গাবাড়ি মোড় থেকে সিনেমা হল মোড় পর্যন্ত জাতীয় সড়ক সংযোগকারী রাস্তার একাংশে ট্রলিতে তোলা হচ্ছে। অভিযোগ, ভ্যান থেকে ট্রলিতে তোলার সময় আবর্জনা রাস্তাতে পড়ে যাচ্ছে।

স্থানীয়দের দাবি, যেখানে এই আবর্জনা স্থানান্তর করা হচ্ছে, তার আশপাশেই রয়েছে দুটি স্কুল, একটি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও একাধিক বসতবাড়ি। ফলে দুর্গন্ধে ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সমস্যায় পড়ছেন স্কুল পড়ুয়া, অভিভাবক ও অফিসযাত্রীরাও। ময়নাগুড়ি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নানা কাজে যাতায়াত করেন। চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও দলিল লেখক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কোষাধ্যক্ষ রাজীব সরকার বলেন, 'দুর্গন্ধের কারণে অফিসে কাজ করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রকাশ্যে আবর্জনা রাখায় দৃশ্যদূষণও হচ্ছে।' একই অভিযোগ করেন ওই ওয়ার্ডের শিক্ষিকা সাথী সরকারও।

আবর্জনা সংগ্রহের পর রাস্তার ধারে ট্রলিতে তোলা হচ্ছে।

ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউতের অভিযোগ, 'পুরসভা থেকে মানুষ পরিষেবা পাবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, যে জায়গায় এই আবর্জনা স্থানান্তরিত করা হচ্ছে, সেটি জনবহুল এলাকা।' তাঁর দাবি, 'পুর কর্তৃপক্ষের উচিত এই ধরনের কাজের জন্য নির্দিষ্ট ও উপযুক্ত স্থান ব্যবহার করা।' অন্যদিকে, ময়নাগুড়ি শিশু উদ্যানের পাশে নতুন পুরসভা ভবনের নির্মাণকাজের শিলান্যাস হয়েছে। ভাইস চেয়ারম্যান ঝুলন সান্যাল বলেন, 'প্রয়োজনে ওই এলাকায় অস্থায়ীভাবে আবর্জনা স্থানান্তরের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।' তবে কবে থেকে এই উদ্যোগ কার্যকর হবে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা জানাতে পারেননি তিনি।

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৮ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের কার্যালয়ে রবিবার জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে। জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করার পর দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়। এরপর শুরু হয় সংবিধান পাঠ এবং কংগ্রেসের ইতিহাস নিয়ে এক আলোচনা সভা। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি অমিত ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত, প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতি নির্মল ঘোষ দস্তিদার, সাধারণ সম্পাদক অসীম তরফদার প্রমুখ। দুপুরে শোভাযাত্রা শেষে জেলা কার্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া সানুপাড়া কংগ্রেস কমিটির তরফেও দিনটি পালন করা হয়েছে।

একইভাবে ময়নাগুড়ি ব্লক কংগ্রেসের তরফেও নানা কর্মসূচি হয়। এদিন সকালে শহরের দলীয় কার্যালয়ে জেলা কংগ্রেস সেবাদলের চেয়ারম্যান স্নেহাশিস চক্রবর্তী দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি প্রয়াত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এছাড়া একটি মিছিল দলীয় কার্যালয় থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

মালবাজারের টাউন কংগ্রেস কমিটিও যথাযথ মর্যাদায় দিনটি পালন করল। ক্যালটেক্স মোড়ে কংগ্রেস ভবনে দলের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। পতাকা উত্তোলনের পর দলের ইতিহাস, আদর্শ ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নেতৃত্ব বক্তব্য রাখে।

জাঁকিয়ে ঠান্ডায় ফাঁকা হাটবাজার

ময়নাগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : রবিবার সকাল থেকে দেখা মেলেনি সূর্যের। রবিবার সাধারণত হাটবাজারে ভিড় উপচে পড়ে। অথচ শীতের কামড়ে হাটবাজার ছিল কার্যত ফাঁকা। সকালের দিকে সবজি ও মাছ মাংসের দোকানে ক্রেতাদের কিছুটা আনাগোনা চোখে পড়লেও বেলা বাড়তেই হাটবাজার থেকে সেই আনাগোনা উধাও। শীতবস্ত্র ব্যবসায়ী পরিতোষ সাহা বলেন, এদিন রোদের দেখা মেলেনি। বাজারে লোকজনের আনাগোনা ছিল একেবারেই কম। দুপুরের পর থেকে বাজার ফাঁকা।

শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্যামল দাস বলেন, একেই সাপ্তাহিক ছুটির দিন। তার উপর সাংঘাতিক ঠাণ্ডা। সকালের দিকে বাজার সেরে লোকজন ঘরে ঢুকে পড়েছেন।

ফল ব্যবসায়ী রতন মজুমদারের কথায়, শীতের জন্যই বেশি ক্রেতা বাইরে বেরোননি। টোটোচালক বিপুল দাসের কথায়, দুপুর পর্যন্ত কিছুটা লোকজনের দেখা মিলেছে। কিছুটা ভিড় ছিল চায়ের দোকানে। দুপুরের পর শহরের রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যায়। যাত্রী না পেয়ে আমাদেরও বসে থাকতে হয়েছে।

রবিবারের ময়নাগুড়ি বাজার।

প্রতিযোগিতা

জলপাইগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : ক্রিসমাস ফেস্টিভালের অংশ হিসেবে রবিবার অনুষ্ঠিত হল অঙ্কন প্রতিযোগিতা। জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেলস চার্চে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আয়োজিত এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রায় ২৫০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। প্রথম, দ্বিতীয় ঘোষণা না করে সকল অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীকেই পুরস্কৃত করা হয় বলে জানান সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী।

বি.মিশ্রা এন্ড কোম্পানি
বেঙ্গলটারি মোড়, জলপাইগুড়ি
টাটা শক্তি করোগেটেড টিন
টাটা ডুরাশাইন কালার টিন
টাটা স্ট্রাকচুরা এমএস পাইপ
ফোন- 9832044425
8172097952

পাড়ায় পাড়ায়

ধুলোময় পথ

ময়নাগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : পুর এলাকা হলেও অনেক ছোট ছোট রাস্তা এখনও কাঁচা রয়ে গিয়েছে। ফলে রাস্তা ধুলোময় হয়ে থাকছে। এমনকি যানবাহনও অনেক সময় কিছু এলাকার ভেতরে যেতে চায় না।

ময়নাগুড়ি

ময়নাগুড়ি পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের পেটকাটিতে এমন বেশ কয়েকটি ছোট রাস্তার বেহাল দশা। ওই ওয়ার্ডটি ওপর এবং নীচ পেটকাটি নিয়ে গঠিত। নীচ পেটকাটি এলাকায় সমস্যা সবচাইতে বেশি। নীচ পেটকাটির বাসিন্দা তন্ময় রায় বলেন, 'বেশ কয়েকটি রাস্তা এখনও মাটির। এই রাস্তাগুলো কংক্রিটের তৈরি করলে ভালো হয়। সমস্যার বিষয়টি স্থানীয় কাউন্সিলারকে জানানো হয়েছে।' অপর এক স্থানীয় বাসিন্দা নরেন দাসের কথায়, 'বেশিরভাগ জায়গাতেই রাস্তা, পানীয় জল, আলো সহ রাস্তা সবই অমিল। তবুও মানুষজন সময়মতো পুরকর প্রদান করছেন। জনপ্রতিনিধিদের বিষয়টি দেখা খুব জরুরি।' কাউন্সিলার রিম্পা রায় জানালেন, সমস্যার কথা বিস্তারিত পুরসভায় জানানো হয়েছে।

ভগ্নপ্রায় দশা প্রতীক্ষালয়ের

মালবাজার, ২৮ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথারিটির (এসজেডিএ) আর্থিক সহযোগিতায় মাল পুর কর্তৃপক্ষের তরফে শহরের বিভিন্ন জায়গায় যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরি করা হয়েছিল। অফিসযাত্রী ও শহরের বাইরে থেকে আগত যাত্রীদের কথা ভেবে এই প্রতীক্ষালয়গুলি তৈরি করা হয়েছিল। তবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে সেগুলির ভগ্নপ্রায় দশা। পরিচ্ছন্নতার অভাবে সাধারণ মানুষ ওই যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। শহরের অন্য ওয়ার্ডের মতো ৫ নম্বর ওয়ার্ডের যাত্রী প্রতীক্ষালয়টিরও বেহাল দশা। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ বলেন, 'এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান শহরে এলে তাঁকে বিষয়গুলি জানানো হবে।' পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, শহরের বিভিন্ন জিনিসগুলি ধাপে ধাপে সংস্কারের চেষ্টা চলছে। আলোচনাসাপেক্ষে যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলির ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মালবাজার

তথ্য : বাণীব্রত চক্রবর্তী ও সুশান্ত ঘোষ

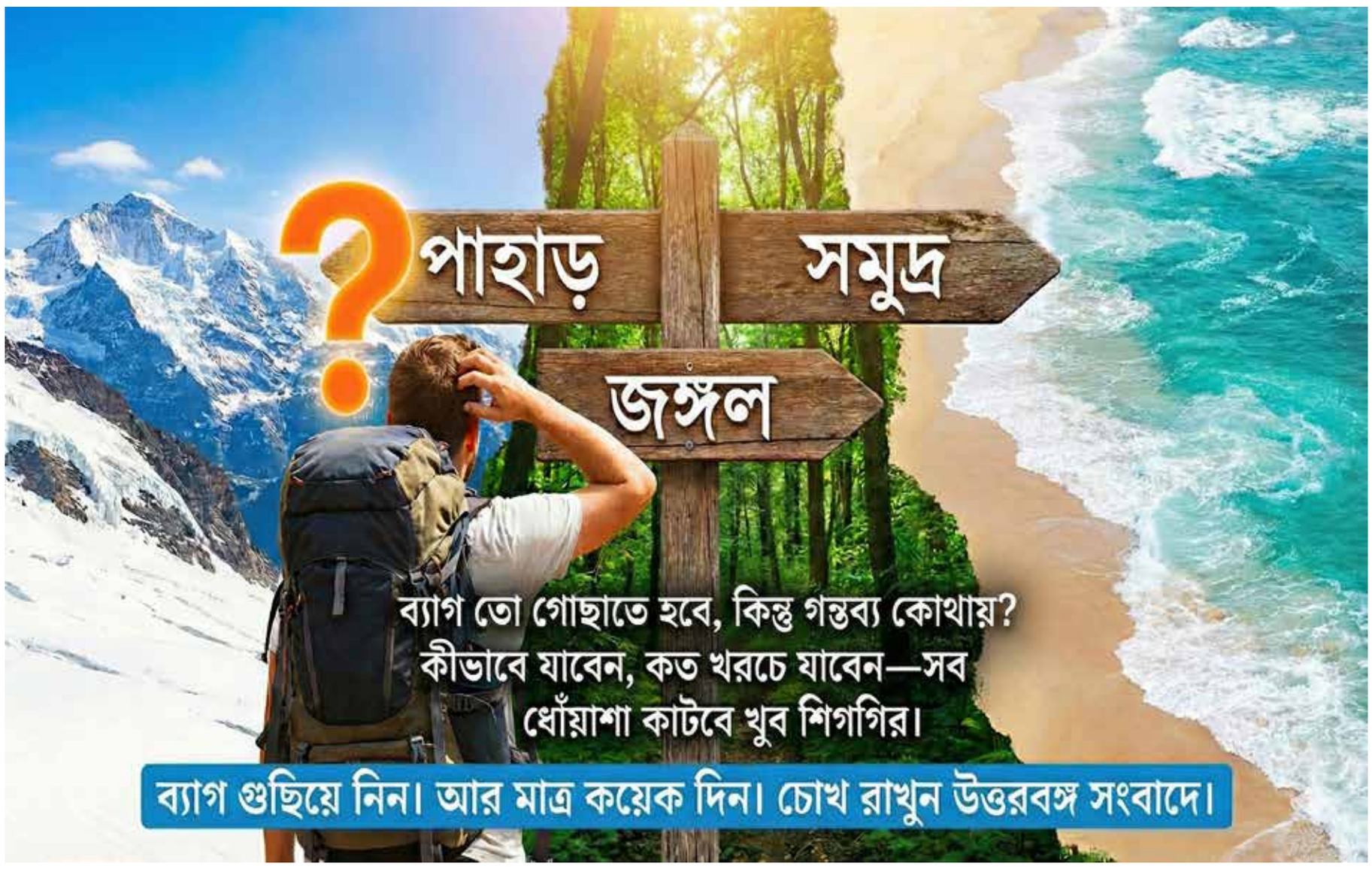

তুষারপাতে বর্ষবরণ শৈলরানির

জোড়া ঝঞ্ঝার ধাক্কায় তাপমাত্রা কমার পূর্বাভাস

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : দিনের গ্যাংটক না মালদা ভালো, এমন প্রশ্ন কেউ করলে নিশ্চিতভাবেই সকলে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাবেন। পাহাড় আর সমতলের তুলনা! ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়াটাই স্বাভাবিক। কেউ কেউ 'মাথার গণ্ডগোল' বলে পাশ কাটিয়েও যেতে পারেন। কিন্তু চিরাচরিত বাস্তবের ছবিতে কি অন্য কোনও তুলির টান পড়ল? এর উত্তরে কিন্তু এগিয়ে থাকবে ওই 'মাথার গণ্ডগোল' বলা ব্যক্তিরাই। কারণ রংদার রবিবারে সিকিমের রাজধানী এবং গৌড়বঙ্গের অলিখিত রাজধানীর দিনের তাপমাত্রার মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য ছিল না। এদিন গ্যাংটকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যেখানে ১৬.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সেখানে গান্ধি মার্গের দিকে 'কলার উঁচিয়ে' মালদা উঁকি মারছে ১৬.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নিয়ে।

এদিনই কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে জলপাইগুড়ি (১৮.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) ভেঙে দিয়েছে নিজের রেকর্ড (১৯.০)। নতুন রেকর্ড গড়ার পথে শৈলরানি। এদিন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা দার্জিলিং পাহাড়ের মাথা শ্বেতশুভ্র হয়ে উঠতে পারে বর্ষবরণের সন্ধিক্ষণে। সান্দাকফু, ফালুট তো বটেই, প্রকৃতি সদয় হলে নতুন বছরের শুরুতেই ঘুম, সোনাদাতেও মিলতে পারে তুষারপাতের ছোঁয়া। এমন সম্ভাবনার মূলেই রয়েছে জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ধাক্কা। ওই ধাক্কাতেই জোগান ঘটবে জলীয় বাষ্পের। যার জেরে ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত দার্জিলিংয়ের উঁচু পাহাড়ে হালকা বৃষ্টির পাশাপাশি তুষারপাতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। নতুন বছরের প্রথম দু'দিন হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আলিপুরদুয়ার এবং কালিম্পং জেলাতেও। তবে জেলাজুড়ে বৃষ্টি হবে, তা এখনও কিন্তু স্পষ্ট নয়। তুষারপাতের প্রতীক্ষায় থাকা পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসায়ীরা অবশ্য তুষারে লক্ষ্মীলাভ দেখছেন।

তবে আকাশের মতিগতি বা আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতিতে স্পষ্ট, দিনের তাপমাত্রার আরও হেরফের ঘটবে, অন্তত সমতলে। উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে উত্তরে বিছিয়ে দেওয়া কুয়াশার চাদর সূর্য এখনই গুটিয়ে দিতে পারছে না বলেই এমন পরিস্থিতি। আগামী পাঁচদিন বর্তমান পরিস্থিতির তেমন কোনও পরিবর্তনের লক্ষণ দেখছেন না আবহবিদরা। বরং আগামী তিনদিনের জন্য মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। হলুদ সতর্কতা রয়েছে সমতল শিলিগুড়িতেও। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'ঘন কুয়াশার জন্য রবিবার সূর্যের তেজ তেমন ছিল না। ফলে দিনের তাপমাত্রার তেমন বৃদ্ধি ঘটেনি। এমন পরিস্থিতি আরও কয়েকদিন থাকবে। পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।' আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে, রবিবার কিছুটা হলেও মান রেখেছে শিলিগুড়ি। উত্তরের কোনও জেলা সদরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এদিন যেখানে ১৯-এর ঘরে পৌঁছাতে পারেনি, সেখানে শিলিগুড়ি দাঁড়িয়ে ২১.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে।

তবে কতদিন, এই প্রশ্নটা তোলা যায় অনায়াসে। কেননা, বছর শেষে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা দার্জিলিং পাহাড়ের শরীরে ধাক্কা মারলে, হুহু করে পতন ঘটবে তাপমাত্রার। দিনের তাপমাত্রা তো বটেই, রাতের বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও হ্রাস পাবে ঝঞ্ঝার দাপটে। দোসর উত্তুরে হাওয়ার উপস্থিতিতে জবুথবু হবে পাহাড় থেকে সমতল। চড়ুইভাতির উনুনের সংখ্যা বাড়বে পাহাড়ের আনাচকানাচে থেকে নদীপাড়ে। এদিন দুধিয়ায় অনেকেই ভিড় জমিয়েছিলেন পিকনিকের জন্য। বিকেলের আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার পিউ সাহা বললেন, 'যত জমাট ঠান্ডা, ততই জমাটি হয় পিকনিক।' আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কথা জানাতেই আঠারোখাইয়ের বিকাশ ঘোষ বললেন, 'আর কোনও কথা নয়, এবছর বর্ষবরণের ডেস্টিনেশন দার্জিলিং।'

কাছাকাছি মালদা-গ্যাংটক

দার্জিলিং	-	১২.৪	৪.২
শিলিগুড়ি	-	২১.২	১২.৪
জলপাইগুড়ি	-	১৮.৪	১৩.৭
কোচবিহার	-	১৭.১	১৪.৩
মালদা	-	১৬.৫	১২.০
গ্যাংটক	-	১৬.২	৮.০

(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে)

তথ্য : আবহাওয়া দপ্তর

ঘন কুয়াশার জন্য রবিবার সূর্যের তেজ তেমন ছিল না। ফলে দিনের তাপমাত্রার তেমন বৃদ্ধি ঘটেনি। এমন পরিস্থিতি আরও কয়েকদিন থাকবে। পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।

গোপীনাথ রাহা
আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা

আধুনিকীকরণ ও নিরাপত্তায় মাইলফলক

মালিগাঁও, ২৮ ডিসেম্বর : চলতি বছরে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশে পরিকাঠামো ও যাত্রী পরিষেবার উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২৫-এ এনএফআর-এর অধীনে থাকা ১৩ জোড়া ট্রেনে আইসিএফ কোচের বদলে আধুনিক এলএইচবি রেক ব্যবহার হওয়া শুরু হয়েছে। এছাড়া ২০২৪-'২৫-এ প্রায় ১১৪১.৩৮ রুট কিলোমিটারে বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ হয়েছে। ফলে মোট বিদ্যুতায়িত নেটওয়ার্ক ৩৮৭১ রুট কিলোমিটারে পৌঁছেছে। এছাড়া নিরাপত্তার জন্য আধুনিক সিগন্যালিং, ইন্টারলকড ব্যবস্থার লেভেল ক্রসিং তৈরি হয়েছে। বর্তমানে তৈরি ৬২৪টি ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিং ও ৫৮২টি স্লাইডিং বুম রাস্তার দৃশ্যমানতা বাড়িয়ে সুরক্ষা নিশ্চিত করে। বন্যপ্রাণী রক্ষা ও রেল দুর্ঘটনা রুখতে হাতির করিডরগুলিতে উন্নত আইডিএস ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। এর মাধ্যে ২০২৫-এ প্রায় ১৬০টি হাতিকে বাঁচাতে পেরেছে রেল। সম্প্রতি মিজোরামের আইজলে নয় হাজার কোটির উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন হয় বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

'মিশন' অভিষেক

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গ গত কয়েকটি নির্বাচনে তৃণমূলের পক্ষে কঠিন ঠাঁই হয়ে উঠেছে। রাজবংশী, আদিবাসী এমনকি কোথাও কোথাও মুসলিম এলাকার নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হয়েছে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে সেই খরা কাটিয়ে হারানো জমি পুনরুদ্ধারে ময়দানে নামছেন তৃণমূলের খোদ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁর লক্ষ্য উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে অন্তত ৪০টির দখল নেওয়া। ভার্চুয়াল বৈঠকে এজন্য সুনির্দিষ্ট 'রোডম্যাপ' তৈরি করে দিয়েছেন তিনি। সাংগঠনিক ফাঁকফোকর ভরাট করা এবং বুথভিত্তিক পর্যালোচনায় কর্মীদের সক্রিয় করতে অভিষেক নিজেই উত্তরবঙ্গ সফর করবেন। যেখানে ভোটের রাজনীতি মূলত তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিশেষত নস্যশেখ, রাজবংশী এবং আদিবাসী সমর্থন। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ২৩টি আসন তৃণমূলের অন্যতম প্রধান শক্তি। সেখানে নস্যশেখদের সমর্থন ধরে রাখা তৃণমূলের কাছে চ্যালেঞ্জ।

আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার গত কয়েক বছর ধরে বিজেপির দিকে ঝুঁকে। প্রথম দুটি জেলায় আদিবাসী সহ চা বাগানের বাসিন্দাদের বসবাস। কোচবিহারে রাজবংশী ও নস্যশেখদের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ। জমি ফিরে পেতে চা বলয়ের ওপর তাই বিশেষ নজর এখন দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের।

এছাড়া বিজেপির মতোই অল্প ব্যবধানে জেতা বা হারা আসনগুলিতে জোর দিচ্ছেন অভিষেক। ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেকের পরিষ্কার বার্তা, গত ১৫ বছরে রাজ্য সরকারের 'উন্নয়নের পাঁচালি'-কে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি সাংগঠনিক শক্তিকে মজবুত করতে হবে। এতে ৪০টি আসনে সাফল্য আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছেন তিনি।

মডেল স্কুলে

প্রথম পাতার পর

এলাকার বাসিন্দা তথা সেই স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবক আলিউল ইসলাম, ফারুক হোসেন, হাবিবুল হোসেনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এই স্কুলের পড়ুয়াদের প্রায় সকলেই সাধারণ দরিদ্র ঘরের সন্তান। কারণ এলাকায় বেসরকারি স্কুল তো রয়েছেই। বাবা-মায়ের আর্থিক সামর্থ্য থাকলে ঝাঁ চকচকে বেসরকারি স্কুলেই সন্তানকে ভর্তি করতেন। বলছিলেন আলিউলরা। তাঁদের কথা, শিক্ষকের ঘাটতি থাকলে পড়াশোনার মান তো নিম্নমুখী হবেই। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্যামলচন্দ্র রায় অবশ্য সেই স্কুলের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। তবে তাতে অভিভাবকদের ক্ষোভ কমছে না।

দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভারতীয় নৌসেনার ভাগসির সাবমেরিনে সওয়ার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রবিবার।

চালকদের সতর্কতা

কোচবিহার, ২৮ ডিসেম্বর : ঘন কুয়াশার কারণে বাস চালাতে অসুবিধা হচ্ছে। সেই কারণে রাতে প্রয়োজনে ধীরগতিতে বাস চালানোর পরামর্শ দিচ্ছে এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষ। নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই জানান, গাড়ির ব্যাক লাইট, ফগ লাইট, ডিপার লং, টেল লাইট, ইন্ডিকেটর এসব বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করা হচ্ছে। যাতে রাতের কুয়াশায় কোনও দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হতে হয়। অন্যদিকে এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানান, গাড়িচালক, কনডাক্টরদের বলাই থাকে কোনও অসুবিধা হলে ডিপো ইনচার্জকে ফোন করার কথা। কুয়াশায় চালাতে প্রচণ্ড অসুবিধা হলে চালক যাতে কাছাকাছি ডিপোয় বাস নিয়ে গিয়ে বিরতি নেন, সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেইসব ডিপোয় যাত্রী পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখার কথাও বলা হয়েছে।

ফুল বদল

প্রথম পাতার পর

'ব্যবস্থা নিতে' নড়েচড়ে বসে আইএনটিটিইউসি নেতৃত্ব। আগেই প্রায় ৫০ জন টোটোচালককে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। রবিবার ছিল ঘরে ফেরার দ্বিতীয় পর্যায়। এক টোটোচালকের কথায়, 'টোটো চালিয়ে সংসার চালাই। কিন্তু গত কয়েকদিনে লাইনে টোটো দাঁড় করাতেই দিচ্ছিল না। ভাড়াও পাচ্ছিলাম না। তাই তৃণমূলে ফিরলাম। তবে আমাদের বলা হয়েছে, জোর করা হয়েছে বললে হবে না। নিজেদের ইচ্ছাতেই পুরানো দলে ফিরে এসেছি বলতে হবে।' অপর এক টোটোচালকের কথায়, 'আমরা নিজেদের ইচ্ছাতেই বিজেপিতে যোগদান করেছিলাম। এবার কয়েকটি কারণের জন্য ফের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম।'

দলের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় কোনও টোটোচালকই প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাইছেন না। আর আইএনটিটিইউসি'র ধূপগুড়ি টাউনের দায়িত্বে থাকা নেতা আলম রহমান অবশ্য চাপ দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'ব্যাপারটা আদতে সেই রকম নয়। যারা বিজেপিতে গিয়েছিল তারা পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে আসছে।'

রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি রামমোহন রায়ের উপস্থিতিতে সেই যোগদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। তবে রামমোহনের দাবি, তিনি এসব জটিলতার কথা কিছুই জানেন না। তিনি বলেন, 'দলীয়ভাবে ডাকা হয়েছিল। তাই ধূপগুড়ির ওই রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছি।'

এদিকে, প্রথমে বিজেপিতে যোগদান এবং তারপর তৃণমূলে চলে যাওয়া নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব একহাত নিয়েছে রাজ্যের শাসক শিবিরকে। বিজেপির টাউন মণ্ডলের সভাপতি পাপাই বসাক বলেন, 'জোর করে এবং নানারকম চাপ দিয়ে বিজেপিতে যোগদান করা টোটোচালকদের তৃণমূলে ফেরানো হচ্ছে। এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। পুরো বিষয়টি নিয়ে আমরা জোর আন্দোলনে নামব।'

বিডিও কাঁটা!

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের এক প্রাক্তন সচিব জানিয়েছেন, খুনের মামলায় অভিযুক্ত কোনও সরকারি আধিকারিক যদি আত্মগোপন করেন, তাহলে পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব বিশেষ টিম গঠন করে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে তদন্ত করা এবং এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনকেও লিখিতভাবে জানানো বাধ্যতামূলক।

নির্বাচন কমিশনের কর্তারাও বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ। যদিও সূত্রের খবর, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই প্রশান্তর বিষয়টি জানিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। তবে খুনে অভিযুক্ত বিডিওকে দায়িত্ব থেকে সরানো না হলে তিনি নথি লোপাট করতে পারেন বলে আশঙ্কা করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সন্দীপ মণ্ডল। তাঁর কথা, 'আইন থাকতেও যদি তার প্রয়োগ না হয়, তবে তা সরাসরি আইনের শাসনকে প্রশ্নের মুখে ফেলে। প্রশান্তর ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। প্রশাসনকে আরও স্বচ্ছ হতে হবে। রাজগঞ্জের বিডিও'র ক্ষেত্রে আইন অমান্য করে যা হচ্ছে তা প্রশাসনের জন্যও চরম লজ্জার।'

দিনের শেষে রাজ্য সরকারের নীরবতা এখন আর শুধু প্রশাসনিক শৈথিল্য নয়, তা রাজনৈতিক ও নৈতিক দায়ের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুনের আসামি যদি একজন সাধারণ নাগরিক হতেন, তাঁর ক্ষেত্রেও কি এমন উদাসীনতা দেখানো হত? নাকি পদ ও প্রভাব থাকলেই আইনের গতি শ্লথ হয়ে যায়? রাজ্য প্রশাসনের কাছে এখন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর চাইছেন সাধারণ মানুষ।

অষ্টম বর্ষে বার্ড ফেস্টিভাল

পাখির বৈচিত্র্য তুলে ধরতে উৎসব বক্সায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৮ ডিসেম্বর : পাখি দেখার উৎসব। পাখি চেনার উৎসবও বটে। নতুন বছরে আবার চালু হচ্ছে 'বক্সা বার্ড ফেস্টিভাল'। আগামী ৬ থেকে ৯ জানুয়ারি বক্সা টাইগার রিজার্ভে এই আয়োজন করা হবে বন দপ্তরের উদ্যোগে।

২০১৭ সালে প্রথম এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তারপর টানা সাত বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল বক্সা পাখি উৎসব। তবে গতবছর উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হলেও শেষবেলায় কর্মসূচি বাতিল করতে হয়। ফলে আগামী বছরের গোড়ায় এই উদ্যোগ অষ্টম বর্ষে পা দিতে চলেছে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পূর্ব ডিভিশনের জয়ন্তী রেঞ্জ অফিসের পাশে উৎসবের মূল অনুষ্ঠান হবে। যাঁরা উৎসবে অংশ নেবেন এখানে তাঁরা রাত কাটাবেন। এখানেই করা হবে বেস ক্যাম্প। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে শিবির অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৩ সাল পর্যন্ত পাখি উৎসবের ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড ছিল রাজাভাতখাওয়া। তবে ২০২৪ সাল থেকে জয়ন্তীতে ক্যাম্প করা হয়। এদিন এ বিষয়ে রিজার্ভের ডিএফডি (পূর্ব) দেবাশিস শর্মা বলেন, 'উৎসবের মূল উদ্দেশ্য, বক্সার পাখি বৈচিত্র্যকে তুলে ধরা। এই নিয়ে বিশ্লেষণ করা। অনুমান করা হয় বক্সার জঙ্গলে প্রায় ৪০০ ধরনের পাখি রয়েছে। যত বেশি সম্ভব পাখি এ বছর রেকর্ড করার চেষ্টা হবে।' শেষ পাখি উৎসবে প্রায় ২৫০ পাখির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এ বছর বন দপ্তর ঠিক করেছে ৩০০ ধরনের পাখি খোঁজার চেষ্টা করা হবে।

বন দপ্তর এখনও পর্যন্ত ১৮ জনকে পাখি উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য নির্বাচিত করেছে। এছাড়াও বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও বন দপ্তরের আধিকারিক উৎসবে শামিল হবেন। গতবছর অনেকে উৎসবে আগ্রহ দেখাননি বলে উৎসব বাতিল করতে হয়েছিল। এ বছর আগ্রহীর সংখ্যা বেড়েছে। এই নিয়ে হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক অনিমেষ বসু বলেন, 'বক্সার পাখি উৎসব দেশের অন্যতম জনপ্রিয়। বক্সা পাখিদের স্বর্গরাজ্য। আমরা চাই, প্রতিবছর উৎসব হোক। দু'বছর হল সুন্দরবনেও এই ধরনের পাখি উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে।'

উৎসবের মূল উদ্দেশ্য, বক্সার পাখি বৈচিত্র্যকে তুলে ধরা। এই নিয়ে বিশ্লেষণ করা।

দেবাশিস শর্মা
ডিএফডি (পূর্ব), বক্সা রিজার্ভ

৬ তারিখ উদ্বোধনের পর বক্সা টাইগার রিজার্ভের বিভিন্ন রুটে উৎসবের শামিল বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যাওয়া হবে। বন দপ্তরের তরফে উৎসবে পাখি দেখার জন্য চারটি রুট ঠিক হয়েছে। যেখানে পাখি বেশি দেখা যায় এবং শীতে পরিযায়ী পাখিরা ভিড় করে সেই জায়গায় যাওয়া হবে। রায়মাটাং, নারারথলি বিল, বক্সা পাহাড় ও জয়ন্তী মহাকাল চারটি রুটে যাবে দল।

পৃথিবীর পাঠশালা

বালতি নিয়ে আস্ত যুদ্ধ

জমি বা নারী নিয়ে যুদ্ধের কথা ইতিহাসে অনেক আছে, কিন্তু সামান্য এক 'কাঠের বালতি'-র জন্য যে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিতে পারে, তা বিশ্বাস করা কঠিন। ১৩২৫ সালে ইতালির দুই শহর—মোডেনা এবং বোলোনিয়ার মধ্যে ঘটেছিল এই হাস্যকর অথচ মর্মান্তিক যুদ্ধ, যা 'ওয়ার অফ দ্য বাকেট' নামে পরিচিত।

ঘটনার সূত্রপাত যখন মোডেনার কিছু সৈনিক বোলোনিয়া শহরে ঢুকে একটি কুয়ো থেকে ওক কাঠের তৈরি বালতি চুরি করে নিয়ে যায়। বোলোনিয়া সেই বালতি ফেরত চায়, কিন্তু মোডেনা দিতে অস্বীকার করে। ব্যাস, বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা! দুই পক্ষের প্রায় ৩২,০০০ সৈন্য মুখোমুখি হয়। দিনশেষে মোডেনা জিতে যায় এবং তারা গর্ব করে সেই বালতি নিজেদের শহরে নিয়ে আসে। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, ৭০০ বছর পেরিয়ে আজও মোডেনার একটি মিউজিয়ামে সেই জরাজীর্ণ বালতিটি সগর্বে ঝোলানো আছে। সামান্য ইগোর লড়াই যে কতদূর গড়াতে পারে, এটি তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

পাখির ভাষায় কথা

মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকলে আমরা কথা বলতে পারি না। কিন্তু তুরস্কের প্রত্যন্ত গ্রাম 'কুসকয়'-এর বাসিন্দারা মোবাইল ছাড়াই মাইলের পর মাইল দূর থেকে একে অপরের সঙ্গে দিব্যি গল্প করেন। না, কোনও জাদুমন্ত্র নয়, তাঁরা ব্যবহার করেন 'পাখির ভাষা' বা শিস!

পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় সেখানে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে হেঁটে যাওয়া কষ্টকর। তাই প্রায় ৪০০ বছর আগে স্থানীয় কৃষকরা শিস দিয়ে কথা বলার এক অদ্ভুত ভাষা তৈরি করেন, যা 'বার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ' নামে ইউনেসকোর স্বীকৃতি পেয়েছে। সাধারণ শিস নয়, তুর্কি ভাষার প্রতিটি অক্ষরের জন্য আলাদা আলাদা শিসের টোন আছে। তাঁরা শিস দিয়ে 'কেমন আছ' থেকে শুরু করে 'চা খেতে এসো'—সবই বলতে পারেন। আধুনিক যুগেও এই গ্রামের বাচ্চারা স্কুলে এই বিশেষ ভাষা শেখে, যাতে তাদের ঐতিহ্য হারিয়ে না যায়।

অক্সফোর্ড নাকি আজটেক

প্রশ্নটা শুনলে মনে হতে পারে, নিশ্চয়ই আজটেক সভ্যতা অনেক বেশি প্রাচীন। জঙ্গলের মাঝে তাদের পিরামিড আর পাথরের কারুকাজ তো প্রাগৈতিহাসিক মনে হয়। কিন্তু ইতিহাস বইয়ের পাতা ওলটালে আপনার ভুল ভাঙবে। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি আসলে আজটেক সাম্রাজ্যের চেয়েও পুরোনো!

তথ্যানুযায়ী, অক্সফোর্ডে শিক্ষাদান শুরু হয়েছিল ১০৯৬ সাল নাগাদ। অন্যদিকে, মেক্সিকোতে আজটেক সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন বা তাদের রাজধানী 'তেনোচতিত্রান' তৈরি হয়েছিল ১৩২৫ সালে। অর্থাৎ, যখন আজটেকরা তাদের প্রথম পিরামিড বানাচ্ছে বা পাথরের অস্ত্র শানাচ্ছে, ততদিনে অক্সফোর্ডের ছাত্ররা হস্টেলে বসে ল্যাটিন ভাষায় তর্ক জুড়ছে বা দর্শনশাস্ত্রের ক্লাস করছে! সময়ের এই আপেক্ষিকতা সত্যিই আমাদের ধারণার জগৎকে ওলট-পালট করে দেয়।

মুরগি যখন পরমাণু বোমার রক্ষক

শীতকালের ভোরে লেপ ছেড়ে উঠতে আমাদেরই কষ্ট হয়, আর মাটির নীচে মাইন বা বোমার কী অবস্থা হয় ভাবুন তো? ১৯৫০ সাল নাগাদ ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা 'ব্লু পিকক' নামে এক অভিনব পরমাণু ল্যান্ডমাইন তৈরির প্রোজেক্ট হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল শীতে বোমার যন্ত্রপাতি জমে যাওয়া নিয়ে। সেই সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানীরা যে প্রস্তাব দিলেন, তা শুনে হাসবেন না কাঁদবেন বোঝা দায়। তাঁরা ঠিক করলেন, বোমার কেসিংয়ের ভেতরে জ্যান্ত মুরগি ভরে দেওয়া হবে! মুরগির শরীরের স্বাভাবিক গরমে বোমার যন্ত্রপাতি সচল থাকবে। সঙ্গে দেওয়া হবে পর্যাপ্ত খাবার ও জল, যাতে মুরগিটি অন্তত এক সপ্তাহ বেঁচে থাকে—ততদিনে বোমা ফাটানোর কাজ সারা হয়ে যাবে। শেষপর্যন্ত অবশ্য 'চিকেন পাওয়ার্ড নিউক্লিয়ার বম্ব'-এর এই উদ্ভট প্রোজেক্ট বাতিল করা হয়, কারণ বিষয়টি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রয়াত ল্যাডলি

শিলিগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার, লেখক ল্যাডলি রায়। শনিবার মধ্যরাতে তিনি মারা যান কলকাতার একটি নার্সিংহোমে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। পাবনায় ১৯৪২ সালের ২১ ডিসেম্বর জন্ম নেওয়া ল্যাডলির পড়াশোনা জলপাইগুড়িতে। এখানকার শিশুমহল, জিলা স্কুল, আনন্দ চন্দ্র কলেজের পর উচ্চশিক্ষার জন্য চলে যান কলকাতায়। পরে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিএ পরীক্ষার পর তিনি মেটেলি হাইস্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৬ থেকে ২০০২ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে। আজীবন সক্রিয়ভাবে সিপিআই করে যাওয়া ল্যাডলি রাজনীতির সঙ্গে লেখালেখি করে গিয়েছেন নিয়মিত। 'কালান্তর', 'পরিচয়' পত্রপত্রিকার সঙ্গে একসময় নিয়মিত লিখতেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের রবিবারের পাতায়। নিজের ডাকনাম সমরেশ রায় পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন ছোটগল্প, উপন্যাস, কাব্যনাট্য। তাঁর গল্প সংকলন 'কেউ কি আমার...', সমাদৃত হয়েছিল পাঠক সমাজে। তাঁর লেখা কাব্যনাট্য 'বানপ্রস্থে', ছোট গল্প 'প্রতিক্ষণ' ও উপন্যাস 'অবভাস' নিয়ে চর্চাও হয়েছে একসময়। উত্তরবঙ্গ বইমেলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ল্যাডলি ছিলেন শিলিগুড়ির আবৃত্তিকারদের 'গুরু'। ফলে তাঁর মৃত্যুর খবরে শিলিগুড়ির রাজনৈতিক, লেখক সমাজ এবং সাংস্কৃতিক মহলে শোকের আবহ।

দেশত্যাগ

প্রথম পাতার পর

দিনহাটা শহরের কলেজপাড়া এলাকায় ১ নম্বর ওয়ার্ডে কয়েক বছর আগে জমি কিনে থাকতে শুরু করেছিলেন নিতাই বর্মনের পরিবার। নিতাই বর্মন বাংলাদেশে চলে যাওয়ার পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে কথা হয় বড় ছেলে হিমাংশুরঞ্জন বর্মনের সঙ্গে। জানা যায়, হিমাংশু (৩২) ও তাঁর ভাই উৎপল বর্মন (২৭) দুজনেই দিনহাটার ৩০৫ নম্বর বুথের ভোটার। হিমাংশু দাবি করেন, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর বাবা নিতাইচন্দ্র বর্মনের নাম আছে। তবে হিমাংশু স্বীকার করেন, তাঁরা বাংলাদেশ থেকেই এসেছিলেন, যদিও বহু বছর আগে। দিনহাটার বিভিন্ন স্কুলে তাঁদের পড়াশোনা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তবে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নে তিনি মন্তব্য এড়িয়ে যান।

এই ঘটনায় সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠে আসছে, যে ব্যক্তি ইমিগ্রেশন চেকিংয়ের সময় নিজেকে বাংলাদেশের নাগরিক বলে দাবি করছেন, তিনি ও তাঁর পরিবার কীভাবে দিনের পর দিন দিনহাটা ১ নম্বর ওয়ার্ডে বসবাস করলেন? কীভাবে ২০০২ সাল থেকেই নিতাইচন্দ্র বর্মন ও তাঁর স্ত্রী নিভারানি বর্মনের নাম ভোটার তালিকায় থেকে গেল? দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছর ধরে কীভাবে একই পরিবার দুই দেশের নাগরিকত্বের সুযোগ ভোগ করল, এই প্রশ্নগুলির কোনও স্পষ্ট উত্তর এখনও মেলেনি। এই প্রসঙ্গে দিনহাটা ১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা জয়দীপ ঘোষ বলেন, 'ওই পরিবার বাংলাদেশি, এই অভিযোগ আগেও উঠেছে। তাঁরা বহু বছর ধরেই এখানে রয়েছেন। অভিযোগের কতটা সত্যতা আছে, তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের। আমাদের কিছু করার নেই।'

এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'নাগরিকত্ব নির্ধারণ সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের বিষয়। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলে তা তৃণমূল আমলের আগে। রাজ্য সরকারকে দোষারোপ করা ঠিক নয়।' তিনি বলেন, 'নিতাই বর্মনের সন্তানদের এসসি সার্টিফিকেট রয়েছে। নিশ্চয়ই যথাযথ নথিপত্র যাচাই করেই তা ইস্যু হয়েছে। ২০০২ সালে এসআইআর হয়েছিল। এসআইআর হওয়ার পরে যাঁদের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে, তাঁরা নিশ্চয়ই নির্বাচন কমিশনকে কনভিন্স করতে পেরেছিলেন, সেই কারণেই তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় আছে।'

অন্যদিকে, সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় এই ঘটনাকে গুরুতর বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায়, 'এটা নিছক ভুল নয়। এর পেছনে চক্র কাজ করছে। এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া জরুরি।'

সূত্রের খবর, নিতাই বর্মন বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলার বাসিন্দা। তাঁর বাবা নরেন্দ্রনাথ বর্মন, মা যশোদা রানি। তিনি বাংলাদেশ সরকারের চাকরি থেকে দু'বছর আগে অবসর নিয়েছেন। এই তথ্য সত্য হলে প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশ সরকারের কর্মীর নাম কীভাবে দীর্ঘদিন ভারতের ভোটার তালিকায় থেকে গেল?

তথ্য সহায়তা : শতাব্দী সাহা

কৌলীন্য

প্রথম পাতার পর

কমিটির আহ্বায়ক আশিস বসু বলেন, 'আমার বাবা বড়দিঘি বাগানের মালবাবু ছিলেন। স্পষ্ট মনে আছে একবার দুর্ঘটনায় তিনি মারাত্মক জখম হন। সামসিং চা বাগানের গ্রুপ হাসপাতালেই ডাঃ নায়েকের হাতে অস্ত্রোপচারের পর ভালো হয়ে যান। ওই ধরনের চিকিৎসা এখন বাগানে স্বপ্নেরও অতীত। ডাক্তার কোথায়?' চা শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম নেতা জিয়াউল আলম বলেন, 'শ্রমিকদের জন্য ইএসআই হাসপাতাল গড়ার টাকা সরকারি তহবিলে পড়ে আছে। অথচ সেটা নিয়ে কারও কোনও উচ্চবাচ্য নেই। ওটা হলেও চা বাগানের স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল কিছুটা হলেও ফিরত বলে মনে করি।' গুডরিক গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার জীবন পান্ডে বললেন, 'বাগানের হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার মেলা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসমে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পের আওতায় সেখানকার বাগানের হাসপাতালগুলিকেও আনা হয়েছে। এমনটা যদি এখানেও হত তবে শ্রমিক-মালিক দু'পক্ষই উপকৃত হত বলে মনে করি।' চা বণিকসভা আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সচিব রামঅবতার শর্মার অবশ্য বক্তব্য, 'এখন তো সমস্ত মহকুমাতেই সরকারি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল রয়েছে। ফলে চা বাগানে আর গ্রুপ হাসপাতালের সার্থকতা আছে বলে মনে করি না।'

বঙ্গে কতটা মেরুকরণ?

প্রথম পাতার পর

কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। সংখ্যালঘু সমাজের একাংশ এখন আর কেবল 'বিজেপি ঠেকানোর ঢাল' হিসেবে ব্যবহৃত হতে রাজি নয়। মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরে অথবা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে এই ভোটের সামান্য অংশও যদি হাতছাড়া হয়, তবে তৃণমূলের নির্বাচনি অঙ্ক ওলটপালট হয়ে যেতে পারে।

উদারবাদ বনাম অস্তিত্বের সংকট

উত্তরপ্রদেশ বা গুজরাটের মতো উগ্র মেরুকরণ পশ্চিমবঙ্গে কোনওদিন সহজ ছিল না। কিন্তু নিরাপত্তার 'ভয়' বাঙালির মজ্জাগত ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। বাংলার চিরাচরিত 'উদারবাদ' আজ কঠিন পরীক্ষার মুখে। যে বাঙালি এতদিন 'ধর্ম যার যার, ভাষা সবার' তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল, ওপারের উগ্র মৌলবাদ তাদের সেই মনস্তত্ত্বে বড় ধাক্কা দিয়েছে। বিজেপি এই মনস্তাত্ত্বিক ফাটলটাকে কাজে লাগিয়ে বলতে চাইছে, ভাষার ভ্রাতৃত্ব আসলে একতরফা।

মোদি-শা জানেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমোহিনী প্রকল্পগুলোকে টেক্কা দিতে তাদের হাতে একমাত্র তুরুপের তাস হল হিন্দু ভোটের একত্রীকরণ। অসমে হিমন্ত বিশ্বশর্মা যেভাবে জনতত্ত্বের পরিবর্তনের ভয় দেখিয়ে নির্বাচন জিতেছেন, বাংলায় শুভেন্দু অধিকারীরা সেই মডেল প্রয়োগ করতে চাইছেন।

বাংলাদেশের অস্থিরতা যত বাড়বে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ধর্মীয় পরিচয়ের লড়াই তত তীব্র হবে। তৃণমূল যদি তাদের মুসলিম ভোটব্যাংক ধরে রাখতে অতিরিক্ত সুর চড়ায়, তবে তা হিন্দু ভোটারদের বেশি করে বিজেপির দিকে ঠেলে দেবে। আবার যদি তারা বাংলাদেশের ঘটনায় হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়ে অতিসক্রিয়তা দেখায়, তবে হুমায়ুন কবীরদের মতো বিদ্রোহীরা মুসলিম ভোট কাটার 'সুবর্ণ' সুযোগ পেয়ে যাবেন।

একদিকে ১৫ বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা ও দুর্নীতির অভিযোগ, অন্যদিকে বাংলাদেশের আঁচ মাখানো হিন্দু মেরুকরণ- সব মিলিয়ে তৃণমূলের সামনে এখন কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। ২০২৬-এর লড়াই কেবল উন্নয়ন বা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর হবে না, লড়াই হবে অস্তিত্ব আর পরিচিতির। ওপার বাংলার রক্তক্ষরণই কি শেষপর্যন্ত এপার বাংলার রাজনীতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠবে? উত্তর লুকিয়ে আছে সময়ের গর্ভে।

মেলবোর্ন পিচ-বিতর্ক : ‘শকে’ কিউরেটর

চতুর্থ টেস্টের দ্বিতীয় দিনে মেলবোর্নের পিচ কিউরেটর ম্যাট পেজকে দেখা যায় চতুর্থ আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলতে।

মেলবোর্ন, ২৮ ডিসেম্বর : বক্সিং ডে টেস্টের আয়ু মাত্র দুইদিন! ১৯৩২ সালের পর মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে এত দ্রুত টেস্ট ম্যাচ শেষ হওয়ার নজির আর নেই। এই ঐতিহাসিক ঘটনায় বিশ্বজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠতেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন এমসিজি-র প্রধান কিউরেটর ম্যাট পেজ। পেজ বর্তমানে কার্যত ‘শকের’ মধ্যে রয়েছেন এবং তিনি বিধ্বস্ত।

তবে এই কঠিন সময়ে কিউরেটরের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন অজি ব্যাটার ট্রাভিস হেড। হেড সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, কিউরেটরের কাজটা বড়ই ‘অকৃতজ্ঞের’। তিনি বলেছেন, ‘আমরা সবাই ম্যাটের পাশে আছি। গত কয়েক বছর এই মাঠেই দুর্দান্ত সব টেস্ট হয়েছে। একটা ম্যাচ দিয়ে সবকিছু বিচার করা ঠিক নয়।’ হেডের মতে, পিচটি অত্যন্ত কঠিন ছিল এবং বোলারদের সাহায্য করেছে, কিন্তু তা খেলার জন্য ‘বিপজ্জনক’ ছিল না।

তবে পিচ বিতর্কে কড়া ভাষায় মন্তব্য করলেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকার। পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমের ‘দ্বিমুখী’ আচরণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিনি। গাভাসকার তাঁর কলামে লিখেছেন যে, উপমহাদেশের কোনও স্পিন সহায়ক পিচে খেলা তাড়াতাড়ি শেষ হলে যখন গেল গেল রব ওঠে, মেলবোর্নের পিচ নিয়ে সেই একই সমালোচনার ঝড় দেখা যাচ্ছে না। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘যদি এটি ভারতের কোনও পিচ হত এবং খেলা দু’দিনে শেষ হত, তবে একদিকে কিউরেটরের হতাশা আর অন্যদিকে বয়কটের মতো বিশেষজ্ঞদের তোপ—সব মিলিয়ে অ্যাসেজের শেষ টেস্টের আগে মেলবোর্নের বাইশ গজ এখন প্রবল বিতর্কের কেন্দ্রে।

> মেলবোর্নের পিচে ঘাসের আধিক্য এবং অসম বাউন্স ব্যাটারদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল, যা টেস্ট ক্রিকেটের মানের সঙ্গে আপস করেছে। অথচ ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটাররা পিচের চরিত্র নিয়ে সেভাবে মুখ খোলেননি, যতটা তাঁরা এশিয়ার পিচ নিয়ে করে থাকেন।
>
> সুনীল গাভাসকার

গাভাসকারের সাথে একমত। বয়কট সোজাসুজি বলেছেন, ‘পিচে অতিরিক্ত ঘাস রাখা হয়েছিল। পাঁচদিনের টেস্ট ম্যাচের যে মান থাকা উচিত, তা বজায় রাখতে ব্যর্থ মেলবোর্ন। ভারতে স্পিনিং ট্র্যাকে বল ঘুরলে সবাই হইচই করে, কিন্তু ঘাসের পিচে বল লাফালে সেটাকে চুপচাপ মেনে নেওয়া হয়—এই দ্বিচারিতা বন্ধ হওয়া দরকার।’

মাত্র ১৮০.১ ওভারে খেলা শেষ হওয়ায় বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। দর্শকদের টিকিটের টাকা ফেরত দিতে হচ্ছে, পাশাপাশি ক্ষতি হয়েছে সম্প্রচারকারী সংস্থারও।

তোপ সানি-বয়কটের

এতক্ষণে পিচকে ‘বাজে’ তকমা দিয়ে দেওয়া হত এবং আইসিসি-র কাছে শাস্তির দাবি উঠত।’ গাভাসকার আরও উল্লেখ করেন যে, মেলবোর্নের পিচে ঘাসের আধিক্য এবং অসম বাউন্স ব্যাটারদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল, যা টেস্ট ক্রিকেটের মানের সঙ্গে আপস করেছে। অথচ ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটাররা পিচের চরিত্র নিয়ে সেভাবে মুখ খোলেননি, যতটা তাঁরা এশিয়ার পিচ নিয়ে করে থাকেন।

আগ্রাসী মেজাজে রিচা ঘোষ। তিরুবনন্তপুরমে রবিবার।

ব্যাটিং বিস্ফোরণ স্মৃতি-রিচাদের

ভারত-২২১/২ শ্রীলঙ্কা-১৯১/৬

তিরুবনন্তপুরম, ২৮ ডিসেম্বর : সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচে চেষ্টা করেও পারেননি। স্মৃতি মান্ধানার ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্রশ্ন উঠেছিল, বিয়ে ভাঙার ধাক্কা কি এখনও সামলে উঠতে পারেননি ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক? রবিবার অনায়াস ব্যাটিংয়ে ৪৮ বলে ৮০ রানের ইনিংসে সমালোচকদের সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সেইসঙ্গে মহিলাদের ক্রিকেটে চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ১০ হাজার রানের গণ্ডী পেরিয়ে গেলেন স্মৃতি। ভারতীয়দের মধ্যে যে কৃতিত্ব অতীতে কেবলমাত্র মিতালি রাজের রয়েছে। এদিন টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামার পর শেফালি ভার্মাকে নিয়ে ওপেনিং জুটিতে ১৬২ রান করে সিরিজের চতুর্থ টি২০-তে শুরুতেই ব্যাকফুটে ঠেলে দেন শ্রীলঙ্কাকে। শেফালি সিরিজে অর্ধশতরানের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করে এদিন থামেন ৪৬ বলে ৭৯ রানে। তবে শিরোনামে চলে এসেছেন স্মৃতি। সৌজন্যে সামাজিক মাধ্যমে চর্চিত তাঁর বাইসেপসের কামাল, ১১টি বাউন্ডারি ও তিন ছক্কায় সাজানো ইনিংসের সঙ্গে স্মৃতির মুখের হাসিও সমর্থকদের মন ভালো করে দিয়েছে। শেষবেলায় ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে পেশী প্রদর্শন করেছেন রিচা ঘোষও। তাঁর ১৬ বলে অপরাজিত ৪০ রানের ইনিংসের সুবাদে ভারত শেষ করে ২২১/২ স্কোরে। যা টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারতীয় মহিলা দলের সর্বাধিক রান। পেছনে পড়ে যায় গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে গড়া ২১৭/৪-এর নজির।

বিশাল রানের বোঝা নিয়ে চামারি আত্তাপাত্তুর (৫২) ব্যাটে ভর করে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল শ্রীলঙ্কা। হাসিনি পেরেরাকে (৩৩) নিয়ে চামারি ওপেনিং জুটিতে ৫.৩ ওভারে ৫৯ রান তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ঝাঁঝ তারা পরে আর ধরে রাখতে পারেনি। শেষপর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ১৯১/৬ স্কোরে আটকে যায়।

নিউজিল্যান্ড সিরিজে ফিরতে পারেন শ্রেয়স

মুম্বই, ২৮ ডিসেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় ওডিআইয়ে ঝাঁপিয়ে ক্যাচ ধরতে গিয়ে প্লীহায় চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। অস্ট্রেলিয়ায় চিকিৎসা সেরে দেশে ফেরার পর ক্রিকেটের বাইরেই ছিলেন তিনি। মাঝে অবশ্য তাঁর রাজ্য দল মুম্বইয়ের নেটে তাঁকে ব্যাটিং প্র্যাকটিস করতে দেখা গিয়েছিল। তারপরই শ্রেয়স চূড়ান্ত রিহ্যাবের জন্য বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে চলে যান। ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর সেখানেই থাকার কথা। তবে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তার কথায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে শ্রেয়সের জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হচ্ছে। সম্ভবত নিউজিল্যান্ড সিরিজেই ফেরানো হতে পারে তাঁকে। মুম্বই সংস্থার এক কর্তা বলেছেন, ‘শ্রেয়সকে নিয়ে ইতিবাচক কথা শুনছি। মুম্বইয়ের হয়ে দুটো ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে ওর। সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের অনুমতির ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। তবে যা মনে হচ্ছে, তাতে শ্রেয়স খেলবে। কোনও রকম অস্বস্তি ছাড়াই নেটে ব্যাটিং করছে এখন।’

২ জানুয়ারি জয়পুরে মুম্বই দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন শ্রেয়স। ৩ ও ৬ জানুয়ারি বিজয় হাজারে ট্রফিতে মুম্বইয়ের হয়ে তাঁর খেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে রান পাননি ঋষভ পন্থ। এবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ান ডে সিরিজেও কি কোপ পড়তে চলেছে তাঁর ওপর? ক্রিকেট মহলে গুঞ্জন, ঘরের মাঠের আসন্ন সিরিজে পন্থকে স্কোয়াডের বাইরে রাখা হতে পারে। সূত্র অনুযায়ী, পন্থের জায়গায় দলে ফিরতে পারেন বাঁহাতি ওপেনার ঈশান কিষান। রিপোর্ট অনুযায়ী, নির্বাচকরা সম্ভবত পন্থকে ধকল সামলাতে বা ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোযোগ দিতে বলতে পারেন। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে থাকা ঈশান ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে প্রমাণ করে ফের ডাক পাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে। অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ারও এই সিরিজে ফেরার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

ফিরিয়ে আনা হতে পারে ঈশানকেও

‘লিলি না থাকলে শেষ হয়ে যেতাম’

মেলবোর্ন, ২৮ ডিসেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে একসময় গতি দিয়ে ব্যাটারদের বুকে কাঁপুনি ধরিয়েছেন তিনি। সেই স্পিডস্টার ব্রেট লি এবার জায়গা করে নিলেন ‘অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট হল অফ ফেম’-এ। তবে জীবনের এই বিশেষ সম্মানে ভূষিত হয়ে নিজের কৃতিত্ব জাহির করলেন না লি। বরং আবেগঘন কণ্ঠে জানালেন, কিংবদন্তি ডেনিস লিলি না থাকলে তাঁর কেরিয়ার হয়তো কুঁড়িতেই ঝরে যেত।

লি এই সম্মানের জন্য তাঁর মেন্টর এবং প্রাক্তন ফাস্ট বোলার লিলিকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। লি জানান, মাত্র ১৬ বছর বয়সে যখন তিনি প্রথম লিলির কাছে যান, লিলি তাঁকে সতর্ক করেছিলেন। তাঁর বোলিং অ্যাকশনে ত্রুটি ছিল, যা বদল না করলে বড়সড়ো চোটের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তরুণ লি তখন সেই পরামর্শ কানে তোলেননি। ফল যা হওয়ার তাই হল— পিঠের হাড়ে ফাটল বা স্ট্রেস ফ্র্যাকচার। চোট পাওয়ার পর ফের লিলির শরণাপন্ন হন লি। লিলি তাঁকে নতুন করে বোলিং অ্যাকশন শেখান— সোজা হয়ে বল করা এবং শরীরকে পেছনের দিকে বেশি না বাঁকানো। লি বলেছেন, ‘তিনি সেদিন আমার কেরিয়ার বাঁচিয়েছিলেন। ওই টেকনিক বদল না করলে আমি হয়তো আর বলই করতে পারতাম না।’ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৭৬টি টেস্টে ৩১০টি এবং ২২১টি ওয়ান ডে ম্যাচে ৩৮০টি উইকেট নেওয়া এই পেসার গ্লেন ম্যাকগ্রাথ ও জেসন গিলেসপির সঙ্গে মিলে ত্রাস সৃষ্টিকারী বোলিং লাইন-আপ তৈরি করেছিলেন। তাঁর এই সম্মানে খুশি গোটা ক্রিকেট বিশ্ব।

অস্ট্রেলিয়ান হল অফ ফেমে জায়গা পেয়ে বললেন লি

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের হল অফ ফেমে জায়গা পাওয়ার পর ব্রেট লি।

সৌরভের ৬৯

জামালদহ, ২৮ ডিসেম্বর : তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে রবিবার ২০১৪-’১৬ ব্যাচ ১০১ রানে ২০০০-’০৫ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০১৪-’১৬ প্রথমে ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৪ রান করে। ম্যাচের সেরা সৌরভ দাস ৬৯ রান করেন। ২০০০-’০৫ জবাবে ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৩ রানে গুটিয়ে যায়। দেবতোষ বর্মন ৪৪ রান করেন। পরে ২০১১-’১৩ ব্যাচ ৭ উইকেটে হারিয়েছে ১৯৮০-’৯৯ ব্যাচকে। ১৯৮০-’৯৯ প্রথমে ৫ উইকেটে ১৩১ রান করে। জগন্নাথ ঝা ৮৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা রতন বর্মন নেন ৩ উইকেট। ২০১১-’১৩ জবাবে ৯.৫ ওভারে ৩ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছায়। মানিক সরকারের অবদান ৩৫ রান। পরে ২০১৭-’১৯ ব্যাচ ২২ রানে হারিয়েছে ২০০৬-’১০ ব্যাচকে। ২০১৭-’১৯ প্রথমে ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৮ রান তোলে। হিরন্ময় রায় মাঝি ৩০ রান করেন। ২০০৬-’১০ জবাবে ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৮৬ রানে থামে। ম্যাচের সেরা কল্লোল রায় ২ উইকেট নেন।

সেমিতে ফ্যান্সি

শীতলকুচি, ২৮ ডিসেম্বর : গোঁসাইরহাট রামকৃষ্ণ সংঘের ৮ দলীয় ক্রিকেটের সেমিফাইনালে উঠল ফ্যান্সি মোবাইল বাজার নলগ্রাম। রবিবার শেষ কোয়ার্টার্র ফাইনালে তারা ৭৫ রানে হারিয়েছে হাদারহাটের মামাভাগ্নে একাদশকে। টসে হেরে ফ্যান্সি ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০০ রান করে। ফাইজুল্লা ৫৮ রানে অপরাজিত ছিলেন। ভাগ্য সরকার ৪২ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে মামাভাগ্নে ১৭.২ ওভারে ১২৫ রানে অল আউট হয়। তরুণ ও সাহেব ২৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা দুলাল ৫ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন।

রাজের দাপট

তুফানগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে রবিবার নিউ প্রগতি সংঘ ৩০ রানে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি জুনিয়ারকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে নিউ প্রগতি টসে হেরে ২৮.৪ ওভারে ১৭৬ রানে সব উইকেট হারায়। ৪৬ রান করেন রাজ সাজের। জবাবে চিলাখানা ৩০ ওভার ৯ উইকেটে ১৪৬ রানে আটকে যায়। নয়নদীপ বর্মনের অবদান ২৫। ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা রাজ।

দুইদিন সময় চাইল ক্লাব-জোট

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়ান সুপার লিগ জট যখন কেটে গিয়েছে বলেই মনে হচ্ছিল তখনই আবার ক্লাবগুলির তরফ থেকে ওঠা প্রশ্নে ফের জিজ্ঞাসাচিহ্নের মুখে লিগ। বিশেষ করে এবার ক্লাবগুলির লিগ খেলার সদিচ্ছা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে পারে।

আগের বৈঠকের পর নিজেদের সন্তুষ্টির কথা বলে যান ক্লাব প্রতিনিধিরা। বিশেষ করে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন দীর্ঘ ২০ বছরের প্রকল্প তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার পর আর আপত্তি করার কোনও জায়গা ছিল না কারোরই। তখন মনে করা হয়েছিল, এবার লিগ শুরু শুধু সময়ের অপেক্ষা। হয়তো এদিনের বৈঠকের পরই সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে, দেশের শীর্ষ লিগ শুরুর তারিখ। এবং সোমবার একসঙ্গে বসে ফরম্যাট এবং বাকি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার কথা জানাবে দুই পক্ষ। কিন্তু এদিনের সভার পর প্রশ্ন উঠছে, ক্লাব প্রতিনিধিরা কি আদৌ আগ্রহী এবারের লিগে দল নামাতে? তাঁরা এদিন ফেডারেশনের তিন সদস্য ও সহ মহাসচিব এম সত্যনারায়ণনের সঙ্গে আলোচনায় আরও দুই দিন সময় চেয়ে নেন। তাঁদের বক্তব্য, খেলার সংখ্যা কম হলে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন আদৌ এএফসির প্রতিযোগিতায় স্লট দেবে কিনা তা আগে ফেডারেশনের তরফে জেনে নেওয়া হোক। যদি এএফসি খেলা কমালে স্লট না দেয় তাহলে ম্যাচ সংখ্যা আরও কমিয়ে নমো নমো করে একটা লিগের কথা ভেবে দেখা যেতে পারে। আর যদি এএফসি স্লট দিতে রাজি হয় তাহলে কয়টা ম্যাচ খেললে সেটা পাওয়া যাবে, এগুলো আগে পরিষ্কার হোক। এছাড়াও আগে নিজেরা টাকা দিয়ে লিগ খেলার কথা বললেও এদিনের বৈঠকে ক্লাবগুলি খরচ কমানোর প্রসঙ্গ তোলে। যার থেকে পরিষ্কার, লিগের স্বত্ব ফেডারেশনের হাতে রাখায়, বাড়তি বিনিয়োগে তাঁরা রাজি নয়। কীভাবে, কোথায় খরচ কমানো যায়, সেই সব দিক নিয়ে ভাবার কথা ক্লাব প্রতিনিধিরা এদিন বলেন তিন সদস্যের কমিটির সামনে। এদিনের এই আলোচনার ফলে সোমবার আর কোনওভাবেই লিগ নিয়ে কোনও ঘোষণা সম্ভব নয়। তবে ফেডারেশনের কমিটি নিজেরা আলোচনায় বসতে চলেছে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী। যদিও তাঁরাও এখন হতাশ। প্রায় সকলেই মনে করছেন, বাড়তি সময় মানেই লিগ আয়োজনের সম্ভাবনা কমতে থাকা।

এএফসি-স্লট নিয়ে প্রশ্ন

বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে কথা বললে শোনা যাচ্ছে, লিগ না খেলার বিষয়ে বাড়তি উদ্যোগ দেখাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, চেন্নাইয়ান এফসি-র মতো দুই-একটি ক্লাব। যাদের সঙ্গে রিলায়েন্সগোষ্ঠীর যোগাযোগ বেশি। কোনওভাবেই যাতে এআইএফএফের পরিচালনায় এবারের লিগ সফল হতে না পারে, সেই কারণেই বারবার সবকিছু ঠিক হওয়ার পরেও বিভিন্ন প্রশ্ন তোলায় ফের সবকিছু থমকে যাচ্ছে বলে অন্যান্য কিছু ক্লাবের তরফে তাদের ঘনিষ্ঠ মহলে অভিযোগ করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে এটা নিশ্চিত যে এবার লিগ হলেও হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে আর হবে না। দুইটি, এমনকি একটি ভেন্যুতে হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তবে আদৌ লিগ হবে কিনা, এদিনের পর সেটাই আবার বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল।

ডিআরএস চালুর ভাবনা ঘরোয়া ক্রিকেটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : ঘরোয়া ক্রিকেটে ম্যাচ চলাকালীন নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়মিতভাবেই বিতর্ক হচ্ছে। সেই বিতর্ক এড়াতে এবার ডিআরএস চালুর ভাবনা সিএবি কর্তাদের। তবে ডিআরএসের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো কেবলমাত্র ইডেন গার্ডেন্স, বারাসত, যাদবপুর এবং কল্যাণীতে বসানো সম্ভব। কিন্তু আগামী ১৫ জানুয়ারি থেকে বিশ্বকাপের জন্য ইডেনের নিয়ন্ত্রণ আইসিসি-র হাতে চলে যাবে। ফলে নতুন বছরের শুরুতে আদৌ ইডেনে এই পরিকাঠামো বসানো যাবে, সেটা পরিষ্কার নয়। বাকি মাঠগুলিতে বসানোর জন্য একাধিক ক্যামেরার প্রয়োজন। কিন্তু সেই ক্যামেরার ব্যবস্থা কতটা করা যাবে, সেটাও এই মুহূর্তে পরিষ্কার নয়। যদিও ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক বিতর্ক এড়াতে বঙ্গ ক্রিকেটের শীর্ষকর্তারা ডিআরএস চালু করতে চাইছেন। এই মুহূর্তে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতায় নেই। কিন্তু বাকি শীর্ষকর্তারা নিজেদের মধ্যে ডিআরএস নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা করেছেন। যদিও কোন প্রতিযোগিতা দিয়ে ডিআরএস শুরু হবে সেটা এখনও নিশ্চিত নয়।

জোড়া পরিবর্তনে ছন্দের লক্ষ্যে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : কখনও দুরন্ত ব্যাটিং। কখনও ব্যাটিং বিপর্যয়। বাংলা দলের পারফরমেন্সে ধারাবাহিকতার অভাব সুস্পষ্ট।

বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম ম্যাচে ব্যাটারদের নৈপুণ্যে জয় পেয়েছিল বাংলা। আবার সেই ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বিদর্ভের কাছে হারতে হয় তাদের। এই পরিস্থিতিতে সোমবার বিজয় হাজারে ট্রফির তৃতীয় ম্যাচে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে বাংলা। চণ্ডীগড় এখনও একটি ম্যাচেও জয় পায়নি। দলে মনন ভোরা ও সন্দীপ শর্মা ছাড়া সেই অর্থে কোনও পরিচিত মুখ নেই। এমন একটা দলের বিরুদ্ধে ছন্দে ফিরতে মরিয়া বঙ্গ ব্রিগেড। এই ম্যাচে হারলে চাপ বাড়বে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের।

ব্যাটিং ছাড়াও বাংলা কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে চিন্তায় রাখবে দলের বোলিং পারফরমেন্স। প্রথম দুই ম্যাচে মহম্মদ সামি ছাড়া বাকি বোলাররা নিজেদের মেলে ধরতে ব্যর্থ। বিশেষ করে মুকেশ কুমারের ফিটনেস নিয়ে বাংলা দলের অন্দরে বিতর্ক রয়েছে। ছন্দে ফিরতে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে জোড়া পরিবর্তন হচ্ছে বাংলা দলের। মুকেশের পরিবর্তে বিশাল ভাটি দলে আসছেন। এছাড়া স্পিনার আমির গোনিকে বসিয়ে রবি কুমারকে খেলানো হবে।

রাজকোটের মূল স্টেডিয়ামে ম্যাচটি হবে। এখানকার উইকেট সাধারণত ব্যাটিং সহায়ক। তাই টসে জিতলে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বড় ইনিংস খাড়া করতে চাইবে বাংলা। রবিবার বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা রাজকোট থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, ‘শেষ ম্যাচ ভুলে আমাদের নতুনভাবে শুরু করতে হবে। আগের ম্যাচে আমাদের ব্যাটিং-বোলিং কোনও কিছুই ঠিকমতো হয়নি। সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা ম্যাচ ভালো খেললাম, আবার পরের ম্যাচে হারিয়ে গেলাম এটা করলে চলবে না।’

আপাতত চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে বাংলা জয়ের সরণিতে ফিরতে পারে কি না সেটাই দেখার।

বিজয় হাজারে ট্রফি

সাইয়ের অনুষ্ঠানে সাইক্লিস্টদের অনুপ্রাণিত করার চেষ্টায় দীপিকা কুমারী, অতনু দাসরা। কলকাতায় রবিবার সকালে।

কলকাতায় ‘সানডেজ অন সাইকেল’

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : ‘সানডেজ অন সাইকেল’ বর্ষশেষের বিশেষ সংস্করণ রবিবার অনুষ্ঠিত হল কলকাতার স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই) ক্যাম্পাসে। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা শতাধিক সাইকেল আরোহী, ফিটনেসপ্রেমী ও সাধারণ মানুষ এই কর্মযজ্ঞে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন চারবারের অলিম্পিয়ান দীপিকা কুমারী, অতনু দাস, রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদরা।

এদিন সকালে সাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে যোগাভ্যাস, জুম্বা, ফিটনেস সেশন অনুষ্ঠিত হয়। দেশজুড়ে একযোগে পালিত এই উদ্যোগের মাধ্যমে নিয়মিত শরীরচর্চা ও পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। এখনও পর্যন্ত সারা দেশে ২ লক্ষেরও বেশি জায়গায় ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেছেন।

সাসপেন্ড পাক কাবাডি তারকা

জড়ালেন তেরঙা, গায়ে ‘ইন্ডিয়া’ জার্সি!

লাহোর, ২৮ ডিসেম্বর : খেলার মাঠে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ মানেই আবেগের বিস্ফোরণ। কিন্তু সেই আবেগের আগুনেই এবার পুড়ে ছাই এক পাক খেলোয়াড়ের কেরিয়ার। ভারতের জার্সি পরে এবং জয়ের পর ভারতীয় পতাকা গায়ে জড়িয়ে উদযাপন করায় অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ হলেন পাকিস্তানের কাবাডি তারকা উবাইদুল্লাহ রাজপুত।

ঘটনাটি ঘটেছে বাহরিনে আয়োজিত জিসিসি কাপে। পাকিস্তান কাবাডি ফেডারেশনের অভিযোগ, এই টুর্নামেন্টে উবাইদুল্লাহ একটি ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। কেবল তাই নয়, তিনি ‘ইন্ডিয়া’ লেখা জার্সি পরে মাঠে নামেন এবং একটি ম্যাচ জেতার পর ভারতের জাতীয় পতাকা কাঁধে জড়িয়ে উল্লাস করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হতেই তোলপাড় শুরু হয় ওপারে।

চিরশত্রু দেশের পতাকা ও জার্সিতে এমন দৃশ্য মেনে নিতে পারেনি পাকিস্তান কাবাডি ফেডারেশন। তড়িঘড়ি বৈঠক ডেকে কোনও অনুমতি ছাড়া বিদেশ ভ্রমণ এবং ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার ‘অপরাধে’ তাঁকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পিকেএফ সচিব রানা সারওয়ার জানিয়েছেন, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর এবং দেশের সম্মানের সঙ্গে জড়িত।

যদিও উবাইদুল্লাহর দাবি, তিনি পরিস্থিতির শিকার। তাঁর বক্তব্য, তিনি জানতেন না যে ওই প্রাইভেট দলটি ‘ভারতীয় দল’ হিসেবে পরিচিত হবে। তবে তাঁর এই সাফাই ধোপে টেকেনি। এশিয়ান গেমসে দেশের হয়ে খেলা এই তারকার ভবিষ্যৎ এখন গভীর অনিশ্চয়তায়।

বাহরিনে জিসিসি কাপে পাকিস্তানের কাবাডি তারকা উবাইদুল্লাহ রাজপুত।

জানুয়ারিতে হিমাচলপ্রদেশের সোলানে বিয়ে করেছিলেন নীরজ চোপড়া-হিমানী মোর। এগারো মাস পর পাঞ্জাবের কানালে হল তাঁদের বৌভাতের অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

দিমিদের নিয়ে সাফল্যের খোঁজে কোচ লোবেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : দল নিয়ে সন্তুষ্ট, সাফল্য নিয়েও আশাবাদী মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের নতুন কোচ সের্জিও লোবেরা। লোবেরা দায়িত্ব নেওয়ার পর গুঞ্জন শুরু হয়েছিল, তিনি নাকি নতুন কিছু ফুটবলার চেয়েছেন। যদিও ক্লাবকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সবুজ-মেরুনের নতুন স্প্যানিশ কোচ বলেছেন, ‘দলে অসাধারণ সব খেলোয়াড়রা রয়েছে। কিছু খবর পড়েছি, যেখানে বলা হয়েছে আমি নাকি কিছু খেলোয়াড় চেয়েছি। এটা একেবারেই সত্যি নয়। বর্তমানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের নিয়ে খুবই খুশি। আমি মনে করি এই দল নিয়েই আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারি।’ লোবেরা আরও বলেছেন, ‘একজন কোচ হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হাতে থাকা। মোহনবাগানে মাঠের ভিতরে ও বাইরে তা রয়েছে। এখানে কাজ করতে পেরে আমি খুবই খুশি। সাফল্য অর্জনের বিষয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী।’

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

Dear Rintu Saha : Wish you a Happy Birthday. Many Many happy returns of the day. From- Baba, Maa, Riya, Tarakshi, Siliguri.

উত্তরের খেলা

এগিয়ে গিয়েও হার নর্থবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগে (বিএসএল) রবিবার ঘরের মাঠ কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ১-২ গোলে হেরে গেল নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি। হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে শুরুতে উজ্জীবিত ফুটবল খেলে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের দল ১৯ মিনিটে আমো এবেনজারের গোলে এগিয়ে যায়। এই সময়টা রিকি ঘরামির নেতৃত্বে নর্থবেঙ্গলের মাঝমাঝ এতটাই চাপে রেখেছিল যে হাওড়া-হুগলির কোচ হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো ডাগআউটে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিলেন না। কিন্তু গোলের নীচে অভিলাষ পালের বেশ কিছু দারুণ সেভে ব্যবধান বাড়াতে পারেনি নর্থবেঙ্গল। যা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বিরতির পর ফিরে এসে নর্থবেঙ্গলকে চেপে ধরে হাওড়া-হুগলি। ৬০ মিনিটে কর্নার থেকে আসা বল হেডারে জালে রেখে খেলায় সমতা ফেরান পাওলো সিজার। ৭৮ মিনিটে দূর থেকে জোরালো শটে লৌরেমবাম ডেভিড সিং জয়সূচক গোলটি করেন। ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন ডেভিড। এদিন জিতে ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে শীর্ষস্থান ধরে রাখল ব্যারেটোর দল। ৫ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে নর্থবেঙ্গল নেমে গেল ৫ নম্বরে। ঘরের মাঠে তারা টানা দুই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করল। আগের ম্যাচে ড্র করলেও এদিন এগিয়ে গিয়েও হেরে ফিরতে হল তাদের।

আমো এবেনজারের গোলে এগিয়েও শেষরক্ষা করতে পারেনি নর্থবেঙ্গল।

ঘরে ফিরল চ্যাম্পিয়ন দল

জলপাইগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : কলকাতায় নর্থইস্ট কাপ ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে শহরে ফিরল জলপাইগুড়ির মহিলা ভলিবল দল। প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল বাংলা ও অসমের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত দল। ফাইনালে শক্তিশালী কলকাতা দলকে হারায় জলপাইগুড়ি। রবিবার সকালে বিজয়ী দলের সদস্যরা জলপাইগুড়িতে পৌঁছালে তাদের উষ্ণ সংবর্ধনায় বরণ করে নেওয়া হয়। দলের কোচ সুব্রত সাহা বলেছেন, 'বর্তমান সময়ে মেয়েদের আরও বেশি খেলাধুলায় এগিয়ে আসা প্রয়োজন।' এই সাফল্য জলপাইগুড়ির ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা জোগাবে বলেই মনে করছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা।

ফাইনালে আজান

তেশিমলা, ২৮ ডিসেম্বর : আনন্দ সংঘ ক্লাবের আনন্দ সংঘ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল আজান এক্সপ্রেস। রবিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৬ উইকেটে হারিয়েছে মোস্তাফা সুপার জায়েন্টসকে। প্রথমে ব্যাট করে মোস্তাফা ১১৮ রান করে। রাব্বু প্রধান ৪১ ও মনজুর আলি ২৫ রান করেন। সান্দাম হোসেন ৩ ও জুলফিকার আলি ২ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে আজান ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সান্দাম হোসেনের অবদান ৫৯ রান। মহম্মদ মিষ্টু ফেলে দেন ৪ উইকেট।

সায়নের ৪৩

জলপাইগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে রবিবার সংঘশ্রী ক্লাব ২ উইকেটে জয় পেয়েছে জেসিসিএ দলের বিরুদ্ধে। জেসিসিএ প্রথমে ৩০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪২ রান করে। রানা ভট্টাচার্য ৩৬ রান করেন। অসীম অধিকারী ১৮ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে সংঘশ্রী ২৬তম ওভারে ৮ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। সায়ন দে রেখে এসেছেন ৪৩ রান। সৌরভ সরকার ২৮ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

পদক শিপ্রা, সংহিতার

আলিপুরদুয়ার, ২৮ ডিসেম্বর : নর্থবেঙ্গল ভেটেরান্স অ্যাথলেটিক মিট ২০২৫-'২৬ অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারে। আলিপুরদুয়ারের সরতাজ আহমেদ ৪০ উর্ধ্ব পুরুষদের ১০০ মিটার, ২০০ মিটার দৌড় এবং লং জাম্পে তৃতীয় হয়েছেন। ৬০ উর্ধ্ব মহিলাদের শট পাট ও ১০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় হয়েছেন শঙ্করী বিশ্বাস। তিনি ডিসকাসে প্রথম হয়েছেন। সংহিতা বিশ্বাস ৫৫ উর্ধ্ব মহিলাদের ডিসকাস থ্রোয়ে প্রথম হয়েছেন। লতিকা লাকড়া ওরাওঁ ৪০ উর্ধ্ব মহিলাদের ডিসকাস থ্রোয়ে দ্বিতীয় এবং শট পাটে তৃতীয় হয়েছেন। ৪০ উর্ধ্ব মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় শিপ্রা রায়। তিনি শট পাট ও ডিসকাসে প্রথম হয়েছেন।

শুরু যুবক সংঘের ফুটবল

বেলাকোবা, ২৮ ডিসেম্বর : সান্তডাঙ্গিহাট পাথালুপাড়া যুবক সংঘ ক্লাবের দিনরাতের ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচে বিপ্লব একাদশ টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে আয়োজকদের। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

নিউজিল্যান্ড সিরিজে ফিরতে পারেন শ্রেয়স

খবর এগারোর পাতায়

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব। ছবি : অনীক চৌধুরী

খেতাব টাউন ক্লাবের

জলপাইগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : হরিজনবস্তি চেতনা ক্লাবের দুর্গেশনন্দন ভট্টাচার্য ও সাবিত্রী ভট্টাচার্য ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব। ফাইনালে তারা ৩ উইকেটে হারিয়েছে আরএসএ-কে। প্রথমে আরএসএ ১৮ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৪ রান করে। পাপ্পু সাহা ১৪ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে টাউন ৭ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। সুনীলকান্ত শর্মা ৪০ রান করেন।

ফাইনালের আগে মহিলাদের প্রীতি ক্রিকেটে আরএসএ ৯ উইকেটে হারিয়ে দেয় এবিসিসি দলকে।

বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন আগস্থ

জলপাইগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : জেলা বাস্কেটবল সংস্থার এসপি বিশ্বাস ও অসিতকুমার বসু ট্রফি বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আগস্থ। ফাইনালে আগস্থ ৫০-৪৫ পয়েন্টে হারিয়েছে টিবেটকে। এর আগে সেমিফাইনালে আগস্থ ৬৯-৬৫ পয়েন্টে হারায় হুন্নিদকে। টিবেট ৫১-৩০ পয়েন্টে জিতেছে রাইজিংয়ের বিরুদ্ধে।

বাস্কেটবলে খেতাব জয়ের পর আগস্থ দল। ছবি : অনীক চৌধুরী

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL 1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorized outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. *Offer amount and combination of offer may vary for model/variant and states and it is applicable on select models only, for a limited time period or till stock lasts.*T&C apply.

TOLL FREE 1800 266 0018

Authorized Dealers: Islampur: Bharat Hero - 9289923202, **Cooch Behar:** Sandeep Hero - 9289922698, **Malda:** Durga Hero - 9289922188, Prince Hero - 9289923123, **Jalpaiguri:** Anand Hero - 9289923031, **Raiganj:** Shankar Hero - 9289922594, **Siliguri:** Beekay Hero - 9289923102, Darjeeling Hero - 9289922427, **Balurghat:** Mahesh Hero - 9289922904, **Associate Dealers: Jalpaiguri:** Pratik Automobiles - 7063520686, **Dinhata:** Jogomaya Auto Works - 9851244490, **Dhupguri:** Bharat Automobiles - 7029599132, **Gangarampur:** Gupta Auto Centre - 9733726677, **Gazole:** Mira Auto Centre - 9593159789, **Mathabhanga:** Jogomaya Auto Works - 6297782171, **Kaliachak:** A K Wheels - 9733079141, **Itahar:** Deep Auto Centre - 9800630306, **Dalkhola:** A S Motors - 7908477285, **Goagaon:** Mabudh Automobiles - 9896216422.

VML.5868.2025